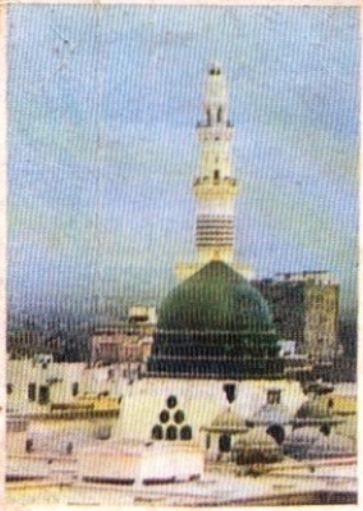

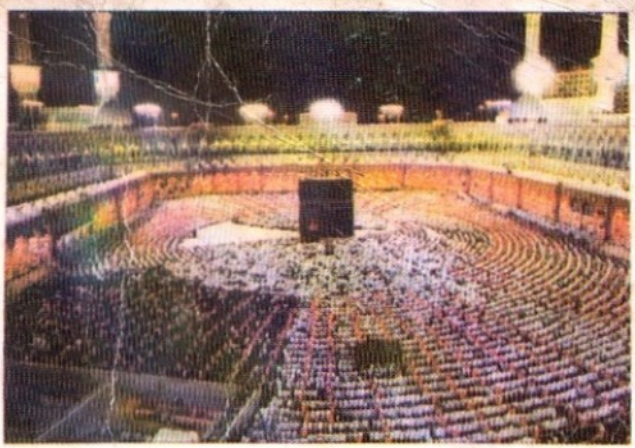

বিদেশে যা দেখলাম

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

বিদেশে যা দেখলাম

সৌজন্যে

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

খেলাফত পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

প্রকাশকঃ
খেলাফত পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মাহবুবুর রহমান
দিলখোলা রোড, খুলনা

প্রকাশকালঃ
ডিসেম্বর' ১৯৯০ ইং

মূল্যঃ
সাদা-৩০,০০ টাকা
নিউজ-২০,০০ টাকা

পরিবেশকঃ
প্রফেসর্স বুক কর্নার
১৯২, বড় মগবাজার, ঢাকা।
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন, ঢাকা-১

মুদ্রন ঃ
আল আকাবা প্রিন্টিং প্রেস
৪৯৪, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোনঃ ৪০ ৬৬ ৩৮

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইতিহাস আমার আকর্ষনীয় সাবজেক্ট। বিভিন্ন দেশ সর্ম্পকে জানার আগ্রহ আমার স্বভাবজাত। পড়ে জানা এবং চোখে দেখার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। তাই বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করে দেশের জনগণ আচার-অনুষ্ঠান আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার আগ্রহ ছিল আমার মজ্জাগত। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পুরা ভারত যখন বৃটিশ শাসনাধীন, তখনই আমি ছাত্র জীবনে সেই সময়ের অবিভক্ত বাংলাদেশের রাজধানী কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেছি। অবশ্য কলিকাতা নগরী এক সময় বৃটিশ ভারতের রাজধানীও ছিল। পড়ার জীবনেই আমার ইসলামী আন্দোলনের সাথে পরিচয় ঘটে। ১৯৫২ সনে ছাত্র জীবন সমাপ্তিতেই আমি ইসলামী আন্দোলনে শরীক হই। অতঃপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে থাকি।

১৯৫৭ সনে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রোকন সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমি প্রথমবার পশ্চিম পাকিস্তান সফর করি। এ সম্মেলন সিন্দু প্রদেশের মাচিগোট নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সফরে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান সফর করি। যাওয়ার পথে আমি ঢাকা হতে বিমানে গেলেও ফেরার পথে ট্রানজিট ভিসা নিয়ে ভারতের মধ্যে হতে ট্রেনে আসি। আসার পথে অমৃতসর, লাক্ষ্ণৌ ও কলিকাতা হয়ে বেনাপোল দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। ১৯৬২ সনে আমি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শুরার সদস্য নির্বাচিত হই। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান সফর আমার জন্য যেমন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তেমনি সহজও। জাতীয় পরিষদ সদস্য হওয়ার কারনে সারা পাকিস্তানে ট্রেনের ১ম শ্রেণীতে সফর ছিল আমার জন্য ফ্রি। আর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ও পরিষদের কমিটি মিটিংয়ে যোগদানের জন্য পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান বিমান সফর খরচও আমাকে বহন করতে হত না। ফলে ঐ কয় বছরে ব্যাপক ভাবে আমি সভা-সমিতি উপলক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেছি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে পরবর্তী পর্যায়ে যখন নুতন করে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু হয় ও ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে, তখনও আমাকে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসতে হচ্ছে। আবার সময় সময় বিদেশে সভা-সম্মেলন ও সেমিনার ইত্যাদিতে আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন দেশ সফর করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে আমার সফর বিবরণ পত্রিকায় ছাপা হলেও পুস্তাকাকারে প্রকাশ করার জন্য যে সাবধানতার সহিত সফর বিবরণের নোট রাখা দরকার, অনেক ক্ষেত্রে তা রাখা হয়নি।

www.pathagar.com

শুভাকাঙ্খীদের আগ্রহে এখন যখন সফর বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য সংবাদ পত্রের পুরান ফাইল ও ডায়রী অনুসন্ধান করলাম, তখন মাত্র চারটি দেশ সফরের বিবরণ পুরান পত্রিকায় এবং কয়েকটি দেশ সফরের সংক্ষিপ্ত নোট পুরান ডাইরিতে পেলাম। ভারত আমাদের পার্শ্ববতী দেশ। বিভিন্ন কাজ ও ব্যবসা উপলক্ষে দেশ বিভাগের আগেও পরে কলিকাতা, দিল্লি ও বোম্বে ইত্যাদি স্থান সমূহ সফর করলেও এ সফরের কোন বিবরণ আমি লিখে রাখিনি। ফলে ভারত সফরের বিবরণ এ পুস্তকে দেয়া সম্ভব হল না, তবে ভারতে একটি ব্যাপক সফর করার নিয়ত আমার ছিল ও আছে। মুসলমানরা সিন্দুদেশে প্রথম প্রবেশ করার পর থেকে প্রায় এক হাজার বছর ভারতে রাজত্ব করেছে। মুসলিম রাজা–বাদশাহ ও পীর ফকিরদের অজস্র কীর্তি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। তাই আল্লাহ তওফীক দিলে ভারতে আমার আকাঙ্খিত সফরের পরেই ভারত বর্ষের উপরে আলাদা করে লেখার ইচ্ছা রইল। প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি। ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী হওয়ার কারনে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল সফর কৃত দেশের ইসলামের, মুসলমানের ও ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা বিশেষ ভাবে জানা, অন্য বিষয়গুলি ছিল আমার কাছে গৌন। তাই অন্য বিষয়াদির ব্যাপারে আমার লেখায় কমতথ্য পাওয়াই স্বাভাবিক।

পরিশেষে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যাতে মহান আল্লাহ কবুল করেন তার জন্য তার কাছে করছি করুন আবেদন। আর পাঠকদের কাছে চাচ্ছি পরামর্শ ও দোয়া। আচ্ছালাম

বিণীত

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
২২ নং, দেল খোলা রোড–খুলনা
বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

সূচীপত্রঃ

১। আমার হজ্ব সফর	৭
২। আমার পাকিস্তান সফর	১৯
৩। ইসলামী ইউনিট সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে পাকিস্তান সফর	৩০
৪। আমার মিশর ও সুদান সফর	৩৮
৫। আমার সিংগাপুর ও মালয়শীয়া সফর	৫৫
৬। আমার ওমান সফর	৬৭
৭। আমার সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর	৭১
৮। আমার সৌদী আরব সফর	৭৫
৯। রাবেতাতুল ইসলামীর সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে সৌদী আরব সফর	৭৯
০। আমার কুয়েত সফর	৯০
১। আমার জর্ডান সফর	৯৫
২। আমার ইংল্যান্ড সফর	৯৮
৩। আমার কাতার সফর	১০৩

www.pathagar.com

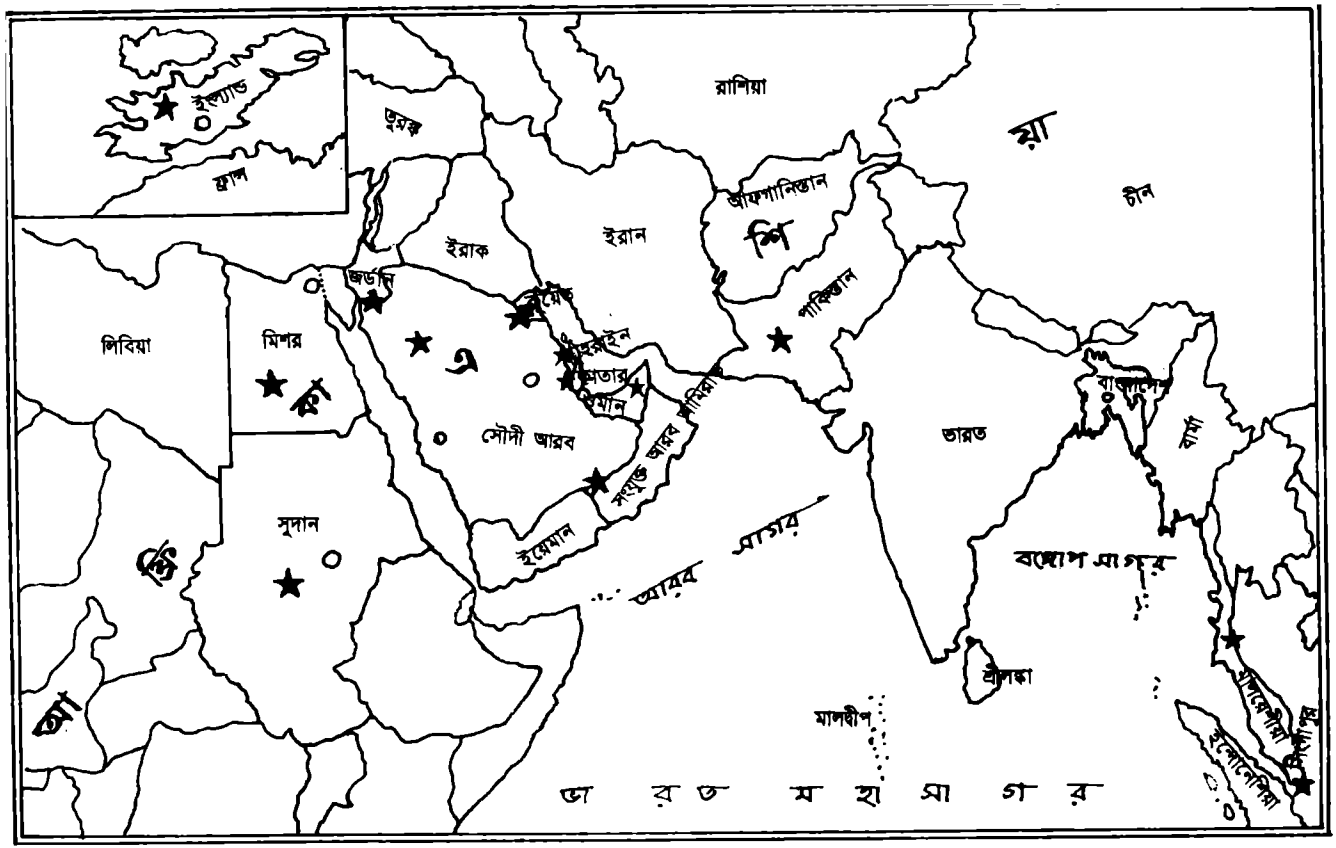

www.pathagar.com

আমার হজ্জ সফর

১৯৮৯ ইং সালের হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২ই জুলাই বুধবার। এদিনটি ছিল সৌদি আরবে ৯ই জিলহজ্জ অর্থাৎ আরাফায় অবস্থানের দিন। জুলাই মাসের তিন তারিখে সৌদি দূতাবাসের টেলিফোন পাই যে, আমাকে রাবেতাতুল আলমে ইসলামী এবারে হজ্জে তাদের মেহমান করেছে এবং ভিসা পাঠিয়েছে। সুতরাং এখনই যেন আসি দূতাবাস থেকে ভিসা সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নিয়ে পরের দিনই অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই পবিত্র হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিমানে মক্কা শরীফের পথে জেদ্দা রওয়ানা হই। আমার সাথে আরও ছয়জন সঙ্গী ছিলেন। জিদ্দার বিমান বন্দরের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ করে বাইরে এসে দেখি স্নেহবর শহীদুল ইসলাম রাবেতার পত্রসহ আমাদেরকে নেয়ার জন্য গাড়ী নিয়ে হাজির হয়েছে। আমরা ঢাকা থেকে বাংলাদেশ সময় ৭ টায় বিমানে রওয়ানা হই। একটানা প্রায় ৭ ঘন্টা উড়ার পর বিমান সৌদি সময় প্রায় ১ টায় জিদ্দা অবতরণ করে। এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতায় বেশ সময় নেয়। অতঃপর আমরা যখন মক্কা শরীফে পৌছি তখন মাগরিব হতে কিছু বাকি। আমরা আসরের নামায জিদ্দার পথে আদায় করে নিয়েছিলাম। যেহেতু আমরা সকলেই ক্লান্ত ছিলাম, তাই রাতে উমরা সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নাই। ভোরে নাস্তা সেরে তওয়াফ ও ছাই করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরে হাজির হই। তওয়াফ ও ছাইসহ উমরার অনুষ্ঠানাদি সেরে ঐ রাত শহীদুল ইসলামের বাসায় কাটাই। পরের দিন সকালে মিনায় রাবেতার গেস্ট হাউজে গিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে রিপোর্ট করি। অভ্যর্থনা কক্ষ হতে আমাকে থাকার জন্য রুম বরাদ্দ করে চাবি, ব্যাজ ও খাবার টিকেট দিয়েদেয়।

মিনায় মসজিদে খায়েফের সংলগ্ন একটি ৪তলা বিশিষ্ট বিরাট দালানে রাবেতার মেহমানখানা অবস্থিত। এখানে নামায ও সম্মেলনের জন্য একটি বিরাট কক্ষ আছে। আমি পাঁচ বৎসর আগে আরও একবার সৌদি সরকারের মেহমান হয়ে হজ্জ পালন উপলক্ষে এই মেহমানখানায় অবস্থান করেছিলাম। রাবেতার মেহমান হিসাবে ৭০টি দেশের প্রায় হাজার খানেক প্রতিনিধি এখানে হজ্জ পালনের জন্য এসে সমবেত হয়েছিলেন। জিলহজ্জ মাসের ৩ তারিখে আমি মেহমান খানায় প্রবেশ করি এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে মতামত বিনিময় ও পরিচয় ইত্যাদি করতে থাকি।

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন। স্বচ্ছল মুসলমান তিনি দুনিয়ার যে অংশেই বাস করুন না কেন, জিন্দেগিতে একবার তার হজ্জ আদায় করা ফরয। হজ্জ আদায় উপলক্ষে দুনিয়ার বহু দেশ হতে কয়েক লাখ মুসলমান নারী-পুরুষ যখন মক্কায়

www.pathagar.com

সমবেত হয় তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন রংয়ের ও বিভিন্ন লেবাসের অগণিত, অজস্র লোকের সমাবেশ সত্যিই খুব আকর্ষণীয়। এসব লোকই আবার একই লেবাসে অর্থাৎ একখানা সাদা কাপড় পরিধান করে আর একখানা গায়ে জড়িয়ে লাব্বায়েক লাব্বায়েক আওয়াজ তুলে যখন মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় হাজির হয় তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কা'বা ঘরকে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র এবং হজ্জকে মিলন অনুষ্ঠান করে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত আছে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

"যাতে করে প্রত্যক্ষ করতে পারে হজ্জ যাত্রীরা তাদের উদ্দেশ্যে নিহিত হজ্জের কল্যাণসমূহ।" দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুসলমানদের পরস্পরের অবস্থা জানার ও উপলব্ধি করার এ এক মহা সুযোগ। রাবেতার মেহমান হওয়ার কারণে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় হজ্জ প্রতিনিধিদের সাথে দেখাসাক্ষাত, আলোচনার মাধ্যমে আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের পুরামাত্রায় চেষ্টা করেছি। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট লোকের সাথে আমার আলোচনার বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে প্রদত্ত হল।

রাশিয়ার হাজীদের সাথে সাক্ষাতকার

রাশিয়া থেকে মোট ৩১ জন হাজী এবারে হজ্জ করতে এসেছিলেন। এরা সকলেই সরকারীভাবে এসেছিলেন এবং রাবেতার মেহমান হিসাবে সবাই রাবেতার মেহমানখানায় উঠেছিলেন। নামাযের হলে এবং খাবার হলে এদের কয়েকজনের চেহারা দেখে চিনে ফেলেছিলাম যে এরা রাশিয়ার লোক। কিন্তু তাদের সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। এ জন্য যে এরা কেউই আরবী বা ইংরেজী জানেন না। অবশেষে এদের একজনের সাথে গিয়ে তাদের থাকার জায়গায় উপস্থিত হই। ৩১ জন সব একই হলে জায়গা নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ৩ জন পাওয়া গেল যারা আরবী জানে। একজন যার বাড়ী তাসখন্দের আফগান সীমান্তে। তিনি ফারসী জানেন। এদের সাথে আলাপ করে বাইরে এসে দেখি তাদের একজন একটু আগে বের হয়ে আমার সাথে আলাপ করার জন্য করিডোরে অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাকে বললেন, প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ সরকারী লোক ও গোয়েন্দা। তাদের কাছ থেকে আপনি আসল অবস্থা জানতে পারবেন না। তিনি আমাকে জানালেন, কাজাকিস্তান, কিরগিজস্তান, ঔজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, তুরকমানিস্তান, আজারবাইজান, দাগস্তান ও সিসান প্রভৃতি স্টেট সমুহের শতকরা একশত ভাগই মুসলমান। এই স্টেটসমূহের মুসলমানদের সংখ্যা সাত কোটিরও বেশী। এছাড়াও রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশেও বেশ কিছু মুসলমান আছে। যেমন সাইবেরিয়ায় যে তাতার উপজাতি বাস করে তারা সবাই মুসলমান। এসব এলাকায় কমিউনিস্টের সংখ্যা শতকরা ত্রিশজন হবে। তবে

www.pathagar.com

এর অধিকাংশই সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কমিউনিস্ট হয়েছে। প্রকৃত কমিউনিস্টের সংখ্যা আরও কম। কমিউনিস্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা হতে ইসলামকে উৎখাত করে, অসংখ্য আলিম হত্যা করে, মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রভৃতি বন্ধ করে দিয়েও মানুষের মন থেকে ইসলামের আকর্ষণকে শেষ করতে পারেনি। তিনি বললেন, আমাদের গোত্র বিরাট এবং আমাদের গোত্রে বহু প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। যাদের অধিকাংশকেই কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রথম দিকে কমিউনিজমের অধীনতা ও বাস্তবতা স্বীকার না করায় বাড়ী হতে উঠিয়ে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমরা জানি না তাদেরকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের কবর কোথায়। আমার সাথে যে যুবকের কথা হচ্ছিল তার বয়স মাত্র ৩০ বছর। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ও বেশ লম্বা, মুখে কেবল দাড়ি উঠেছে এবং দাড়ি রেখে দিয়েছে। যুবক আমার সাথে অনর্গল আরবীতে কথা বলছিল। সে আরবী ভাষা ও ইসলামী ইলম কোথায় শিখেছে জিজ্ঞাসা করা হলে বলল যে,"তার পরিবারের আলিম বিশেষ করে তার নানার কাছ থেকে আরবী ভাষা ও ইলম শিখেছে।"তার নানা খুব বড় আলিম। তার মায়ের দাদা ঐদেশের সর্ব প্রধান মুফতি ছিলেন। যুবক বলল যে, আমার সমগ্র পরিবারের মধ্যেই ইসলামী পরিবেশ আছে। পারিবারিকভাবে আমাদের বংশের লোকেরা ইসলামী। সে আরও বলল যে, আমি ১০ বৎসর সরকারী স্কুলে এবং ৬ বৎসর এগ্রিকালচার কলেজে পড়াশুনা করেছি। বর্তমানে আমি শহরের একটি বড় মসজিদের ইমাম এবং খতিব। কথা প্রসঙ্গে সে বলল যে, আমাদের এলাকার একজন সৈন্য আফগানিস্তানের যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং তার মৃতদেহ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তার পরিবারের কতিপয় লোক তার জানাযার জন্য মৃতদেহ মসজিদে নিয়ে আসলে ইমাম ও মুসল্লিরা জানাযার নামায পড়তে অস্বীকার করে। কেননা সে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কাফির হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে। যুবক বলল, বর্তমানে গরবাচেভ সরকারের আমলে মানুষ কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছে।

যুবক আমাকে আরও জানালো যে, আমরা বাহির হতে যেমন কোন ধর্মীয় কিতাবাদি আনাতে পারি না, তেমনি দেশেও ধর্মীয় কিতাবাদি ছাপান নিষিদ্ধ। আমাদের পরিবারে প্রায় একশ' বৎসর পূর্বের রক্ষিত কিছু ইসলামী কিতাব, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, ইত্যাদি আছে। যার মাধ্যমে আমরা দ্বীনী ইলম শিখেছি। যুবক আমাকে অনুরোধ করল যে, আমি তাকে যেন এই সফরে কিছু ইসলামী বই সরবরাহ করি। ফলে আমি তাকে মক্কা শরীফ হতে কিছু আরবী কিতাব খরিদ করে দেই। যুবক কিতাব পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছিল এবং বার বার শুকরিয়া আদায় করছিল, ভাষায় তা ব্যক্ত করা যায় না। যুবক আমাকে অনুরোধ করল, আমি যেন তাকে না ভুলি, তার কাছে পত্র লিখি এবং তাদের জন্য দোয়া করি।

এই প্রতিনিধি দলের নেতা মুফতী তালায়াত তাজুদ্দীন, বয়স ৪০ বৎসর। ভাল আরবী জানেন। ৬বৎসর বোখারায় এবং ৪বৎসর মিসরের জামেয়ুল আজহারে

www.pathagar.com

পড়াশুনা করেছেন। রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের মুসলমানদের তিনি সরকারী মুফতী। তার সাথে আমার বাদশা ফাহাদের বাড়ীর অনুষ্ঠানে সাক্ষাত এবং কথাবার্তা হয়েছে। তিনি তার ঠিকানা সম্বলিত কার্ডও আমাকে দিয়েছেন। সোভিয়েত সরকার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ঠান্ডা রাখার জন্য আরবী ভাষা এবং বিকৃত কিছু ইসলামী জ্ঞান দানের জন্য বোখারায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছে। আরব বিশ্বের সাথে যোগাযোগের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও কতিপয় লোককে আরবী ভাষা শিক্ষাদান দরকার। তবে আমাকে ঐ যুবক বলেছিল যে, বোখারার মাদ্রাসায় যারা পড়ে সরকার চারিত্রিক ও আমলী দিক দিয়ে তাদেরকে ফাসিক বানিয়ে দেয়। সেখানকার হোস্টেলে হারাম খানা সরবরাহ করা হয়। এমনকি সরাবও। যুবক আরো অনেক তথ্য আমাকে দিয়েছে, লেখা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে তা আলোচনা করা হল না।

চীনের হাজীদের সাথে সাক্ষাতকারঃ

রাবেতার প্রকান্ড মেহমানখানায় অনুসন্ধান করে চীনের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করি। এ দলে মোট ১৬ জন লোক আছে। আমার দেশ বাংলাদেশ এবং তারা চীনের লোক এটুকু কথাই উভয়ের ব্যাপারে উভয়ে জানলাম। তারা চীনা ভাষায় আমাকে কি বলল তা যেমন আমি বুঝলাম না, তেমনি আমার আরবী ভাষার বক্তব্যও তারা বুঝতে পারলো না। তবে মনে হচ্ছিল তারা আমাকে তাদের কাছে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছে। তাদের আন্তরিকতা ও অভিনন্দনের অবস্থা দেখে আমি খুবই অভিভূত হয়েছিলাম। প্রতিনিধি দলের অর্ধেকের মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপী আছে। অনুসন্ধান করে জানলাম যে, এদের দলে একজন আরবী জানা লোক আছেন। সরকারী ব্যবস্থাপনায় তিনি বেজীনে আরবী ভাষা শিখেছেন। হজ্জের পরে আমি তার কাছ থেকে সময় নিয়ে তাদের রুমে তার মাধ্যমে তাদের নেতার সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য হাজির হই। নেতার নাম ফাখর বুচাখ। তিনি অসুস্থ থাকায় উপনেতা জনাব আব্দুল্লাহ মানচিং খানের সাক্ষাতকার নেই। মানচিং খানের বাড়ী উত্তর-পূর্ব চীনে। তিনি এক মসজিদের ইমাম। তার মতে চীনে দেড় কোটি মুসলমান আছে। তার মসজিদে শুক্রবারে ১শ'র মত মুসল্লি হাজির হয়। তবে ওয়াক্তের নামাযে ২০/৩০জন থাকে। তারা ইসলামী বইপত্র পাচ্ছে কি না এবং তাদের কাছে ইসলামী বইপত্র আছে কি না? এর জওয়াবে তিনি বললেন যে, পুরাতন অল্প কিছু পাওয়া যায়। তারা অন্য লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারে কি না? এর জওয়াবে তিনি বললেন যে, মসজিদের মধ্যে দাওয়াত দিতে পারি। মসজিদের বাইরে নয়। যে যুবকটি আমার আরবী বক্তব্য চীনা ভাষায় অনুবাদ করছিল এবং চীনা নেতার চীনা ভাষার বক্তব্য আরবীতে আমার জন্য অনুবাদ করছিল তার নাম দাউদ। বয়স ২৩ বছর। সে বলল, চীন হতে এবারে মোট ২০০০ (দুই হাজার) হাজী হজ্জ করতে এসেছে। তবে নিজ খরচে না সরকারী খরচে তা সে বলতে পারলো না। একজন বৃদ্ধ

www.pathagar.com

চীনা হাজী আমাকে আতর এবং খাওয়ার জন্য এক ধরনের মুখরোচক হজমী দানার একটি কৌটা উপহার দেন। যুবকের কাছ থেকে আরও জানা গেল যে, সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত চীনা মুসলমানদের একটা সংগঠন আছে। যার নাম হলো "জমিয়াতুল ইসলামিয়া চীন"। এর নেতা হলো ইলিয়াস সিন সানসেট। তিনি পূর্বে হজ্জ করেছেন বলে এবারে হজ্জে আসেননি। আমি জামায়াতের আরবী পরিচিতিসহ কয়েকখানা আরবী ভাষার বইও এদেরকে দেই। তারা এগুলো পেয়ে খুবই খুশী হলেন এবং শুকরিয়া আদায় করেন। অনুবাদকারী যুবক দাউদ ভাল আরবী জানেন। তাছাড়া উপনেতা আবদুল্লা মানচিং আরবী বলতে না পারলেও আরবী পড়তে পারেন ও বুঝেন। তাকে আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ–এর আরবী পরিচিতি দিলে আমার সামনেই তিনি তা পড়তে থাকেন। তিনি তার ঠিকানা আমাকে দেন এবং আমার ঠিকানাও নেন ও পত্রালাপের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার হাজীদের সাথে সাক্ষাতকারঃ

পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে রাবেতার মেহমান হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার যে প্রতিনিধি দলটি এসেছিল তার নেতা আলহাজ্জ মুহাম্মদ খান ইউনের সাথে আলাপ করে তার কাছ থেকে সাক্ষাতকারের সময় নেই এবং তার রুমে হাজির হয়ে তার সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। মুহাম্মদ খান ইউনের বর্তমান বয়স ৪০ বছর। কিভাবে কোরিয়ায় ইসলামের দাওয়াত পৌছল এবং আপনি কিভাবে মুসলমান হলেন এর জওয়াবে মুহাম্মদ খান ইউন বললেন, কোরিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তিতে ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার খবরদারির জন্য যে জাতিসংঘ বাহিনী নিয়োগ করা হয় ঐ বাহিনীতে কিছু তুর্কী সৈন্য ছিল, যারা নিজেদের নামায আদায়ের জন্য একখানা মসজিদ তৈরী করেন। এই মসজিদের ইমাম ছিলেন সেখ উমর কোজ তুর্কী। এই মসজিদে কিছু কোরিয়ান উৎসাহ নিরসনের জন্য আসতে থাকে। সেখ উমর এবং তার সাথী আঃ রহমান তুর্কী তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে উমর কিসই প্রথম কোরিয়ান মুসলমান যিনি দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর আলহাজ ছবরি ছাওয়া এবং আলহাজ মুহাম্মদ ইউনতু ইউনুসসহ বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এইভাবেই পর পর ইসলামের দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এ অবস্থা এখনও অব্যাহত আছে। মুহাম্মদ খান ইউন বলেন, আলহাজ মুহাম্মদ ইউনতু আমার নানা। তার দাওয়াতে আমরা গোত্রসহ সকলেই ইসলাম কবুল করি। আমার নানা তিন বছর পূর্বে সিউলে ইন্তেকাল করেন। দক্ষিন কোরিয়ার মোট জনসংখ্যা চার কোটি। তন্মধ্যে ৪০ হাজার মুসলমান। জনসংখ্যার অর্ধেক বুদ্ধ, বাকিরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। আলহাজ মুহাম্মদ খান ইউন বর্তমানে সিউল জামে মসজিদের ইমাম এবং জামিয়াতে ইত্তেহাদুল মুসলেমিন কোরিয়ার ডাইরেক্টর। তিনি দশ বছর মরক্কোতে পড়াশুনা করেন এবং শরীয়া কলেজ হতে ডিগ্রী লাভ করেন। মরক্কোতেই তিনি আরবী ভাষা

www.pathagar.com

শেখেন। তার সাথে আমার কথা-বার্তা আরবীতেই হচ্ছিল। তিনি আমাকে জানালেন, বর্তমানে কোরিয়ায়, ১০টি মসজিদ আছে। তন্মধ্যে পাঁচটি জামে মসজিদ এবং পাঁচটি ওয়াক্‌তিয়া।

মুসলিম দেশসমূহের দূতাবাসগুলো সিউলে থাকার কারণে সিউল জামে মসজিদে শুক্রবারে প্রচুর নামাযীর সমাগম হয়। এখন আপনাদের দেশে কিভাবে ইসলামের প্রচার হচ্ছে এবং নতুন লোকেরা কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করছেন? এ প্রশ্নের জওয়াবে মুহাম্মদ খান ইউন বলেন, আমাদের সংগঠনের দাওয়াতে যেমন কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন তেমনি আরব দেশ-সমূহে কর্মরত কোরিয়ানদের মধ্যে অনেকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম কবুল করেছেন।

মুহাম্মদ ইউন বলেন, ইতিমধ্যে কুরআনের তাফসীরসহ বেশ কিছু ইসলামী বই কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেছি। কোরিয়ান ভাষায় আমাদের একটি নিয়মিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হচ্ছে। তবে আরবী হতে কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদের জন্য আমাদের কাছে মাত্র দুইজন অনুবাদক আছে। খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা বেশ আছে। তারা কোরিয়ায় প্রায় সর্বত্রই অসংখ্য গীর্জা প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে খৃষ্টান বানাবার চেষ্টা করছে। তবে তাদের রিক্রুটমেন্ট খুবই কম। লোকেরা তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে গিয়েছে। কমিউনিজম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, কমিউনিজমের প্রচার-প্রপাগান্ডা আইনত নিষিদ্ধ। তবে আন্ডার গ্রাউন্ডে তাদের কিছু তৎপরতা আছে। মুহাম্মদ খান ইউন জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে তেমন কিছু জানেন না এবং মওলানা মওদূদী ও সাইয়েদ কুতুব প্রমুখের কোন বই পড়েছেন বলেও বলতে পারলেন না। আমি তাকে জামায়াতের পরিচিতি দেই। তিনি আমাকে কোরিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানান। ইতিপূর্বে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির একজন ইঞ্জিনিয়ার তাবলীগ জামায়াতের পক্ষে সিউল সফর করেছেন বলে তিনি আমাকে বললেন। তিনি বললেন, আহমদী লেখক মুহাম্মদ আলীর ইংলিশ তাফসীর সিউলে পৌঁছেছে। তবে আমাদের সংগঠনের পক্ষ হতে আমরা আহমদীদের তৎপরতা নিষিদ্ধ করে রেখেছি।

তারা সিউলে সুবিধা করতে না পেরে জাপানে বসে তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে। ইসলামী ফেডারেশন অফ কোরিয়া আল্লামা ইউসুফ আলীর তাফসীর পুরাটাই কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেছে। আলোচনা শেষে তিনি আমাকে তার ঠিকানা লিখিত কার্ড দেন এবং পত্র যোগাযোগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমিও তাকে আমার কার্ড সরবরাহ করি এবং পত্র যোগাযোগের কথা বলি। আমি মক্কা হতে সংগ্রহ করে তাকে সাইয়েদ মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব ও আলী হাসান নদভীর

www.pathagar.com

কতিপয় বই দেই। বই পেয়ে মুহাম্মদ খান ইউন খুবই খুশী হন এবং বার বার শুকরিয়া আদায় করেন।

ইরিত্রিয়ার হাজীদের সাথে সাক্ষাতকারঃ

আফ্রিকা মহাদেশস্ত ইরিত্রিয়ার মুক্তিযুদ্ধের (স্বাধীনতা জেহাদের) অবস্থা জানার জন্য আমি ইরিত্রিয়ার কোন লোক রাবেতার মেহমান হিসাবে এসেছে কিনা খোঁজাখুজি করতে ছিলাম। অনুমান করে একজনকে তার দেশের নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমার বাড়ী ইরিত্রিয়ায় এবং আমি নিজে একজন মুজাহিদ। তিনি বললেন,আমাদের নেতা আবদুল করিম ইব্রাহিম হামেদ এখানে আছেন। তার কাছ থেকে আপনি ইরিত্রিয়ার জিহাদের যাবতীয় অবস্থা জানতে পারবেন।

ইরিত্রিয়ার পুরান নাম হাবসা। রসূলের (দঃ) মক্কায় অবস্থান কালীন সময় তাঁর নির্দেশে কোরায়েশদের অত্যাচার হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এক দল ছাহাবী এখানে হিজরাত করেছিলেন ৬১৪ খৃঃ। দেশটি লোহিত সাগরের পার্শ্বে অবস্থিত। এর পশ্চিমে সুদান, দক্ষিণে সোমালিয়া ও কেনিয়া, উত্তরে জিবুতি ও সোমালিয়ার এক অংশ।

দেশের অধিবাসীদের শতকরা ৮৫ জন মুসলিম, ২ জন খৃষ্টান, ১৩ জন বিভিন্ন জাতি। দেশটি এক হাজার বছরের অধিক মুসলিম শাসনাধীন ছিল। ১ম মহাযুদ্ধের পর দেশটি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ১৯৩৩ সালে ইরিত্রিয়াকে ইথিওপিয়ার সাথে একত্রিত করে খৃষ্টান শাসক হাইলে সেলাসীকে ইথিওপিয়ার সম্রাট ঘোষণা দেয়। ইথিওপিয়ার বর্তমান ১৪টি প্রদেশের মধ্যে ১০টি মুসলিম প্রধান। হাইলেসেলাসীর শাসনে অতিষ্ট হয়ে ইরিত্রিয়ার মুসলমানরা ১৯৬৩ সালে জাবহাতুল ইসলামিয়া নামক দলের অধীন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে। বর্তমানে এই দলের ১৫ হাজার মুজাহিদ ইথিওপিয়ার কমিউনিস্ট গর্ভনমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। অতীতে যে রকম সম্রাট হাইলে সেলাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। হরকতে জেহাদে ইসলামী নামে আর একটি দলের গেরিলা মোজাহিদরাও স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। মুজাহিদ নেতা আঃ করিম বললেন, পাহাড় জঙ্গল ও গ্রামে আমাদের শাসন। এগুলিমুক্ত এলাকা। আর শহর ও ময়দানী এলাকায় কমিউনিস্টদের শাসন চলছে। তিনি বললেন, আমরা আমাদের মুক্ত করা এলাকায় শরীয়তের শাসন চালু করেছি। স্বাধীনতা যুদ্ধে তারা কোথায় অস্ত্র পায়? এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বললেন যে, কোন সামুদ্রিক এলাকা আমাদের দখলে নাই বলে অস্ত্র পেতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। তবে সোমালিয়া হতে আমরা কিছু সরবরাহ পাচ্ছি। আর শত্রুদের কাছ থেকে আমরা ছিনিয়ে নিচ্ছি। এভাবেই আমরা মুক্তি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। সুদান যেহেতু ইরিত্রিয়ার পাশেই অবস্থিত তাই সুদানের বর্তমান সামরিক বিপ্লব এবং বিপ্লবের

www.pathagar.com

নেতৃত্বদানকারীদের ব্যাপারে আপনার কিছু জানা আছে কিনা এবং এ বিপ্লব ইসলাম ও মুসলিম উম্মার কল্যাণে কিনা? এর জওয়াবে তিনি বললেন, আমাদের কাছে এ বিষয়টা এখনও অস্পষ্ট। এ ব্যাপারে আপনাকে আমি কোন সঠিক ধারণা দিতে এখনই পারব না। আবদুল করিম ইব্রাহিম হামেদ বললেন, আমরা আমাদের মুক্ত এলাকায় ইসলামী শরীয়তের আইন জারী করেছি তাই ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মওলানা মওদুদীর (রঃ) কোন বই আছে কিনা জানতে চাই। আমি তাকে ইসলামী আইন ও শাসনের উপরে লিখিত মওলানা মওদূদীর আরবী ভাষায় লিখিত একখানা কিতাব মক্কার ইউনির্ভাসিটি লাইব্রেরী হতে সংগ্রহ করে দেই। বই পেয়ে তিনি খুবই খুশী হন এবং আমার শুকরিয়া আদায় করেন।

সুদানের হাজীদের সাথে সাক্ষাতকারঃ

বিগত অক্টোবর ১৯৮৮ সালে আমি সুদান সফর করি। তখন সাদেকুলমাহদীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় ছিল। ডাঃ হাসান তোরাবীর নেতৃত্বাধীন পার্টিও ইসলামী শরীয়তের আইন পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে সুদানের চালু করা হবে এই শর্তে কোয়ালিশনে যোগ দেয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম বিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তির চাপে সাদেকুলমাহদী ইসলামী শরীয়া চালুর ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় হাসান তোরবীর পার্টি কোয়ালিশন সরকার ত্যাগ করে। চরম আর্থিক সংকট, খাদ্যাভাব ও দক্ষিণের বিদ্রোহ ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ মাহদী সরকারকে ব্রিগেডিয়ার বশীরের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসন জারি করে। এটা মাত্র কয়েক মাস আগের ঘটনা। ব্রিগেডিয়ার বশীর কি ধরনের লোক, তার এ বিপ্লব সুদানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণের আকীদা-বিশ্বাসের অনুকূলে কি প্রতিকূলে এটা জানার জন্য আমি সুদানের হজ্জ প্রতিনিধিদেরকে তালাশ করতে থাকি। অতঃপর ১১ই জিলহজ্জ শুক্রবার বাদশা ফাহাদের বাড়ীর অনুষ্ঠানে সুদানের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান ও সামরিক প্রধান ফিল্ড মার্শাল সোয়েরুজ্জাহাবের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তার সাথে ইতিপূর্বে আমার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামবাদে অনুষ্ঠিত এক আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে দেখা ও পরিচয় হয়েছিল। তার সাথে প্রাথমিক আলোচনার পরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, বর্তমান সুদানের বিপ্লব ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের পক্ষে কি বিপক্ষে? তিনি পক্ষে বলেই অভিমত ব্যক্ত করলেন। ব্রিগেডিয়ার বশীর এক সময় ফিল্ড মার্শাল সোয়েরুজ্জাহাবের অধীনে একজন সামরিক অফিসার ছিলেন বিধায় বশীর সম্পর্কে তার ভাল জানা আছে বলেই মনে হয়। এমনি জনশ্রুতি আছে যে, ব্রিগেডিয়ার বশীর একজন ধর্মপ্রাণ লোক।

ফিল্ড মার্শাল সোয়েরুজ্জাহাব বর্তমানে আফ্রিকা ভিত্তিক একটি ইসলামী সংস্থার নেতা। যার হেড কোয়ার্টার সুদানের রাজধানী খাতুমে অবস্থিত। সংস্থাটির

www.pathagar.com

নাম"মোনাজ্জামাতুদ দাওয়াতুল ইসলামিয়া।"এর সেক্রেটারী জেনারেল হলো ডঃ মোবারক কাসামাল্লাহ। বিগত অক্টোবরে আমার সুদান সফরের সময় আমি সংস্থাটির হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন করি।

তুর্কী হাজীদের সাক্ষাতকার

রাবেতার আমন্ত্রণে তুর্কীর যে হজ্জ প্রতিনিধি দলটি মক্কা শরীফে এসে রাবেতার সুবৃহৎ মেহমানখানায় উঠেছিলো তার নেতা ছিলেন নাজমুদ্দিন আরবাকান। ইনি সাবেক মিল্লি সালামত পার্টির নেতা ও তুর্কীর সাবেক ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী। বর্তমানে মিল্লি সালামত পার্টির নাম পরিবর্তন করে রেফা পার্টি রাখা হয়েছে। এ দলের অন্য সদস্যরা হলেন ইসতাম্বুল সুলতান আহমদ জামে মসজিদের ইমাম জনাব আমরুল্লাহ, রেফা পার্টির একজন অন্যতম নেতা মুহাম্মদ আমিন সেরাজ, আবদুল কাদের কারখান ও ছালেহ আদজান। আমিন সেরাজের কাছে তুর্কীর ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন, বর্তমানে তুরস্কে ইসলামী আন্দোলন অধিক শক্তিশালী। তিনি আরও বললেন, এ বছরই তুরস্কের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ নির্বাচনে নাজমুদ্দিন আরবাকানের পার্টি উত্তম ফল লাভ করবে বলেই আমরা আশা রাখি।

তিউনিসিয়ার ইত্তেজাহুল ইসলামী দলের নেতা রাসেদ গুনুসীর সাক্ষাতকারঃ

তিউনিসিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা রাসেদ গুনুসী হজ্জ উপলক্ষে রাবেতার মেহমান হিসাবে রাবেতার মেহমানখানায় অবস্থান করছেন জেনে তার সাক্ষাতের জন্য তার কক্ষে গিয়ে হাজির হই। রাসেদ গুনুসী তিউনিয়ার সাবেক ডিকটেটর বুরকিবার আমলে তার ৭৯ জন সাথীসহ প্রায় চার বৎসরকাল কারারজীবন যাপন করে বুরকিবার ক্ষমতাচ্যুতির পর কারা মুক্ত হয়েছেন। তিনি অসুস্থ থাকায় তার সাথে দীর্ঘ আলাপ সম্ভব হয়নি। আমি তার অসুস্থতা লক্ষ্য করে শুধু এতটুকু জানতে চাই যে, বুরকিবার ক্ষমতাচ্যুতির পরে বর্তমান সরকারের আমলে আপনারা আপনাদের কাজের ব্যাপারে কেমন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে এ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি? জওয়াবে তিনি বললেন, ইসলামের ব্যাপারে পূর্বের বুরকিবা সরকার ও বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন পার্থক্য নেই। আমি তাকে বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং সুযোগ মত বাংলাদেশ সফর করবেন বলে ওয়াদা করেন।

www.pathagar.com

বিচিত্র ধরনের একদল হাজীর সাক্ষাতঃ

হজ্জ সমাপ্তিতে ১৩ই জিলহজ্জ রাবেতার অধিকাংশ মেহমান রাবেতার ব্যবস্থাপনায় ২দিনের জন্য মদীনা শরীফ সফরে গিয়েছিলেন। আমার মক্কা শরীফে কিছু কাজ থাকায় আমি মদীনা সফরে যাইনি। আমিসহ তখন অল্প সংখ্যক মেহমান এবং কর্মরত রাবেতার কর্মচারীগণ মেহমানখানায় অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ মাগরিবের পূর্বে রাবেতার হল কক্ষে পুরুষ-মহিলা সমন্বয়ে ৪০-৪৫ জন হাজীর একটি দলকে দেখতে পেলাম। এরা যদিও একই কাফেলাভুক্ত কিন্তু তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোক। এক দেশের লোক নয়। ভাষাও এক নয়। দু'জন এশিয়ান লোকও তাদের সাথে আছে। প্রত্যেকের পরিধানে ঢিলা পাজামা, লম্বা পাঞ্জাবী ও মাথায় গম্বুজ বিশিষ্ট টুপির সাথে পাগড়ী জড়ান ও হাতে তসবীহ্। মহিলাদের পরিধানে সেলাওয়ার, গায়ে পাঞ্জাবী ও মাথায় ওড়না। ফরয নামাযের আগে ও পরে তারা অব্যাহতভাবে নফল নামায পড়ছিলেন। এদের মধ্যে সকলে আবার ইংরেজী জানেন না। তাদের দেশের আঞ্চলিক ভাষা জানেন। পরের দিন সকালে তাদের দলভুক্ত একজন এশিয়ানকে ডেকে তার সাথে আলাপ করে উপরোক্ত তথ্যগুলো জানলাম। উক্ত এশিয়ান লোকটি পাকিস্তানী। বাড়ী তার পাঞ্জাবে। এখন তিনি পশ্চিম জার্মানীতে থাকেন। তিনি অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে চিনেন। তিনিও এই কাফেলার সাথে মিলে হজ্জে এসেছেন। তার কাছ থেকে এই বিচিত্র ধরনের লোকগুলোর খোঁজ নিয়ে জানলাম এরা সবাই ধর্মান্তরিত মুসলমান। তুরস্কের এক পীর সাহেবের দাওয়াতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারা সকলেই ঐ পীর সাহেবের মুরীদ। তারা যে বৃহদাকার আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত বাসটি নিয়ে হজ্জে এসেছেন ঐ বাসের সামনে ঐ পীর সাহেবের ছবি লটকান আছে। বাসটি রাবেতার মেহমানখানা সংলগ্ন রাস্তায় দাঁড় করানো ছিল বিধায় আমি নিজে গিয়ে পীর সাহেবের ছবি বাসের সামনে লটকান দেখতে পেলাম। আমি ঐ পাকিস্তানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দলের নেতা কে এবং এদের মধ্যে কেউ আরবী জানেন কি না? জওয়াবে নেতাকে আমার সামনে ডেকে দিলেন এবং তার সাথে আলাপ করতে বললেন। ইনি পশ্চিম জার্মানীর লোক-মুখে লম্বা দাড়ি। আরবী জানেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, বেশ আগে তারা হজ্জের সফরে এসেছে। শেখ বিন বাজের সাথে তার দেখা সাক্ষাত হয়েছে কি না? এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বললেন, শেখ বিন বাজের চেয়েও বড় শেখ আমাদের কাছে আছে। পুনরায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি মুহাম্মদ বিন আঃ ওহাব, বিন বাজ, বা সাইয়েদ কুতুব প্রমুখ চিন্তাবিদের লেখা কিতাবদি পড়েছেন কি না? এর জওয়াবে তিনি তার মাথা এবং সিনার দিকে আঙ্গুলি সংকেত করে বললেন, ইল্‌ম মগজে ও সিনায় কিতাবে নয়। আমি বললাম, আল্লাহ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপরে কিতাব নাজিল করেছেন এবং কিতাবের মাধ্যমেই রসূল, সাহাবা ও তাদের অনুসারীগণ ইলম হাসিল করেছেন। আমার এ কথা শুনেই তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে চলে

www.pathagar.com

গেলেন। মনে হচ্ছিল যেন আমার কথা তার পছন্দ হচ্ছিল না এবং আমার কথা শুনার জন্যও তিনি প্রস্তুত নন। এদের এবং আরও কতিপয় পাশ্চাত্য নওমুসলিমের সাথে আলাপ করে আমার যে ধারণা হয়েছে তা এই যে, পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করে স্বস্তি লাভ করতে চায়, তাদের কাছে যদি সময়মত ইসলামের সঠিক দাওয়াত পেশ করা না যায়, তাহলে বাতিলপন্থীদের দাওয়াতের মাধ্যমে তারা ইসলামের বিকৃত ধারণা লাভ করবে। সুতরাং এ ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

১১ই জিলহজ্জ বাদশাহ ফাহদের বাড়ীর অনুষ্ঠানে যোগদানঃ

১০ই জিলহজ্জ বিকালে রাবেতার একজন কর্মচারী এসে খবর দিল যে, আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় মহামান্য বাদশাহ ফাহদের বাড়ীতে এক অনুষ্ঠান হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে যারা আমন্ত্রিত তাদের মধ্যে আপনিও আছেন। সুতরাং আপনি প্রস্তুত হয়ে সময়ের পূর্বেই অভ্যর্থনা কক্ষে হাজির হবেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম, হাজার-খানেক প্রতিনিধির মধ্য হতে মাত্র ৩৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে বাছাই করে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। আমরা সময় মত অভ্যর্থনা কক্ষে হাজির হলে পরে কয়েকখানা গাড়ীতে করে আমাদেরকে বাদশার মিনায়ে অবস্থিত বিরাট বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকটি গেট পার হয়ে আমরা বাদশার বাড়ীর বিরাট কনফারেন্স কক্ষে গিয়ে হাজির হই। রাবেতার আমন্ত্রিত মেহমান ছাড়াও হজ্জ মন্ত্রণালয় ও বাদশার মেহমানসহ আমরা মোট দু'শ' মেহমান ওখানে উপস্থিত হই। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কয়েকটি দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজপ্রতিনিধিরাও ছিলেন। আফগানিস্তানের মুজাহিদ সরকারের প্রধান ছেবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদীও বাদশার পাশে রাষ্ট্র প্রধানদের সারিতে উপবিষ্ট ছিলেন। বাদশাহ ফাহাদ অনুষ্ঠানে এসে আসন গ্রহণ করার পরে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল্লা নাসিফ, হজ্জ মন্ত্রী এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের মুফতি সাহেবান মেহমানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে পবিত্র হারাম শরীফ দ্বয়ের খাদিম মহামান্য বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট হজ্জ প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যা যেমন ফিলিস্তিন সমস্যা, আফগানিস্তানের স্বাধীনতার জিহাদ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ বিরতি ইত্যাদির উপরে সৌদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেন।

বাদশার বক্তব্য শেষ হলে পর তিনি এক এক করে সকল মেহমানের সাথে করমর্দন করেন এবং পরিচয় নেন। এখানের অনুষ্ঠান শেষ হলে আমাদেরকে বৃহদাকার খাওয়ার কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। খাওয়ার কক্ষে এক অদ্ভুত কান্ড।

www.pathagar.com

সারিবদ্ধ বিরাট বিরাট টেবিলের মাঝখানে বৃহদাকার খাঞ্চার উপরে পোলাও রেখে তার উপরে একটি রোস্ট করা আস্ত দুম্বা বসিয়ে রেখেছে। চার চার জনের জন্য এ ধরনের একটি খাঞ্চা ছাড়াও প্রচুর কাবাব, মিষ্টি ও ফলমূল প্লেটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আনুমানিক এ ধরনের শ'তিনেক খাঞ্চায় তিনশ' আস্ত ভাজি করা দুম্বা, পোলাও, বিরিয়ানী ও নানা ধরনের উপাদেও খাদ্য সম্ভারের এক দশমাংশ খাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জানি না এর পরে আর কোন মেহমান এসব খাবার খাবে কি না। খানার অনুষ্ঠান শেষে আমরা আবার আমাদের নির্দিষ্ট মেহমানখানায় ফিরে আসি। ১৫ই জিলহজ্জ পর্যন্ত আমি রাবেতার মেহমানখানায় বিভিন্ন দেশের হাজীদের সাথে মত বিনিময় ও দেখা সাক্ষাত করে কাটাই। অতঃপর মক্কা শরীফে এসে বিদায়ী তওয়াফ সমাধা করে বাংলাদেশের উদ্দেশে জিদ্দা রওয়ানা হই।

হারামে বোমা বিস্ফোরণঃ

সবশেষে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। তা হলো হারাম শরীফে বোমা বিস্ফোরণের বিষয়। ৭ই জিলহজ্জ দুটি এবং ১০ই জিলহজ্জ একটি এই মোট তিনটি বোমা পবিত্র হারাম শরীফে বিস্ফোরিত হয়। যাতে একজন হাজী মৃত্যু বরণ করেন এবং বেশ কতিপয় হাজী আহত হন। মহান আল্লাহ পবিত্র কাবা ঘর এবং তার পার্শ্ববর্তী নির্দিষ্ট এলাকাকে হারাম হিসাবে ঘোষণা করে এখানে সব রকমের রক্তপাত, খুন-খারাবীকে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। আবহমানকাল হতে এমনকি জাহেলিয়াত যুগেও আরবরা এ নিয়ম-নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলেছে। সুতরাং যিনি বা যারা এধরনের একটি মারাত্মক অপরাধের কাজ হারাম শরীফের সীমানায় করল সমগ্র মুসলিম উম্মাহর তারা ঘৃণার পাত্র। আশা করি সৌদি সরকার অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দানে হারামের পবিত্রতা নিশ্চিত করবেন।[১]

(১) বোমা হামলার এ সব অপরাধীদেরকে পরে সৌদী পুলিশ পাকড়াও করে এবং বিচারে তাদের সকলের শিরোচ্ছেদ হয়, এরা ছিল কুয়েতি শিয়া।

www.pathagar.com

আমার পাকিস্তান সফর

(সফরকাল ১৯শে এপ্রিল হতে ১১ই মে পর্যন্ত–১৯৮২)

পাকিস্তানে আমার সফরের বিবরণ লেখার পূর্বে পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ দিতে চাই। পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার একটি মুসলিম দেশ। এর পূর্বে হল ভারত, পশ্চিমে আফগানিস্তান ও ইরান, উত্তরে চায়না ও আফগানিস্তানের কিয়দাংশ, আর দক্ষিণে হল আরব সাগর। এর মোট আয়তন হল ৩,০৭,৩৭৪ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১০,০০০৯,৭৪১ দশ কোটি নয় হাজার সাত শত একচল্লিশ জন। শতকরা ৯৭% ভাগ মুসলমান। শতকরা ৩২% শহরে বাস করে আর ৬৮%জন গ্রামে। জনসাধারণের বেশীর ভাগ কৃষিজীবি। কাশ্মীরে এর সর্বোচ্চ পাহাড় ২৮,২৫০(আটাই শহাজার দুইশত পঞ্চাশ ফিট) উচু। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শহর করাচী, পোর্ট সিটি ও শিল্পনগরী। লাহোর খুবই পুরাতন শহর। এককালে মোগল বাদশাদের রাজধানী ছিল। লাহোরের ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহের মধ্যে সালিমার গার্ডেন, জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের তৈরী দুর্গ, শাহী মসজিদ ও বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের মাজার অন্যতম। পাকিস্তানের সিন্দু প্রদেশের মহেন জোদাড়োতে ও পাঞ্জাবের তক্ষশীলায় ঈসার (আঃ) জন্মের বহু পূর্বের দুটি বড় শহরের ভগ্নাবশেষ মাটি খুড়ে পাওয়া গেছে।

দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে আমি অসংখ্যবার পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব,সীমান্ত, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের বহু জায়গা সফর করেছি। যেহেতু তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একদেশ ছিল এবং ভিসার প্রয়োজন ছিল না। উপরন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সহজ যাতায়াতের উদ্দেশ্যে বিমান ভাড়ায় সাবসিডি দেয়া হত। তাই সফর মোটামুটি কম ব্যয়বহুল ছিল। তাছাড়া আমি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ও পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য হওয়ার কারনে পরিষদ ও শূরার অধিবেশনে যোগদানের জন্যও আমাকে বছরে কয়েকবার করে পশ্চিম পাকিস্তান যেতে হতো। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন কখনও কখনও মাসাধিককাল রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থান করতে হতো। এ সব সফরের আগে–পরে এবং বিরতি দিনে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহরে প্রোগ্রাম করেছি। মুহতারাম ভাই আব্বাস আলী খান ও শামসুর রহমান সাহেবানদ্বয়ও জাতীয় পরিষদ সদস্য ছিলেন বিধায় অনেক ক্ষেত্রে আমরা যৌথভাবে প্রোগ্রাম করেছি।

কিন্তু দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে আর ঐভাবে সফর সম্ভব ছিল না। কেননা এক দেশ এখন স্বতন্ত্র দু'টি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছিল। তবে বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে সর্বপ্রথম আমি ১৯৭৮ সনে ভিসা নিয়ে পাকিস্তান সফর করি। অতঃপর বেশ কয়েক বারই আমি পাকিস্তান সফর করেছি। বিশেষ করে আফগানিস্তানে সশস্ত্র জিহাদ শুরু হওয়ার পরে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আমি একাধিকবার পাক–আফগান

www.pathagar.com

সীমান্তে মুজাহিদ নেতাদের সাথে সাক্ষাত করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ সব সফরেও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের পুরাতন বন্ধুরা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে আমাকে দিয়ে প্রোগ্রাম করিয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আমার সাক্ষাতকারও গ্রহণ করেছে।

১৯৮২ সালে আমি করাচী হতে শুরু করে সওয়াত পর্যন্ত দুই সপ্তাহেরও অধিককাল ধরে এক দীর্ঘ সফর করি। এ পুরা সফরেই আমার সাথী ছিলেন করাচী হতে নির্বাচিত পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আমার পুরাতন বন্ধু এক কালের খুলনার অধিবাসী জনাব আসগর ইমাম। করাচী হতে আমরা লাহোর পর্যন্ত ট্রেনে সফর করেছিলাম। অতপর ২৪ শে এপ্রিল জোহর নামায বাদ প্রাইভেট কারে দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্যে রাওলপিন্ডি রওয়ানা হই। রাওলপিন্ডিতে মেজবান হোটেলে বন্ধুরা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা দেখে পরের দিন বিকালে মারী রওয়ানা হয়ে মাগরিবের সময় গিয়ে মারী হাজির হই। রাওলপিন্ডি হতে মারীর দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। মারী শহরটি সাড়ে সাত হাজার ফিট উচুঁতে একটি শৈল নিবাস। শীতের সময় এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়। পাহাড়ী রাস্তায় নীচে থেকে উচুঁতে চড়তে এবং বর্ষায় রাস্তা ভিজা থাকার কারণে আমাদের গাড়ী খুব আস্তে আস্তে চলছিল। মারীতে আমরা মারী জামায়াতে ইসলামীর আমীর এডভোকেট রাজা ইমতিয়াজের বাড়ীতে মেহমান ছিলাম। (১) গুড়ি গুড়ি বর্ষায় রাত্রে মারীতে এপ্রিল মাসের শেষে অস্বাভাবিক শীত ছিল। রাত্রে আমরা আমাদের জামা-সোয়েটারসহ চার চারটি কম্বল গায়ে দিয়েও শীত ঠেকাতে পারছিলাম না। ভোরে নামাজান্তে নাস্তা ইত্যাদি সেরে আটটার দিকে আমরা পাহাড়ী রাস্তা ধরে আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী মোযাফফারাবাদ রওয়ানা হই। মারী হতে মোযাফফারাবাদ শহরের দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার মাত্র। কিন্তু পাহাড়ী রাস্তার চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এই ৫৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় ৪ ঘন্টা সময় লেগেছিল। আজাদ কাশ্মীর জামায়াতের আমীর কর্নেল রশীদ আব্বাসী এখানে আমাদেরকে শহরের প্রবেশদ্বারে অভ্যর্থনা জানান। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সরকারী রেস্ট হাউজে। এ দিন বিকালে আমরা নীলম নদীর ধারে বাদশাহ আকবরের তৈরী দুর্গ দেখতে যাই। মাগরিব বাদ রেস্ট হাউজে ফিরে আসি। এ রাত্রে খুব বর্ষা হচ্ছিল বিধায় শহরে বের হওয়া সম্ভব ছিল না, ভোরে নাস্তা সেরে কর্নেল আব্বাসীসহ শহর হতে পাঁচ মাইল

(১) এডভোকেট রাজা ইমতিয়াজ একজন ধনী লোক। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু, রাজা সাহেবের পিতার বাড়ী রাওলপিন্ডি, মারী ও মারী হতে ১৫ মাইল উত্তরে তার সুরাসি নামক স্থানেও ২ খানা বাড়ী আছে। আমি, আব্বাস আলী খান, শামসুর রহমান সাহেব ও ব্যারিষ্টার আখতারুদ্দীন ১৯৬৩ সনে সেশন চলা কালে মাসাধিককাল তাদের রাওলপিন্ডির বাড়ীতে ছিলাম। ঐ বছরই আমরা তার পাহাড়ের উপরে অবস্থিত সুরাসি গ্রামের বাড়ীতে বেড়িয়েছি। ইমতিয়াজ সাহেবের পিতা ছিলেন বেশ কয়েকটি পাহাড়ের মালিক একজন জমিদার।

www.pathagar.com

দূরে লোহারী গেট ভিউ পয়েন্টে গিয়ে মোযাফফারাবাদ শহরের দৃশ্য অবলোকন করি। মাগরিব বাদ আমাদের উদ্দেশে দেয়া এক অভ্যর্থনা সভায় যোগদান করি। পরের দিন ২৮ শে এপ্রিল ভোরে নাস্তা সেরে আমরা এবোটাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হই। ধীর গতিতে ২২ কিলো মিটার পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করে গাড্ডি হাবিবুল্লাহ নামক স্থানে আমরা কুনহার নদী পার হই। কুনহার নদী হিমালয় হতে প্রবাহিত হয়ে কাগান ভেলী হয়ে ঝিলামের সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীর পারে বালাকোট নামক স্থানে সাইয়েদ আহম্মদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল সিখদের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। এই স্থানটিতে আমরা ১৯৬২ সালে সফর করেছি। গাড্ডী হাবিবুল্লাহ হতে বালাকোটের দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। যুদ্ধ শেষে সাইয়েদ শহীদের সাথীরা সাইয়েদ শহীদের মস্তকবিহীন দেহ বালাকোটে দাফন করেন। পরে খোজাখুজি করে গাড্ডি হাবিবুল্লায় কুনহার নদীতে সাইয়েদ শহীদের ছিন্ন মস্তক পেয়ে তাঁর সাথীরা ওখানেই তাঁর মস্তক দাফন করেন। কুনহার নদীটি খুবই খরস্রোতা। বালাকোটে সিখেরা যখন অতর্কিত আক্রমণ করেছিল। তখন সাইয়েদ সাহেব ও তাঁর সাথীরা অপ্রস্তুত ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এক মুসলিম বিশ্বাসঘাতক সিখ বাহিনীকে সাইয়েদ সাহেবের অবস্থানের খবর দিয়ে গোপন আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী দেয় মুসলমানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মুসলিম নামধারী স্বার্থপর মীর জাফররাই মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে।

মোযাফফারাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে ৫২ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে বেলা ১১টার দিকে আমরা মানসেরা পৌছি। মানসেরা হতে গিলগিট হয়ে রেশমী রোড চায়না চলে গিয়েছে। এই রোড তৈরীর পর স্থল পথে চায়নার সাথে পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে।

আমাদের রাত্রের প্রোগ্রাম এবং অবস্থান ছিল এবোটাবাদে, সেখানে লাহোর হতে আগেভাগেই খবর দেয়া হয়েছিল। মানসেরায় আমাদের কোন প্রোগ্রাম ছিল না বিধায় পূর্বাহ্নে কোন খবর দেয়া হয়নি, কিন্তু মানসেরা হতে চুপচাপ পুরান বন্ধুদের সাথে দেখা না করে চলে যাব এটা আমার মন মানল না। তাই জামায়াত নেতা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য এডভোকেট শওকাত সাহেবের সাথে সাক্ষাত উদ্দেশ্যে বার লাইব্রেরীতে গিয়ে হাজির হই। এধরনের অপ্রত্যাশিত আগমনে শওকাত সাহেব যেমন আশ্চর্য হয়েছিলেন, তেমনি বেশ খুশীও হয়েছিলেন। এখানে আমার এক কালের জাতীয় পরিষদের সাথী সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী হানিফ খানের সাক্ষাত পাই। তিনি ও শওকাত সাহেব উভয়ই অন্ততঃ একদিন মানসেরায় অবস্থানের জন্য আমাকে বেশ অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু রাত্রে আমার প্রোগ্রাম এবটোবাদে থাকার কারণে বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষায় অপারগ বলে জানাই। শওকাত সাহেব আমাদেরকে নিয়ে শহরে তার বাড়ীতে আসেন। এখানেই আমরা উপস্থিত মত দুপুরের খানা খেয়ে জামায়াত অফিসে চলে আসি। শওকাত সাহেব স্বল্প সময়ের নোটিশে তড়িঘড়ি করে জামায়াত কর্মীদের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

www.pathagar.com

এখানে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার পরে বন্ধুদের প্রশ্নের জওয়াব দান করে চা পর্ব শেষ করে এবোটাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হই। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে বাংলাদেশের আর কোন জামায়াত নেতাকে এভাবে বন্ধুরা পাননি, ফলে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা, ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা, ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মনোভাব ইত্যাদি আমার কাছ থেকে জানার জন্য সর্বত্রই বন্ধুরা আগ্রহশীল ছিলেন।

এখানের অনুষ্ঠান সেরে আমরা এবোটাবাদ রওয়ানা হই। মানসেরা হতে একজন সাথীকে আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য দেয়া হয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি এবোটাবাদ শহর হতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত সাবেক পি,ডি,পি নেতা আব্দুর রউফ জাদোনের নীলম গ্রামের বাড়ী চিনেন কিনা? ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, জনাব ফরিদ আহম্মদ ও মাহমুদ আলী সাহেবসহ আমরা বেশ কতিপয় বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় এবোটাবাদে জনসভা করে রাত্রে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত জাদোনের বাড়ীতে ছিলাম, কেননা সরকারী নির্দেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য কোন রেস্ট হাউস বরাদ্দ করতে অপারগতা প্রদর্শন করেছিলেন। ফলে আমরা সকলেই আবদুর রউফ জাদোনের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেছিলাম। আমাদের গাইড বলল, জি হাঁ, আমি জাদোনের বাড়ী চিনি। আমরা তখন মেইন রোড থেকে নেমে জাদোনের বাড়ীর দিকের রাস্তা ধরে তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হই। প্রায় চৌদ্দ বছর পর কোন পূর্ব সংকেত ব্যতীত আমাকে তার বাড়ীতে পেয়ে সে যেন আসমান থেকে পড়ল। কুশল বিনিময় ও চা-নাস্তার পরে আমি রওয়ানা হতে চাইলে তিনি কিছুতে ছাড়তে রাজী ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু মাগরিব বাদ এবোটাবাদে আমার পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল, তাই তাকে রাজী করিয়ে রওয়ানা হয়ে এবোটাবাদ এসে হাজির হই।

হাজারা জেলার হেডকোয়ার্টার এবোটাবাদ শহর সমুদ্র লেবেল হতে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফিট উচুঁতে পাহাড় ঘেরা একটি উপত্যকা। মারী হতে এখানে শীতের প্রকোপ একটু কম। এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা একটি আবাসিক হোটেলে করা হয়েছিল। রাত্রে আমরা গাড়ীতে উচুঁ পাহাড়ে উঠে আলো সজ্জিত পাহাড়ের গায়ে শহরের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করি। অতঃপর হোটেলে ফিরে এসে খানা ও নামায সেরে ঘুমিয়ে যাই। ফযর বাদ গোসল ও নাস্তা সেরে সকাল সাড়ে সাতটায় জামায়াতের অফিসে দায়িত্বশীলদের এক বৈঠকে বক্তব্য রাখি ও তাদের প্রশ্নের জওয়াবদান করি। বন্ধুরা আমার এই স্বল্প অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রামে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তবুও তাদের থেকে বিদায় নিয়ে সকাল ৯-৩০ মিনিটে পেশওয়ারের উদ্দেশে রওয়ানা হই। পথিমধ্যে হরিপুর ও আটকে চা পানের জন্য কিছুক্ষন অবস্থান করি। এবোটাবাদ থেকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে পাহাড়ী এলাকা ছাড়িয়ে আমরা সমতল ভূমিতে এসে উপনীত হয়ে ছিলাম। আর রাস্তাও ছিল উত্তম. তাই ১০০ কিলোমিটার বেগে গাড়ী চালিয়ে এবোটাবাদ হতে প্রায় ১৭৫

www.pathagar.com

কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১-১৫ মিনিটে আমরা পেশওয়ার উপস্থিত হয়ে জুমায়ার নামায আদায় করি। এ দিন ছিল এপ্রিল মাসের ৩০শে। নামায বাদ খানা খেয়ে জামায়াতের মেহমানখানায় বিশ্রাম নেই, অতঃপর পেশওয়ারের উত্তরে উপজাতি এলাকা সংলগ্ন আরবাব সাইদের বাড়ীতে মাগরিব বাদ তার তাজিয়াতের জন্য হাজির হই। মরহুম সাইদ ছিলেন স্থানীয় জমিদার এবং সীমান্ত জামায়াতে ইসলামীর নেতা। তার সাথে আমার খুবই হৃদতা ছিল। তিনি কয়েক দিন আগে বালাকোট হতে গিলগিট যাওয়ার পথে ভূমিকম্পের পাথর ধ্বসে পাথরের আঘাতে ইন্তেকাল করেন। উপর থেকে বড় এক খন্ড পাথর তার জীপ গাড়ীর উপরে পতিত হলে তার আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমি যতবারই পেশওয়ার সফর করেছি তার বাড়ীর মেহমান না হয়ে আসতে পারি নি। মরহুমের মাজার জিয়ারত করে তার পরিবারের লোকজনদের সাথে কিছুক্ষণ কাটিয়ে পেশাওয়ারে ফিরে আসি।

সকালে নাস্তা পর্ব সমাপ্ত করে জামায়াত অফিসে গিয়ে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত সেরে আফগান মুজাহিদদের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত জামাতের সার্জিকাল হাসপাতাল দেখতে যাই। হাসপাতালের মিসরীয় ডাক্তার আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান এবং চিকিৎসারত বিভিন্ন ধরনের আহত মুজাহিদদের রুমে রুমে ঘুরিয়ে দেখান, অতঃপর আমরা জামাত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সেন্টার দেখতে যাই। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লিখিত ইসলামী বইয়ের পশতু, ফার্সি ও রুশ ভাষায় অনুবাদ করা ও ছাপাবার ব্যবস্থা আছে। আফগান মুজাহিদরা নিজেদের জন্য ও দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে অস্ত্রের সাথে সাথে এই ইসলামী কিতাবাদিও সাথে নিয়ে যায়।

বিকালে আসর বাদ আমরা মুজাহিদ ঐক্য ফ্রন্টের সদর দপ্তরে ফ্রন্ট নেতা আবদুর রব রসূল সাইয়াফ ও হেজবে ইসলামী নেতা গুলবদীন হেকমতইয়ারের সাথে সাক্ষাত করে তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। সাইয়াফ জামেয়ুল আজহারের ডিগ্রিপ্রাপ্ত, ভাল আরবী জানেন। তাঁর আরবী বক্তৃতা আমি কয়েকবারই শুনেছি। গুলবদীন হেকমত ইয়ার একজন ইঞ্জিনিয়ার। মাগরিব বাদ জামায়াতের ভাইদের এক সম্মেলনে বক্তব্য রেখে অন্যতম মুজাহিদ নেতা জমিয়তে ইসলামী প্রধান বুরহানুদ্দীন রব্বানীর সাথে সাক্ষাতের জন্য তার বাড়ীতে যাই। এ দিন ছিল ১লা মে ১৯৮২ সাল। তিনি আমাদেরকে রাত্রের খানার দাওয়াত দিয়েছিলেন। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ফ্রন্টে যুদ্ধের জন্য ১০০ জনের এক একটা গ্রুপকে পাঠান হত। এ দিন বুরহানুদ্দীন রব্বানী ১শ মুজাহেদীনের একটি জামায়াতকে ফ্রন্টে পাঠাবার উদ্দেশ্যে তার বাড়ীতে রাত্রের খানায় একত্র করেছিলেন। আমরাও মোজাহেদীনদের সাথে একত্রে বসে খানা খেলাম। আল্লার রাহে যিহাদের উদ্দেশে গমনরত মুজাহেদীনদের সাথে একত্রে বসে খানা খাওয়ায় আমি যে তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম তা কোন দিনও ভুলতে পারব না। খানা সমাপ্ত করে রব্বানী সাহেবের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে মেহমান খানায় চলে আসি। বুরহানুদ্দীন রব্বানী সাহেবও একজন আলিমে দ্বীন। জামেয়ুল আজহারের ডিগ্রীপ্রাপ্ত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন কাবুল

www.pathagar.com

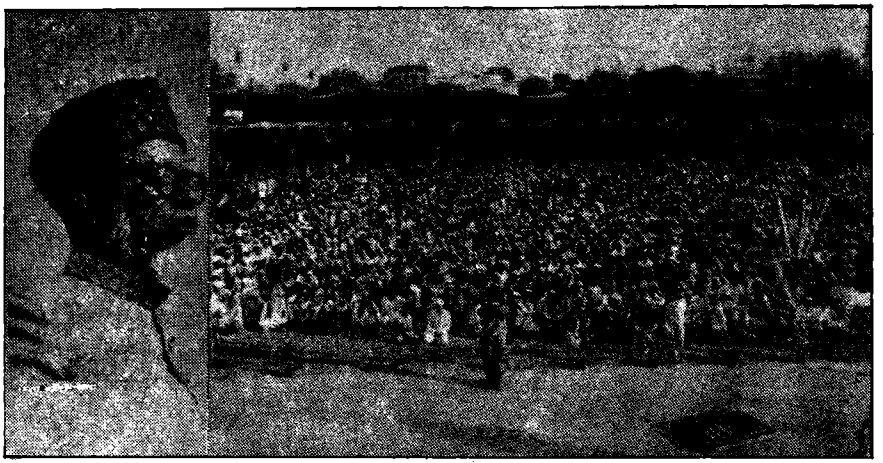

পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে বক্তৃতারত
মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

আফগান মুজাহেদ নেতা বুরহানুদ্দিন রব্বানীর সাথে আলাপরত
মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। তার বাড়ী উত্তর আফগানিস্তানের বদখসান এলাকায়। মাতৃভাষা ফার্সী। হেকমতইয়ারের বাড়ী দক্ষিণ আফগানিস্তানে। মাতৃভাষা পশতু।

পরের দিন অর্থাৎ মে মাসের দুই তারিখে সকালের নাস্তা সেরে আমরা সোয়াতের উদ্দেশে রওয়ানা হই। সোয়াত থেকে আমাদেরকে নেয়ার জন্য গাড়ী পাঠান হয়েছিল। সুতরাং আমরা দু'খানা গাড়ী যোগে সদলবলে বেলা ১১ টায় মরদানের তাফহীফমূল কুরআন মাদ্রাসায় গিয়ে হাজির হই। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য মওলানা গাওহারুর রহমান একজন উচুঁদরের আলিম। জামায়াতের টিকিটে তিনি একাধিকবার এই এলাকা হতে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা পাক আমলে একসঙ্গে কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য ছিলাম। তিনি আমার পুরাতন বন্ধু। তার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের এক মিলিত প্রোগ্রামে বক্তব্য রেখে নামায এবং খানা সমাপ্ত করে বিশ্রাম ছাড়াই সোয়াতের দিকে রওয়ানা হই। পাহাড়ী রাস্তার চড়াইউৎরাই অতিক্রম করে বেলা ৪-৩০ মিনিটে আমরা সোয়াতের কেন্দ্রীয় শহর মাংগুড়ায় পৌছি। আসর বাদ জামায়াত নেতা ও কর্মীদের এক সম্মেলনে বক্তব্য রেখে সীমান্ত প্রদেশের আমীর মওলানা আবদুল হক হককানী সোয়াতির বাড়ীতে এসে খানা-পিনা সেরে বিশ্রাম নেই। দীর ও সোয়াত দুটি ওয়ালী শাসিত ক্ষুদ্র রাজ্য পাকিস্তানের সাথে ছিল। আইয়ুবী শাসনের সমাপ্তিতে এ দুটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে সরাসরি পাকিস্তানে সামিল করে নেয়া হয়েছে, দীরের নওয়াব ও সোয়াতে ওয়ালীকে এখন পাক সরকার ভাতা দিয়ে থাকে। দেশ শাসনে তাদের কোন অধিকার নেই। দির ও সোয়াতে জামায়াতে ইসলামীর প্রভাব খুব বেশী, এখানে উভয় জায়গায়ই জামাতের প্রতিনিধিরা জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন।

সকালে নিদ্রা ভঙ্গের পরে নামায আদায় করে চা-নাস্তার পর আমরা ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। মাংগুরা হতে ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে চীনা নামক গ্রামে জামায়াতের এম, এন, এ, হাজী ফজলে রাজেকের বাড়ীতে আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত এক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চীনা গ্রামটি সোয়াতেরই একটি গ্রাম। হাজী ফজলে রাজেক এখান থেকেই জাতীয় পরিষদে বরাবর নির্বাচিত হন। হাজী সাহেবের বাড়ীতে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মত বিনিময় ও নাস্তা-পানি সেরে আমরা পিন্ডি রওয়ানা হই। সোয়াতের আমীর জনাব হাজী সিদ্দিক আমাদেরকে বিদায় করার জন্য চীনা পর্যন্ত এসেছিলেন। বেলা একটায় আমরা সিন্ধু নদের প্রসিদ্ধ বাঁধ তারবেলায় এসে উপস্থিত হই। ঝিলাম নদীর উপরে তৈরী মংলা বাঁধ ও সিন্ধু নদের উপরে তৈরী তারবেলা বাঁধ আইয়ুব আমলের তৈরী। আমরা ঘুরে ঘুরে বাঁধ দেখে হাসান আবদালে এসে এক হোটেলে দুপুরের খানা খাই। অতঃপর রওয়ানা হয়ে সাড়ে চারটার দিকে ইসলামাবাদ পৌছি। মাগরিব বাদ এক প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করে জামায়াতের হেড কোয়ার্টার আল করিম বিল্ডিংয়ে রাত্রি যাপন করি। ৪ঠা মেও ইসলামাবাদে কর্মব্যস্ত দিন যাপন করি। পরের দিন ৫ তারিখে

www.pathagar.com

নাস্তার পরে রওয়ানা হয়ে বেলা ১২টার দিকে লাহোরের মনসুরায় এসে হাজির হই। লাহোরে একদিন আরও থেকে নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা-সাক্ষাত সেরে বিমান যোগে মুলতান আসি। মুলতানের বন্ধুরা লাহোরে যোগাযোগ করে আমাদের প্রোগ্রামে নিয়ে ছিলেন। মুলতানে সুধী বৈঠক, কর্মী বৈঠক ইত্যাদি প্রোগ্রামে দেড় দিন কাটিয়ে এবং বন্ধুদের প্রাণ খোলা আতিথেয়তা নিয়ে বিমান যোগে করাচী এসে হাজির হই। করাচীতে কর্মব্যস্ত কয়েকদিন কাটিয়ে বিমান যোগে সরাসরি ঢাকা রওয়ানা হই।

আমাদের বিমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতেই ঢাকা হতে সংকেত দেয়া হল যে, ঢাকার আবহাওয়া খুবই খারাপ। সুতরাং বিমান যেন কোলকাতা দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করে, ফলে আমাদের বিমান কোলকাতা বিমান বন্দরে অবতরণ করল। এখানে আমরা প্রায় ৬ ঘন্টা বিমান বন্দরের ওয়েটিং কক্ষে অপেক্ষা করি। এই দীর্ঘ ৬ ঘন্টা সময়ের মধ্যে বিমান আমাদের জন্য শুধু এক টুকরা করে কেক সরবরাহ করে; যাত্রীদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও ছিল, ক্ষুধায় বাচ্চাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। অতঃপর মাগরিব বাদ আমাদেরকে বলা হল যে, "ঢাকার আবহাওয়া ভাল হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আপনারা বিমানে আরোহন করুন।" আমাদের আরোহনের পরে বিমান ১০ মিনিটের মত উড়ে আবার আমাদেরকে জানাল " ঢাকার আবহাওয়া পুনরায় খারাপ হওয়ায় আবারও আমরা কোলকাতা বিমান বন্দরে ফিরে যাচ্ছি। বিমান হতে অবতরণ করে বিমান অফিসে আধা ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে আবার আমাদেরকে বিমানে আরোহনের জন্য বলা হয়। বিমান আরোহনের পরে বিমান না উড়তেই আবার ঘোষণা করা হল যে, "ঢাকার আবহাওয়া আবার খারাপ হয়েছে, সুতরাং আপনারা নেমে পড়ুন।" তখন আমি "আমাদেরকে নিয়ে এ ধরণের ছেলেখেলা না করার জন্য পাইলটকে কড়াভাষায় প্রতিবাদ জানাই।" অন্য যাত্রীরাও প্রতিবাদে আমার সাথে যোগ দেয়। প্রায় ৯ ঘন্টা আমরা উপবাস। বিমান আমাদের জন্য এই দীর্ঘ সময় কোন খানা-পিনার ব্যবস্থা করেনি। তাই আমি প্রতিবাদ করে বললাম, "আমাদেরকে রাত্রি যাপনের জন্য হোটেল ও খানার নিশ্চয়তা না দেয়া পর্যন্ত আমরা বিমান হতে নামব না। পরে পাইলট আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিলে আমরা বিমান হতে অবতরণ করি। অতঃপর আমাদেরকে গাড়ী করে বিমান বন্দর হতে কিছু দূরে অশোক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। হোটেলটি ফাইভ ষ্টার ১ম শ্রেণীর হোটেল। অধিক রাত হওয়ার কারণে ভেটকী মাছ ফ্রাই ও ভেজিটেবল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না বিধায় আমরা পাওয়া রুটি, মাছ ভাজি ও ভেজিট্যাবল খেয়ে যার যার কক্ষে গিয়ে নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে যাই। পরের দিন ভোরে উঠে নামাজ আদায় করে হোটেলের আংগিনায় পায়চারী করতে হোটেলের সিকিউরিটি অফিসারের সাথে আলাপ ও পরিচয় হয়। তিনি বললেন যে, "আমার বাড়ী খুলনায় ছিল। দেশ বিভাগের পরে কলিকাতায় চলে আসলেও আমরা সুখি নই। কেননা ভারতে বাংলাভাষা এবং বাংগালী জাতির অস্তিত্বের তেমন কোন নিদর্শন আর বাকী থাকছে না। আপনাদের জন্য আমরা গর্বিত, কেননা আপনারাই বাংলাদেশ, বাংগালি জাতি এবং বাংলা

www.pathagar.com

ভাষার অস্তিত্বকে পৃথিবির বুকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।" ভদ্রলোকের এই সত্য ও স্পষ্ট কথায় আমি যেমন সুখি হয়েছিলাম, তেমন আশ্চর্য্যও। সত্যিই কলিকাতার পশ্চিমবংগ বিমান বন্দরে আমি বাংলা ভাষার কোন সাইন বোর্ড দেখলাম না, সাইন বোর্ডগুলি ছিল হিন্দিও ইংরেজী ভাষায়। এমনকি তেলের ট্যাংকারেও হিন্দি লেখা ছিল। ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে, পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক বাবুরা তাদের দেশে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন না করে আমাদের দেশে বাংলা ভাষা রক্ষার মায়া কান্না কাঁদেন কেন? পশ্চিম বাংলায় বাংগালী জাতীয়তাবাদকে সর্ব ভারতীয় হিন্দি জাতীয়তাবাদের বেদীতে বলি দিয়ে বাংলাদেশে এসে উহাকে পুণরজন্ম দানের এ মায়া কান্না কেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য লুকায়িত আছে। সকালে নাস্তা সেরে রুমে এসে পড়াশুনা করে সময় কাটাই, কেননা ভিসা না থাকার কারণে শহরে ঘোরা-ফিরা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যা হোক দুপুরের খানা খাওয়ার পরে আমাদেরকে আবার বিমান বন্দরে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমরা বিমানে আরোহন করে আধা ঘন্টা খানেক উড়ে ঢাকায় অবতরন করি।

কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষনীয় বিশেষ বিষয় যা আমি পাকিস্তান সফরে প্রত্যক্ষ করেছি।

১৯৫৭ সন হতে পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশেই ট্রেনে সফর করেছি। কিন্তু আমি এই দীর্ঘসময় কখনও কোন লোককে বিনা টিকিটে ট্রেনে সফর করতে দেখিনি। ফলে সেখানে রেল ওয়ের আয় বৃদ্ধি পেয়ে রেলওয়ের বেশ উন্নতি হয়েছে। অথচ আমরা দেশ একত্র থাকতে, এমনকি স্বাধীন হওয়ার পরেও উপরোক্ত চরিত্রের পরিচয় দিতে পারিনি। আমি একবার জাতীয় পরিষদের কমিটি মিটিংয়ে যোগদান করে মিটিং সমাপ্তিতে রাওলপিন্ডি হতে রেলকার (পশ্চিম পাকিস্তানে চালু বিশেষ ধরনের ট্রেন) যোগে লাহোর আসতে ছিলাম, আমার পার্শ্বের ও বিপরীত দিকের সিটে উচ্চ পদস্থ দুজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। কথায় কথায় তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে "আমরা শুনতে পেয়েছি পূর্বপাকিস্তানে ছাত্রেরাটিকিট ছাড়াই ট্রেনে সফর করে আর টি,টি, তাদের কাছে টিকিট চাইলে নাকি বলে আমরা ছাত্র"। কথাটা একেবারে অসত্য নয়, ফলে আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। আমাদের যাত্রী এবং রেলওয়ে কর্মচারীদের একাংশের দুর্নীতির কারনে যে আমাদের রেলওয়ের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে তা কে অস্বীকার করতে পারবে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে লোকসানের কারনে বিভিন্ন রেল লাইন বন্ধ করেও দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তান কৃষিতে যথেষ্ট অগ্রগামী। আগে তারা শুধু চাল রপ্তানী করত, এখন তারা গমও রপ্তানী করার অবস্থায় চলে এসেছে। তাছাড়া প্রচুর তরি-তরকারী ও ফলমুল তারা বিদেশে রপ্তানী করে। আমি যখন ১৯৫৭, ৫৮ সনের দিক পাকিস্তান

www.pathagar.com

সফর করেছি, তখন পাকিস্তানে কলা ও আম হতনা। আমরা সফরে এখান থেকে কলা ও আম নিয়ে যেতাম এবং ওখান থেকে আংগুর, আপেল প্রভৃতি নিয়ে আসতাম। এখন তারা প্রচুর কলা, আম উৎপদন করে এবং বিদেশেও প্রচুর রপ্তানী করে। দেশ বিভাগের পরে তারা সিন্দুতে পাটের চাষও শুরু করেছে এবং জুট মিলও করেছে। প্রবাদ আছে যে, পাঞ্জাবের চাষীরা পাথরেও ফসল ফলাতে পারে। আসলে পাকিস্তানের চাষীরা খুবই পরিশ্রমী, আর সরকারও কৃষি উৎপাদনে চাষীদেরকে যথেষ্ট সহযোদিতা করে। ক্ষুদ্র শিল্পেও পাকিস্তান বেশ অগ্রসর।

পাকিস্তানের মারী, কাগান, গিলগিট ও কোয়েটা প্রভৃতি এলাকায় ১২ মাসই শীত থাকে ও শীতের সময় তুষারপাত হয়। কোন কোন এলাকা মাসের পর মাস তুষারাবৃত থকে। আবার পৃথিবির সবচেয়ে উষ্ণতম এলাকাও পাকিস্তানে। সিন্দুর জ্যোকোবাবাদ বিভাগের সিবি ও ঢাডের জেলা সবচেয়ে উষ্ণ। এখানে আমি গিয়েছি এবং ১৯৬৫সনে জ্যাকোবাবাদে জনসভায় বক্তৃতা করেছি, এখানে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, অবশ্যি ফাসী ভাষায়, প্রবাদটি নিম্নে দেয়া হলো।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! "তুমি যখন সিবি ও ঢাডেরের মত চরম উষ্ণ এলাকা তৈরী করেছ, তখন অহেতুক দোজখ পুষে লাভ কি।" অর্থাৎ দোজখের শাস্তি তুমি যাদেরকে দিবে তাদেরকে সিবি ও ঢাডেরে ফেলে দিলেই চলবে।

মুলতান বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার এবং খুব পুরানো শহর। অতিতে এই শহর কোন কোন শাসকের রাজধানীও ছিল। এ শহরে আমি একাধিকবার সফর করেছি, এখানে ইসলামী আন্দোলন বেশ শক্তিশালী। এখানে জামায়াতে ইসলামী পরিচালিত একটি উন্নত ধরনের হাইস্কুল ও কলেজ আছে। মূলতান এলাকাটাও গরমের দিনে বেশ গরম হয়। এখানে ধূলাবালির বেশ প্রকোপ এবং খুব পুরাতন শহর হওয়ার কারনে এখানে বড় বড় কবর স্থান আছে। আবার ভার বহনের জন্য পাকিস্তানের যে কোন এলাকা হতে এখানে গাধা অনেক বেশী, তাই এখানে ফার্সীতে একটি প্রবাদ বাক্য শুনা যায়ঃ–

অর্থাৎ– চারটি বস্তু হল মুলতানের উপঢৌকন (১) ধূলা (২) গ্রীষ্ম (৩) গাধা (৪) গোরস্তান।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী এলাকায় বেশ কিছু উপজাতী বাস করে, এরা স্বাধীনা এর কোন কোন উপজাতি পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব সুত্রে আবদ্ধ এবং পাকিস্তান হতে ভাতা পায়। আবার কোন কোন উপজাতির আফগানিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব এবং আফগান সরকারের কাছ থেকে ভাতা আদায় করে। এরা ইংরেজদের কাছ থেকেও ভাতা পেত। এসব উপজাতির মধ্যে আফ্রিদি, মায়মান্দ ও অজির প্রভৃতি উপজাতি প্রসিদ্ধ। আমি আফ্রিদি ও মায়মান্দ উপজাতির এলাকা সফর করেছি। এরা অত্যন্ত সাহসী, স্বাধীনতা প্রিয় ও অতিথি সেবক। একজন অপরিচিত

www.pathagar.com

মেহমানের জন্য এরা একটা দুম্বা বা খাসি জবেহ করাকে গৌরবের মনে করে। একবার নাকি এক উপজাতি এলাকায় একজন নূতন মেহমানকে নিয়ে দুই গোত্রের মধ্যে ঝগড়া ও গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। ফলে উপজাতি মেহমান জীবনের ভয়ে খুবই কাবু হয়ে পড়ে। যাদের দখলে বা অধিকারে এ মেহমান ছিল তারা তাকে এই বলে অভয় দেয় যে, "দেখুন ওরা যদি আমাদের একজন মেহমান হত্যাকরে, তাহলে আমরা ওদের দশজন মেহমান হত্যা করে এর বদলা নেব। জানিনা একথা শুনার পরে মেহামনের অবস্থা কি হয়ে ছিল।

উপজাতিদের যখন কারো সাথে কারো দেখা হয়, এমন কি নতূন কোন অপরিচিত মেহমানদের সাথে, তখন তারা পরস্পরকে সালাম, মোছাফাহা ও সজোরে আলিঙ্গন করবে, অতঃপর একাধারে তারা তার সন্তানের তার ক্ষেত-খামারের এমনকি গরু ছাগলেরও কুশল জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু কেউ কারও স্ত্রীর কুশল জিজ্ঞাসা করবেনা। এটা তাদের সমাজে খুবই আপত্তিকর ও দোষনীয়। অজির উপজাতীর লোকের কাছ হতে আমি এতথ্য জেনেছি। ১৯৬৩সনে সীমান্তের কোহাট জেলা সংলগ্ন আফ্রিদি এলাকা আমরা সফর করেছি, এ সময়ে জনাব আব্বাস আলী খান ও শামসুর রহমান সাহেবও সফর সংগী ছিলেন। আগেই আমাদের কোহাটের বন্ধুরা আফ্রিদি সর্দারদেরকে আমাদের সফরের খবর দিয়ে রেখেছিলেন। ফলে তারা আমাদের জন্য পূর্বাহ্নেই চা-নাস্তার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা ঐ সময় তিনজনই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলাম। আফ্রিদি সর্দাররা তাদের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানাও আমাদেরকে দেখালেন। উপজাতীদের মধ্যে আফ্রিদিরাই আগ্নয়াস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে বেশী পারদর্শী। উপজাতী এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী, বিক্রি ও ব্যবহারের ব্যাপারে সকলেই স্বাধীন। এখানের বাজার-ঘাটে আগ্নেয়াস্ত্র দাও কাচির মতই বিক্রি হয়। আফগানিস্তানে জেহাদ শুরু হওয়ার পরে উপজাতীরা অধিকাংশ এই জেহাদে শরীক হয়েছে। তারা শত্রু পক্ষের কাছ থেকে যে সব রুশ অস্ত্র অধিকার করে তারও সফলতার সহিত কপি তৈরী করার চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা কৃতকার্য হয়েছে। এখানকার উপজাতীরা ইসলামের রীতি-নীতি মেনে চলার ব্যাপারে খুবই রক্ষন শীল। মহিলারা পর্দ্দানশীন, বাহিরে ঢিলা বোরকা পরে বের হয়। এখানে উপজাতীয়দের নিজস্ব আইন চলে যা অনেকটা শরীয়ত সম্মত। বিচার-ফয়সালার জন্য যে ট্রাইবুনাল তারা তৈরী করে তাকে জিরগা বলা হয। জিরগা সাক্ষ্য প্রমান গ্রহণ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মামলার ফয়সালা করে থাকে।

www.pathagar.com

ইসলামী ইউনিটি সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে পাকিস্তান সফর

লন্ডন ভিত্তিক ইসলামী কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী' ৮৮ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দুই দিনব্যাপী "ইউনিটি কনফারেন্স" নামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম উম্মার ঐক্য। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এছাড়াও অমুসলিম দেশের ইসলামী দল ও আন্দোলনের প্রতিনিধিরাও এতে যোগদান করেন। কয়েকটি দেশ যেমনঃ সৌদি আরব, ইরান ও মালয়েশিয়ার সরকারী প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে স্ব স্ব দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। সৌদি প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি রিয়াদের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আবদুল্লাহ তুর্কী এবং চার সদস্য বিশিষ্ট ইরানী দলের নেতা ছিলেন সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা "মুরব্বী কাউন্সিলের" সদস্য আয়াতুল্লাহ জান্নাতী। পাকিস্তান ও আফগান মোজাহিদীনের প্রতিনিধি ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় প্রায় একশত প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মুরশিদে আম মিসরের শেখ আবু নাসেরের নেতৃত্বে মিসরের ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এতে যোগদান করেন। জাবহাতুল ইসলামিয়া সুদানের চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুদানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও জাবহাতুল ইসলামিয়া পার্টির প্রেসিডেন্ট ডঃ হাসান তোরাবী। সুদান থেকে সাবেক সামরিক প্রধান ও সাবেক মারশাল ল প্রধান জনাব সুয়েরোজাহাব ও সুদানের আরও একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আলজাযুলি সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন। মিসরীয় পার্লামেন্টের বিরোধী দলেন নেতা জনাব ইব্রাহীম সাকুরীও প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য রাখেন। জর্দানের দুই সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন এডভোকেট আঃ রহমান খলিফা। নাইজেরিয়ার নয় সদশ্য বিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ ইব্রাহীম সালেহ। লেবাননের চার সদস্যের নেতা ছিলেন সাইয়েদ সাবান। মালয়েশিয়ার তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মালয়েশিয়ার হেজবে ইসলামীর সহ-সভাপতি জনাব ডাঃ ফজিল নূর। তুর্কীর মিল্লি সালামত পার্টির চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মিল্লি সালামত পার্টির (বর্তমান রেফা পার্টি) নেতা তুর্কীর সাবেক ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজমুদ্দিন আরবাকান। তিউনিসিয়ার "হারাকাতে ইত্তেজাহুল ইসলামী" পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুল ফাতাহ্ মরো তার দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আফগানিস্তান প্রতিরোধ যুদ্ধের সাত দলীয় ফ্রন্টের নেতা মওলানা ইউনুস খালিস আফগানিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ইউনুস খালিস ছাড়াও হিজবে ইসলামী নেতা গুলবদিন হিকমতইয়ার, ইত্তেহাদে ইসলামী প্রধান আবদুর রব রসুলসসাইয়াফ, জমিয়াতে ইসলামী নেতা বুরহানুদ্দীন রব্বানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তুর্কী সাইপ্রাসেরও দুইজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। মিন্দানাওর

www.pathagar.com

(ফিলিপাইন) মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নুর মাইসুরীর নেতৃত্বে এ সম্মেলনে যোগদান করেন। ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের লোকও এখানে এসছিলেন। এছাড়াও এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ইসলামী দলের প্রতিনিধিরাও এ সম্মেলনে যোগদান করেন। মোট কথা, মুসলিম উম্মার ঐক্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন সবদিক দিয়েই প্রতিনিধিত্ব মুলক ছিল। বেসরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই বোধহয় প্রথমবার ইরান ও সৌদি আরবের সরকারী প্রতিনিধিরা একত্রে বসলেন, এটা এ সম্মেলনের বিরাট কৃতিত্ব।

"ইসলামাবাদ-হাটেল" নামীয় একটি উন্নত মানের ১ম শ্রেণীর হোটেলে প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হোটেলটির পরিবেশ মোটামুটি ভালই ছিল। জামায়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থা। এবং প্রতি রুমে তাফসীরসহ কুরআন করীম রাখার এন্তেজাম হোটেলটির ইসলামী পরিবেশের পরিচায়ক।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদেরকে অভ্যার্থনা জানাবার জন্য ইসলামাবাদ বিমান বন্দরের ভি, আই, পি, লাউঞ্জে ইসলামী কাউন্সিলের প্রতিনিধি এবং পাকিস্তান সরকারের প্রোটোকল অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ইসলামাবাদ হোটেলের লাউঞ্জে রিসিপশনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি করাচী ও লাহোর হয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় পি, আই, এর বিমানে ইসলামাবাদ বিমান বন্দরে অবতরণ করি। বিমান বন্দরে ইসলামী কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালেম আযযাম এবং পাকিস্তান সরকারের প্রটোকল অফিসার আমাকে অভিনন্দন জানান। ইতিমধ্যেই এখানে বিভিন্ন দেশের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মেহমান উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদেরকে এখান থেকে ইসলামাবাদ হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাংলাদেশ থেকে আমরা দু'জন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত ছিলাম। আমি এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রধান ইমাম মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব। শেষ পর্যন্ত মওলানা ওবায়দুল হক সাহেব অনুপস্থিত থাকায় আমি একাই বাংলাদেশ থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহন করি।

ইসলামাবাদে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের বিশাল সুসজ্জিত হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং দেশী-বিদেশী বহু সাংবাদিকের উপস্থিতিতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১০টায় সম্মেলনের কার্যক্রম পবিত্র কুরআন পাকের তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াতের পরে ইসলামী কাউন্সিলের সুযোগ্য সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালেম আযযাম স্বাগত ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেন। তিনি আমেরিকা ও বিশ্বের বেশ কয়েকটি অমুসলিম রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ইহুদীদের দ্বারা ফিলিস্তিনী মুসলমানদেরকে তাদের জন্মভূমি হতে উচ্ছেদ করে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং উচ্ছেদকৃত লাখ লাখ আরব মুসলিমকে নারী-শিশু ও বৃদ্ধসহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যাযাবরের ন্যায়

www.pathagar.com

ক্যাম্পে ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করার কথা উল্লেখ করে বলেন, মুসলিম বিশ্বে আজ যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, এ অস্থিরতা উম্মতের দুশমনরা মুসলিম জাহানের বুকে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করে রেখেছে। এটা একটা সুদূর প্রসারী সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বই আর কিছুই নয়। আজ সমগ্র মুসলিম জাহানে বিশেষ করে আরব বিশ্বে যে চরম অস্থিরতা, এর কারণ অবৈধ ইসরাইলী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তিনি মুসলিম বিশ্বের আর একটি প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তানে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের প্রসংগ তোলেন। তিনি রুশ সৈন্য কর্তৃক জনবসতির উপরে নির্বিচারে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-শিশু ও সাধারণ নিরীহ জনগণকে হত্যা, ক্ষেত-খামারসহ তাদের বাড়ীঘর ও সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি মানব ইতিহাসের চরমতম জুলুমের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেন। আফগান মুজাহিদরা নিম্নমানের অস্ত্র দিয়ে ৯ বছর ধরে এই যুদ্ধে পৃথিবীর একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। এ যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৮ লাখ আফগান নাগরিক শাহাদাত বরণ করেছেন এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ আফগান প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ইরানে তাদের সবকিছু ছেড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি পৃথিবীর অন্যতম একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের আর ইসরাইলের শক্তিশালী আধুনিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী যুবকদের প্রতিরোধ জিহাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি কাশ্মীরের জনগণের আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখা এবং কাশ্মীরী মুসলিমদেরকে অধীন করে রাখার ব্যাপারে সম্প্রসারণবাদী ভারতের সমালোচনা করেন। তিনি মিন্দানাও, ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধেরও উল্লেখ করেন।

সর্বশেষে তিনি ইরান ও ইরাকের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে বলেন,এই অর্থহীন যুদ্ধে মুসলমানদেরই জান ও মালের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে এবং এতে মুসলমানদের দুশমনরাই লাভবান হচ্ছে। উম্মতের কল্যাণের জন্য অবিলম্বে এ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ যেমন তাদের দুশমনরা নিচ্ছে, তেমনি মুসলিম উম্মার মধ্যে কৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের স্বার্থ হাসিল করছে। আজ ইরান-ইরাক যুদ্ধই মুসলিম বিশ্বের সর্ব প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতেই হবে। এই অর্থহীন ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনা যিনি করেছেন তাকে অবশ্যই আক্রমনকারী হিসাবে গণ্য করতে হবে, আর যে কোন মূল্যে উম্মতের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে এনে উম্মতকে একটি একক ও অভিন্ন শক্তিতে পরিনত করতে হবে।

সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্য শেষ হলে ডঃ আবদুল্লাহ তুর্কী সম্মেলনের উদ্দেশ্যে বাদশাহ ফাহদের বাণী পাঠ করে শুনান। সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেলের বাণীও পাঠ করে শুনানো হয়। অতপর আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নেতা এবং আলজিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান আহমদ বেনবেল্লার একটি দীর্ঘ বাণীও পাঠ করে

www.pathagar.com

শুনানো হয়। আহমদ বেনবেল্লার বাণীর মাধ্যমে তাঁর ইসলামের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং মুসলিম উম্মার প্রতি তার আন্তরিক দরদ ফুটে ওঠে। তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যাকে চিহ্নিত করে বলেন যে, একমাত্র উম্মতের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমেই এর সমাধান সম্ভব। আর এই ঐক্য কলেমার মাধ্যমেই হাসিল হতে পারে, অন্য কোন পথে নয়।

বাদশাহ ফাহদ ও বেনবেল্লার বাণী ছিল আরবী ভাষায়। আর ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল শরীফুদ্দীন পীরজাদা ও মালয়েশীয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাণী ছিল ইংরেজী ভাষায়। তবে ভাষান্তরের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেকেই আরবী, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় নিজ নিজ সুবিধামত হেড ফোন লাগিয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন। বাণী পাঠ শেষ হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জিয়াউল হক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন। তিনি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনিও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অবিলম্বে নিজেদের মধ্যের দ্বন্দ্ব মিটেয়ে ফেলার আবেদন জানান। ইরান, ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করাবার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারেননি, আফসোসের সাথে তিনি তারও উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার বক্তব্য শেষ হলে পরে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সম্মেলন মূলতবী হয়ে যায়। ৪ টার পরে মুলতবী অধিবেশন সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলজাজুলী দাফায়াল্লার সভাপতিত্বে শুরু হয়। এ অধিবেশনের প্রথমেই ইরানের সরকারী ডেলিগেশনের অন্যতম সদস্য মুহাম্মদ আলী তাসখিরী উম্মতের ঐক্যের ব্যাপারে ইরান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেন। অতঃপর সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাবহাতুল ইসলামী দলের নেতা ডঃ হাসান তোরাবী, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য জনাব ইবরাহীম সুলায়মান সেট, সুদানের সাবেক সামরিক চীফ ও সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান জনাব আবদুর রহমান সুয়েরুজ্জাহাব প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গ বক্তব্য রাখেন। এই অধিবেশনেই বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকেও বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান হয় এবং আমি প্রায় ২৫ মিনিটের বক্তব্য রাখি। অতঃপর সন্ধ্যা সাতটায় অধিবেশন মুলতবী হয়ে যায়। রাত আটটায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক কর্তৃক ঐক্য সম্মেলনের সদস্যদের সম্মানে এক ভোজ সভার আয়োজন করা হয়।

পরের দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল লেবাননের সুপ্রিম শিয়া কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান সেখ মুহাম্মদ মেহদী শামসুদ্দীনের। তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান হতে প্রকাশিত "দি মুসলিম" নামক ইংরেজী দৈনিকের শিয়া মতাবলম্বী সম্পাদক জনাব আগা মুরতাজা পুইয়া। সকালের অধিবেশনে ইখওয়ানুল মুসলেমিনের মুর্শিদে আম শেখ হামেদ আবু নাসের, সহকারী মুর্শিদে আম মোস্তফা মসহুর, মালয়েশিয়ার ফাজিল মুহাম্মদ নূর,

www.pathagar.com

লেবাননের সাইয়েদ সায়াবান প্রমূখনেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তুর্কীর মিল্লি সালামত পার্টির প্রধান জনাব নাজমুদ্দিন আরবাকানও এই অধিবেশনে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

বিকালের অধিবেশন ৪ টায় নাজমুদ্দিন আরবাকানের সভা পতিত্বে শুরু হয়। এই অধিবেশনে আয়াতুল্লা জান্নাতী ইরান, আবুল ফাতাহ মরো তিউনিসিয়া, নুর মাইসুরী মিন্দানাও ও আফগান জোটের নেতা ইউনুস খালিস প্রমূখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের অধিকাংশ কার্যাবলী ও বক্তব্য আরবী ভাষায় চলছিল। তবে তরজমারও ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিন আমার বক্তৃতার শেষে ডঃ হাসান তোরাবী, নাজমুদ্দিন আরবাকন,সোয়েরুযযাহাব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আমাকে মোবারকবাদ জানালে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আমার বক্তব্য আপনারা কি করে বুঝলেন? তাঁরা জওয়াবে বললেন, হেড ফোনের তরজমার মাধ্যমে। প্রতিনিধিদের বক্তব্য শেষ হলে ইসলামী কাউন্সিলের সুযোগ্য সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালেম আযযাম সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, যা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা হতে আগত ইউনিটি সম্মেলনের সদস্যগণ আফগান মুহাজেরদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার এবং মুজাহিদ হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন ও মুজাহিদ নেতাদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলে জনাব সালেম আযযাম পাকিস্তান সরকারের সাথে আলোচনা করে সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। ফলে আমরা ১৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৯-১৫ মিনিটে সরকারের দেয়া এয়ার ফোর্সের একটি বিশেষ বিমানে রাওয়ালপিন্ডি এয়ারপোর্ট হতে রওয়ানা হয়ে ৪০ মিনিট পর পেশওয়ার বিমান বন্দরে অবতরণ করি। আফগান বর্ডারে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে আমাদের জন্য কয়েকখানা গাড়ীর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। আমরা গাড়ীতে আরোহণ করলে পরে আমাদেরকে নিয়ে গাড়ী সীমান্তের দিকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে জমরুদের কাছে মুহাজির হেড কোয়ার্টারে আমরা যাত্রা বিরতি করি। মুহাজির সম্পর্কীয় কমিশনার এবং তার সহকর্মীরা আমাদেরকে অভ্যার্থনা জানান। আমাদের আগমনের সংবাদ সরকারীভাবে পূবাহ্নেই দিয়ে রাখা হয়েছিল। ফলে সংক্ষিপ্ত একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে রাখা হয়েছিল। সম্বর্ধনা সভায় কমিশনার সাহেব আমাদেরকে নিম্নলিখিত তথ্য সরবরাহ করেন।

কমিশনার সাহেব বলে, বর্তমানে প্রায় ৩৫ লাখ আফগান মুহাজির পাকিস্তানে আছে। এর শতকরা প্রায় পঁচাত্তর ভাগ অর্থাৎ প্রায় ২৬ লাখ সীমান্ত প্রদেশে আছে। আর বাকীরা অন্যান্য প্রদেশে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সম্পর্কিত সংস্থাসহ অন্যান্য বিশ্ব সংস্থা থেকে আমরা যে সাহায্য পেয়ে থাকি তাতে মুহাজিরদের প্রয়োজনের শতকরা পঁচিশ ভাগ মাত্র পূরণ হয়। বাকী পঁচাত্তর ভাগ পূরণ হয় মুহাজিরদের নিজস্ব উপার্জন ও বিভিন্ন ইসলামী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য থেকে। সরকার মুহাজিরদেরকে জানিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছে, তারা পাকিস্তানের যে কোন জায়গায় বিনা বাধায় যাতায়াত করতে পারবে এবং এখানে যে কোন পেশা অবলম্বন করতে পারবে। তিনি আরও বলেন যে, মুহাজিররা প্রায় আড়াই লক্ষ বিভিন্ন ধরনের গৃহপালিত পশু তাদের সাথে নিয়ে এসেছে। এগুলো তাদের ব্যাংক ব্যালেন্সের মত। এরা এর গোশতও খায়, দুধ পান করে, পশম বিক্রি করে ও প্রয়োজনে পশু বিক্রি করে নগদ অর্থের প্রয়োজন পূরণ করে। তাছাড়া তার বহনের কাজেও ব্যবহার হয়। পাক সরকারকে এসব পশুর খাদ্য ও চিকিৎসারও ব্যবস্থা করতে হয়। মুহাজির ও মুজাহিদদের চিকিৎসার জন্য সরকারী হাসপাতাল ছাড়াও প্রায় ৫১টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেছে। পাকিস্তান সরকার মুহাজিরদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ছয় শত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মধ্যে প্রইমারী স্কুলও আছে, আবার হাই স্কুলও আছে। এসব স্কুলের সিলেবাস আফগানিস্তানে যা ছিল তাই। শিক্ষক শতকরা পঁচাত্তর ভাগ আফগানী। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় মুহাজির বাচ্চাদের জন্য স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। কমিশনার সাহেব বললেন, হাইস্কুলে শিক্ষা শেষ করার পরে মোহাজের সন্তানদের পাকিস্তানের যেকোন কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ আছে। এমতাবস্থায় সরকার প্রতিটি মুহাজির ছাত্রের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। কমিশনার সাহেব আরও বললেন, আফগানিস্তান থেকে যেসব মুহাজির এসেছেন, এরা প্রায় সকলেই খুবই ধর্ম ভীরু। অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যে নাই বললেই চলে। স্থানীয় লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই হৃদ্যতাপূর্ন। সম্বর্ধনা অনুষ্টানের পরে আমরা একটা স্কুল ও মুহাজিরদের উদ্দেশ রক্ষিত খাদ্য গুদাম ইত্যাদি পরিদর্শন করে খাইবার গিরিপথ দিয়ে আফগান সীমান্তের দিকে রওয়ানা হই। ফ্রন্টিয়ার কোরের সশস্ত্র পাহারায় আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ দিয়ে উপজাতি এলাকার মধ্যে দিয়ে সীমান্ত শহর লান্ডিকোটালে গিয়ে হাজির হই। এখানে ফ্রন্টিয়ার কোরের ইন্সপেক্টর জেনারেল শফিক এবং খাইবার রাইফেলের কমান্ডার জনাব ইকবাল হুসেন সুউচ্চ পাহাড়ের উপরে তাদের সীমান্ত পোস্টে আমাদেরকে সাদর অভ্যার্থনা জানান। ডুরান্ড লাইনের পাশে অবস্থিত এ পোস্টে ম্যাপের সাহায্যে শফিক সাহেব আমাদেরকে আফগান মুজাহিদদের গমনাগমনের পথ তাদের টেকনিক ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেন।

দুপুরের খানার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল খাইবারের রাইফেল হেডকোয়ার্টারে। বেশ কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ দুম্বার রোস্ট ছাড়াও নানা ধরনের উপাদেয় খাদ্য ও ফলমূলের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। খানার পরে যোহরের নামায আদায় করে আমরা সামরিক গাড়ীর প্রহরায় পেশওয়ারের দিকে রওয়ানা হই এবং পেশাওয়ারে পৌছে মাগরিবের নামায আদায় করি। রাত আটটায় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর জনাব কাজী হুসাইন আহমদের বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে দেয় রাত্রীকালীন খানায় অংশ গ্রহণের জন্য পেশওয়ার ক্লাবে

www.pathagar.com

হাজির হই। এখানে আফগান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশী-বিদেশী সাংবাদিকগণও উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে আফগান জেহাদের সাথে জড়িত আফগান নেতৃবৃন্দের অনেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই কাজী হুসাইন আহমদ সাহেব পশতু ভাষায় মেহমানদের উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ রাখেন এবং আফগান জিহাদের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করেন। মুজাহিদ নেতাদের মধ্য হতে ইত্তেহাদে ইসলামী আফগানিস্তানের (গেরিলা সংগঠন) জনাব আবদুর রব রসুল সাইয়াফ, হিজবে ইসলামী খালিস গ্রুপ নেতা জনাব ইউনুস খালিসও বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য মূলত পশতু ভাষায় ছিল। তবে সাইয়াফ সাহেব আরবী ভাষায় গোটা বক্তব্যের সার সংক্ষেপ পেশ করেন। হিজবে ইসলামী নেতা গুলবদীন হিকমতইয়ার, জমিয়তে ইসলামী নেতা বুরহানুদ্দীন রব্বানী ও হারাকাতে ইনকিলাবে ইসলামী নেতা মুহাম্মদ নবীও উপস্থিত ছিলেন। তবে "মাহাযে মিল্লি" নেতা সাইয়েদ আহমদ গিলানী ও নাজাতে মিল্লি আফগানিস্তান নেতা সেবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী অনুষ্ঠানে থাকলেও আমার সাথে সাক্ষাত হয়নি। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীরা আবার জহির শাহকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্টা করার যে ষড়যন্ত্র করছে সে সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। তারা পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের জনগন যেভাবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়ে মদীনার আনসারদের ন্যায় নিজেদের স্বার্থ কুরবানী করে আফগান মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দান ও মুজাহিদদের সহযোগিতা করেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মুজাহিদ নেতাদের সকলেই বিশেষ করে সাত দলীয় জোটের বর্তমান নেতা জনাব মওলানা ইউনুস খালিসও মুহাজির ও মুজাহিদদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মুজাহিদ নেতারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের বাস্তব ও নৈতিক সমর্থন দ্বারা আফগানিস্তানের জিহাদ যে শক্তি সঞ্চয় করেছে তারও উল্লেখ করেন। অতঃপর মেহমানদের পক্ষ হতে ইখওয়ানের মুর্শেদে আম শেখ হামেদ আবু নাসের এবং তার সহকারী মুস্তফা মশহুর আরবী ভাষায় বক্তব্য রাখেন। অতঃপর খানাপিনার পরে মজলিস সমাপ্ত হয়।

পরের দিন সকালে আমরা আফগান আহত মুজাহিদদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী পরিচালিত চারতলা বিশিষ্ট উন্নত ধরনের হাসপাতাল দেখে লাহোয়ের উদ্দেশ্যে সোজা পেশওয়ার বিমান বন্দরে চলে আসি। একই প্লেনে কাযী হুসাইন আহমদ (আমীর, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান), জনাব খলিল হামেদী,. ইখওয়ানের নেতৃবৃন্দ, আয়াতুল্লাহ জান্নাতীসহ বেশ কিছু প্রতিনিধি লাহোর পৌঁছি। প্লেনে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নির্বাচিত আমীর এবং আমি পাশাপাশি বসায় তাঁর সাথে একান্তে কিছু আলোচনা হয়। আমি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য ও জাতীয় পরিষদ সদস্য থাকাকালীন পেশওয়ারসহ পাকিস্তানের প্রায় গুরুত্বপূর্ণ শহরে বহুবার প্রোগ্রাম করেছি। কিন্তু তখন কাযী সাহেবের পরিচয় পাইনি।

www.pathagar.com

১৯৭১সালে পর্যন্ত কাযী সাহেব পেশওয়ারের খুব অল্প লোকের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁর আন্দোলনে আসার ইতিহাস জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ১৯৭০ সালে জামায়াতের রুকন হই, অতঃপর তিন বৎসর পেশওয়ার শহরের আমীর, পরবর্তী তিন বৎসর সীমান্ত প্রদেশের আমীর এবং বিগত নয় বৎসর কেন্দ্রীয় জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করার পরে ১৯৮৭ সালে পাকিস্তান জামাতের আমীর নির্বাচিত হই। ছাত্র জীবনে আমি ইসলামী জমিয়তে তোলাবার রুকন থাকলেও কোন কেন্দ্রীয় বা প্রদেশিক দায়িত্ব পালন করিনি। ৪৭ বৎসর বয়স্ক কাযী সাহেব পেশওয়ার ইউনির্ভাসিটি হতে মাস্টার ডিগ্রী করেছেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ বড় আলিম ছিলেন বিধায় বাড়ীতেই কাযী সাহেব দ্বীনী ইলম অর্থাৎ কুরআন হাদীসসহ ইসলামী উলুমের তালিম গ্রহণ করেন। কাযী সাহেব একাধারে পাঁচটি ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারেন। পুশতু তাঁর মাতৃভাষা, আরবী, ফারসী ও উর্দু তিনি বাড়ীতে শিখেছেন, আর ইংরেজী তিনি কলেজ ইউনির্ভাসিটিতে শিখেছেন। কাযী সাহেব খুবই অমায়িক এবং পরহেযগার। আর্থিক দিক দিয়ে তিনি বেশ স্বচ্ছল। পেশওয়ারে আমরা তাঁর বাংলো টাইপের বিরাট দ্বিতল বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করেছিলাম। পেশওয়ারে তার নিজস্ব ব্যবসা আছে যা তাঁর পার্টনার পরিচালনা করেন। জামায়াতের প্রবীণ ও নবীন সকলের কাছেই কাযী সাহেব সমান জনপ্রিয়।

১১-৪৫মিনিটে পেশওয়ার হতে রওয়ানা হয়ে ১২-৪৫ মিনিটে আমরা লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করি, লাহোর বিমান বন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিপুল জনসমাবেশ হয়ে ছিল। V,I,P, লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশে মুর্শিদে আম কিছু বক্তব্য রাখেন। অতঃপর আমরা জামায়াতে ইসলামীর হেড কোয়ার্টার মনসুরায় উপস্থিত হই। মনসুরার মেহমানখানায় আমাদের জন্য কক্ষ ঠিক করে রাখা হয়েছিল। প্রত্যেকেই আমরা নামায আদায় করে খানা খেয়ে নিজ নিজ কক্ষে আশ্রয় নেই। পরের দিন আসর বাদ বিদেশী নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় জামায়াত একটি বড় ধরনের অভ্যর্থনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। অতঃপর খানা-পিনার পরে মুর্শিদে আমের সাথে সাক্ষাত করে আমি বিদায় গ্রহণ করি। কেননা খুব ভোরেই আমাকে লাহোর হতে বিমানে করাচী রওয়ানা হতে হবে। ফজর বাদই আমি রওয়ানা হই। কাযী হুসাইন আহমদ সাহেব ও খলিল হামেদী সাহেব আমাকে গাড়ী পর্যন্ত এসে রোখসত করেন। করাচীতে পৌছে দুদিন বন্ধু মুসলিম সাহেবের বাসায় মেহমান থেকে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা পৌছি।

www.pathagar.com

আমার মিশর ও সুদান সফর

(সফরকাল ১৬ই অক্টোবর থেকে ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৮ইং)

৬ই ও ৭ই অক্টোবর ১৯৮৮ কুয়েতে অনুষ্ঠিতব্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের দাওয়াত পেয়ে সম্মেলনে যোগদানসহ এবারে একই সঙ্গে মিশর ও সুদান সফরের নিয়ত করি। তাই কুয়েত পৌছে সম্মেলনে যোগদানের পরে সেখানকার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎকার সেরে ১৬ই অক্টোবর বেলা ১টায় কুয়েত এয়ার ওয়েজের বিমানে কায়রো রওয়ানা হই। বাংলাদেশস্থ মিসরীয় দুতাবাস হতে মিশরের ভিসা সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু সুদানের দুতাবাস বাংলাদেশে না থাকায় কুয়েতের সুদানী দুতাবাস হতে সুদানের ভিসা সংগ্রহ করি। ইতিপুর্বে অনেকগুলো আরব দেশে সফর করলেও যেহেতু আফ্রিকার দুটি গুরুত্বপুর্ন আরব দেশে আমার এ প্রথম সফর। তাই সফর অভিজ্ঞতা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে এবারে লেখার নিয়ত করেছিলাম। যারা লেখাটি আগা-গোড়া পড়বেন আশা করি তারা এ দু'টি দেশের বিভিন্ন বিষয় অবগত হতেপারবেন।

এখন আবার আমার আগের কথায় ফিরে যাচ্ছি। আমি বেলা একটায় কুয়েত থেকে রওয়ানা দিয়ে একটানা ২ ঘন্টা ৫৫ মিনিট উড়ে কায়রো বিমান বন্দরে অবতরন করি। কায়রোর এক বন্ধুকে এয়ার পোর্ট থেকে আমাকে নেয়ার জন্য ১দিন আগে কুয়েত হতে টেলিগ্রাম পাঠাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমার টেলিগ্রাম আমার কায়রো পৌছার একদিন পরে পেয়েছেন। ফলে তিনি আর এয়ারপোর্টে হাজির হতে পারেননি। এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা সেরে বাইরে এসে কাউকে না পেয়ে এয়ারপোর্ট হতেই আমি মিসরীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে নেই। অতঃপর টেক্সিতে করে শহরের সেন্টারে অবস্থিত ইখওয়ানুল মুসলেমিনের হেড কোয়ার্টারের কাছেই এক হোটেলে গিয়ে উঠি। এয়ার পোর্টে হতে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দুরে শহরে যেতে টেক্সিওয়ালাকে ২০টি মিসরীয় মুদ্রা দিতে হয়েছিল। এক মিসরীয় মুদ্রা (জুনায়ে) আমাদের ১৩.৫০পয়সা সমান। যে হোটেলে আমি উঠেছিলাম সেটা ১ম শ্রেনীর হোটেল ছিল। ভাড়া দৈনিক ৩৫ মিশরীয় মুদ্রা।

মিসর দেশটি খুবই ঐতিহ্যবাহী দেশ এবং এর সভ্যতাও অতি পুরাতন। দেশটির বর্তমান আয়তন ১০লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং এর লোক সংখ্যা হল পাঁচ কোটি। লোক সংখ্যার শতকরা ৯৪%ভাগই মুসলিম। বাকী ৬%ভাগ অমুসলিম। প্রদেশ মোট ২৮টি। মিসরের জাতীয় পরিষদ ১কক্ষ বিশিষ্ট। প্রদেশে কোন পরিষদ বা মন্ত্রী সভা নেই। পার্লামেন্টের মোট সদস্য সংখ্যা ৪৫৮, এর মধ্যে রাষ্ট্র প্রধান ১০ জনকে নিয়োগ করেন। বাকী ৪৪৮ জন নির্বাচিত।বর্তমান পার্লামেন্টে বিরোধী দলীয় সদস্য প্রায় একশত। মিসরে রাজনৈতিক দলকে সরকারী অনুমোদন নিতে হয়। মাগরিব বাদ

www.pathagar.com

আমি হোটেল থেকে ইখওয়ানের হেড কোয়ার্টারে টেলিফোন করলে একজন আমাকে জানাল যে এখন নেতৃবৃন্দের কেউই অফিসে নাই। সকাল সাড়ে নটায় আসবেন।

পরের দিন ১৭ই অক্টোবর সকাল সাড়ে নটায় হেড কোয়ার্টারে হোটেল হতে আমি টেলিফোন করলে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের ২য় নম্বরের নেতা জনাব মোস্তাফা মশহুর টেলিফোন ধরেন এবং আমাকে হোটেলে অবস্থান করতে বলে আমাকে নেয়ার জন্য লোক পাঠান। মোস্তাফা মশহুর আমার পুরাতন পরিচিত বন্ধু। ইতিপূর্বে তার সাথে আমার বেশ কয়েকবারই দেখা সাক্ষাত হয়েছে। অফিসে পৌছে আমি ইখওয়ানের সর্বোচ্চ নেতা মুরশিদে আম সেখ হামেদ আবু নসর এবং তাঁর সঙ্গে আরও কতিপয় নেতার সাক্ষাৎ পাই। মুরশিদে আম এরং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং বন্যা পরবর্তী বাংলাদেশের সাধারন অবস্থা এবং ইসলামী আন্দোলনের খবর জানতে চান। ফলে লেবু সরবত পানের বৈঠকে কিছু আলাপ আলোচনা হয়। ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সর্বোচ্চ নেতাকে মুরশিদে আম বলা হয়।। বর্তমান মুরশিদে আম জনাব হামেদ আবু নসরের সাথে আমার বিগত ফেব্রুয়ারীতে ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে দেখা হয়েছিল। তাঁর বয়স বর্তমানে ৮১ বৎসর। তিনি একজন উকিল এবং ইখওয়ানের পরিক্ষীত ও নির্যাতিত নেতা। প্রেসিডেন্ট নাসেরের আমলে তিনি প্রায় এক যুগ কারাভ্যন্তরে নির্যাতিত জীবন যাপন করেন। অফিসে পৌছে আমি জানতে পাই যে রাত্রে শহীদ হাছানুল বান্নার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন। নেতৃবৃন্দ জানাযায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলে পরে আমিও মুরশিদে আমের গাড়ীতে জানাযার উদ্দেশ্যে মরহুমার বাড়ীতে উপস্থিত হই। এখানেই শহীদ বান্নার বড় ভাই জনাব আবদুর রহমান বান্নার সাথে মুরশিদে আম আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। খুবই বয়স্ক লোক। তিনি একজন বড় আলেম এবং তাঁর লেখা বেশ কিছু কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আমার জন্য দোয়া করতে ছিলেন এবং আমাকে বললেন যে, বাংলাদেশের জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে যেন তাঁর সালাম পৌছাই। মিশরীয় পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেতা জনাব ইব্রাহীম সুকরির সাথেও সাক্ষাত হয়। শহীদ হাছানুল বান্নার ছেলে বর্তমানে মিশরীয় পার্লামেন্টের সদস্য জনাব সাইফুল ইসলাম বান্নার সাথেও এখানে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। মোট কথা এ জানাযা অনুষ্ঠানে বেশ কিছু নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত ঘটে, হাছানুল গুদাইবীর ছেলে যিনি বর্তমানে পার্লামেন্ট সদস্য ও ইখওয়ানের পার্লামেন্টারী দলের নেতা মামুনাল হোদাইবী বিন হাছানুল হুদাইবীর সাথেও দেখা হয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে ঘনবসতি পুর্ণ এলাকায় বান্না পরিবার বাস করেন। স্থানীয় মসজিদে জানাযার নামাজ আদায়ের পরে আমরা আবার ইখওয়ানের ...ীয অফিসে ফিরে আসি। মুরশিদে আমকে আমি জানিয়ে দেই যে, আমি ৪দিন ...র। এখানে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা সাক্ষাত ছাড়াও ...াতন নিদর্শন ইত্যাদি পরিদর্শন করতে চাই। অতঃপর আমি খার্তুম

যাব। নেতৃবৃন্দ বসে আমার চার দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করেন, অতঃপর অফিসের একজন যুবক ইখওয়ান সদস্যকে যিনি মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৮৩ সনে পাশ করেছেন আমার সাথী করে দেন। দুপুরের খানা স্থানীয় একটি হোটেলে আমাকে খাওয়ান হয়। অতঃপর সাথী আহমদ আমাকে হোটেলে বিশ্রামের জন্য রেখে জান এবং বলেন যে, দেড় ঘন্টা পর আমি আপনার জন্য গাড়ী নিয়ে হাজির হব, আর আজকে যতটা সম্ভব আপনাকে ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ দেখাব। অতঃপর নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে আপনাকে নিয়ে আগামীকাল ইসকান্দারীয়া (আলেকজান্দ্রিস) যাব। আলেকজান্দ্রীয়া হতে ফিরে এসে আবার আপনাকে অবশিষ্ট নিদর্শন সমূহ দেখাব।

হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে আমি আছরের নামাজ সমাধা করতেই আহমদ সাহেব পাঁচটার দিকে গাড়ী নিয়ে হাজির হন। প্রথমেই তিনি আমাকে ক্রুসেড যুদ্ধ সমূহের বিজয়ী বীর সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর দুর্গ দেখাতে নেন। আমরা যখন দুর্গের ফটকে পৌছি তখন ফটক বন্ধ হওয়ায় আর ভিতরে প্রবেশ সম্ভব হল না, ফলে দুর্গের পশ্চাত দিকে দুর্গ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক মসজিদ, জামে মসজিদ সুলতান হাছানে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। এখানে একেবারেই পাশাপাশি চার খানা মসজিদ অবস্থিত। আজ থেকে প্রায় পাঁচ শত বৎসর আগে এ মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয়। ওগুলোর দেয়াল বিরাট বিরাট পাথরের। দেয়ালগুলো বাগের হাটের ষাট গম্বুজ মসজিদের মত। পাঁচশত বছরের ব্যবধানেও এর সুনিপুন কারুকার্য এখনও ম্লান হয়ে যায়নি। এর একখানা মসজিদের নাম জামে সুলতান হাছান, ২য়টির নাম জামে রিমাট, ৩য় আল মাহমুদিয়া ৪র্থ জামে মুহাম্মদ আলী একেবারেই পাশাপাশি। মসজিদগুলির এক খানার দুরুত্ব অন্য খানা থেকে একশত দেড়শত ফুটের বেশী হবে না। তবে এভাবে মসজিদ করার কারণ হয়ত যুদ্ধের সময় যারা দুর্গ বাহির হতে পাহারা দিতেন তাদের জন্য করা হয়েছে। এখান থেকে মাগরিবের নামাজ আদায় করে আমরা ঐতিহাসিক পিরামিড দেখার জন্য যাই। পিরামিডগুলোকে মিসরীয়রাআরবী ভাষায়"হরম" বলে। প্রথমেই আমরা পাহাড়ের উপরে সর্ব বৃহৎ ও সবচেয়ে উচু পিরামিড "খোজে" দেখতে যাই, এই সুউচ্চ বৃহৎও মজবুত পিরামিড গুলোর মধ্যে মমি করা অবস্থায় আজ থেকে ৭/৮ হাজার বছর আগের মিসরের শাসকদের লাশ সমাধিস্থ করে রাখা আছে। আজ থেকে আট হাজার বছর আগে মিশোরিয়রা বিজ্ঞানের সাহয্যে মৃতদেহ (লাশকে) এমন ভাবে মমি করে রেখেছে যে, কয়েক হাজার বছরের দীর্ঘ ব্যবধানেও লাশ যথাযথ রয়েছে, আরও যে কতকাল থাকবে তা আল্লাই জানেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায়ও তারা এত পারদশী ছিল যে বিস্তীর্ন এলাকা জু কয়েক হাজার ফিট উচু করে তারা যে বিরাট বিরাট আকারের পাথর দিয়ে তৈরী করেছে তা দেখে নির্মাণ কার্যে তাদের পারদর্শিতায় আমাদের

www.pathagar.com

আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। কোন মেশিনের সাহায্যে যে তারা হাজার হাজার মণ ওজনের পাথর ছাইজ করে কেটে ছিল এবং কোন মেশিনের সাহায্যে এত বড় ভারি পাথর গুলোকে স্থানান্তরিত করে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত সুনিপুন ভাবে স্থাপন করেছিল তা ভাবতেও অবাক লাগে। পিরামিড সহ মিশরের পুরাতন দালান কোঠা দেখে মনে হয় তারা নির্মাণ কার্যে অনেক পারদর্শী ছিল। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের ময়েনযোদাড়োও আজ থেকে আট হাজার বছর আগের। আমি একাধিক বার এটা দেখেছি। এখানের নির্মাণ কৌশলও আমার উপরোক্ত দাবীর সাক্ষ্য বহন করে। সর্বোচ্চ পিরামিডটি দেখে আমরা কায়রো শহরের সুউচ্চ টাওয়ারে উঠে শহর দেখার জন্য রওয়ানা হই। পথিমধ্যে কয়েকবারই আমরা নীলনদের উপর দিয়ে সেতু পার হয়েছি। নীলনদ কায়রো শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সন্ধ্যার পরে আমরা টাওয়ার স্থলে গিয়ে হাজির হই। এখানে দেশ বিদেশের প্রচুর টুরিষ্টদের সমাগম ছিল । আমরা গাড়ী পার্ক করে টিকিট খরিদ করে লিফটের সাহায্যে টাওয়ারের চূড়ায় পৌছি এবং সুউচ্চ টাওয়ারের উপর থেকে পুরা কায়রো শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করি। রাত্রের অন্ধকারে উপর থেকে কায়রো শহরকে তারকাসজ্জিত আকাশের মত মনে হচ্ছিল। অতীত সভ্যতা সমুহের মধ্যে মিসরীয় সভ্যতা খুবই পুরাতন। আদিকালে নীল নদকে কেন্দ্র করে যে মানব জাতির বাস শুরু হয়েছিল। তাকে কেন্দ্র করে নীল নদ সভ্যতা বা মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠে। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) আগমনেরও বহু পুর্ব হতে এখানে মিসরীয় ফেরাউনদের রাজবংশের রাজত্ব চলে আসছিল। হজরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বনিক কাফেলার সাথে মিসরে এসে প্রথমে মিসরের প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর চাকর অতঃপর বিচারাধীন আসামী হিসেবে জেলবন্দী, পুনরায় মুক্ত হয়ে খাদ্য মন্ত্রী। অতঃপর মিসর রাজের ইন্তেকালের পরে মিসরের সর্বময় কর্তা হন এবং এ সময়ই তার ভাইদেরকে (বনি ইসরাইল) মিসরে নিয়ে আসেন। হজরত ইউসুফের চার শত বৎসর পরে মুসা (আঃ) জন্ম গ্রহন করেন। এ সময়ও মিসরে ফেরাউনদের রাজত্ব ছিল।

রাত্রে শহর ভ্রমন করে হোটেলে ফিরে খানা খেয়ে বিশ্রাম করি। ১৮ তারিখ সকাল ৭-৩০মিনিটে ভাই আহমদ পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক হোটেলে হাজির হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুতি নিয়ে আমরা ইখওয়ান নেতা মুহাম্মদ আল খতিবের কারে আলেকজান্দ্রীয়া রওয়ানা হই। আমাদের কায়রো থেকে ট্রেনে আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভাই মুহাম্মদ আল খতিব বললেন, গাড়ী সাথে না থাকলে ইসকান্দারীয়া ও কায়রো শহরে বেশ অসুবিধা হয়। তাই ভাই আহমদকে তিনি বলেছিলেন, ভাই আবুল কালাম ইউসুফ যতদিন মিসরে থাকেন আমার গাড়ীসহ ততদিন তোমাকে তার সাথে থাকতে হবে। একই আদর্শের জন্য কেন্দ্রীয়কারীদের পরস্পরের মধ্যে দুনিয়ার যেখানে অবস্থান করুক না কেন যে মিসরে থাকা কষ্ট হয় এ ঘটনা তার একটি অকাট্য প্রমাণ। ভাই আহমদ আমাকে আমি মিসরের পুমিয়া যাওয়ার জন্য কায়রো হতে দুটি রাস্তা। একটি মরুভূমির

www.pathagar.com

মধ্যে দিয়ে আর একটি সবুজ কৃষিক্ষেত সমুহের মধ্যে দিয়ে। আপনাকে আমি কৃষি ক্ষেত সমুহের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তা ঐ রাস্তায় নিয়ে যাব। আমি আগ্রহ সহকারে সম্মতি দিলাম। অতঃপর আমরা নীল নদের পার্শ্ব দিয়ে রাজপথে ইসকান্দারীয়া রওয়ানা হলাম। কায়রো হতে ইসকান্দারীয়া শহরের দুরত্ব ২২০ কিলোমিটার। আমরা ৪০কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পথি পার্শ্বস্ত একটি উন্নত ধরনের রেষ্টুরেন্টে নাস্তা করে আবার রওয়ানা হলাম। প্রথমতঃ আমরা আমাদের রাস্তায় দুধারে নানা ধরনের সব্জী যেমন কপি, বেগুন, সালগম লেটুস ও পালংশাক ইত্যাদির ক্ষেত দেখে দেখে অগ্রসর হচ্ছিলাম। তারপর আমাদের পথে এসেছিল হাজার হাজার একর জুড়ে তুলা ও ধানের ক্ষেত। তুলা উঠানো এবং ধান কাটা তখন কেবল শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে আমরা রাস্তার পার্শ্বে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হাজার হাজার বস্তা তুলা যানবাহনে উঠাবার জন্য প্রস্তুত করতে দেখছিলাম। এখানে চাষাবাদ নীলনদ এবং তা থেকে বহির্গত শাখা নদী সমুহর পানি দিয়ে হয়ে থাকে। নীলনদ কাছে থাকার কারণে ভুগর্ভস্ত পানির স্তর একেবারেই কাছে থাকায় কোথাও সেলো মেশিনের সাহায্যে বা অন্য কোন ভাবে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে মাঠে পানি দেওয়া হচ্ছিল। নীলনদ আদিকাল হতেই মিশরের আশীর্বাদ। ফেরাউন হজরত মুসার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে তার সভাসদকে উদ্দেশ্য করে নীলনদ আর নীলনদ বিধৌত মিসরকে লক্ষ্য করে বলেছিল,"কিহে এই (সুন্দর) মিশর দেশ এবং এ থেকে প্রবাহিত অসংখ্য নদীনালার মালিক কি আমি নই?"..... কায়রো এবং ইসকান্দারীয়ার মাঝে পথিমধ্যে আমরা বেশ কিছু শিল্প কারখানাও দেখতে পাই। পথিমধ্যে নাস্তা করায় এবং অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য গাড়ী চেক করিয়ে নেয়ায় ইসকান্দারীয়া পৌছতে আমাদের দুপুর হয়ে গিয়েছিল। এখানে পৌছে আমরা অফিসে ইখওয়ান নেতা আব্বাস সিসির সাথে সাক্ষাত করি। আগেই তাকে ফোনে আমার আগমন খবর জানান হয়েছিল। ফলে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জোহরের নামাজের পর তাকে জানান হল যে, আমি ইসকান্দারীয়া শহরের ঐতিহাসিক নিদর্শন সমুহ দেখব ও এখানকার ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা সাক্ষাতা করব, তিনি তৎক্ষনাতই আমার প্রোগ্রাম তৈরী করে অফিসের একজন যুবক কর্মীকে আমাদের গাইড হিসাবে দিলেন। ইসকান্দাহরীয়া শহর অতি পুরাতন শহর। বিশ্ববিজয়ী গ্রীক মহাবীর সম্রাট আলেকজান্ডার হলেন এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘদিন ধরে এই শহরটি রোম সম্রাটের এশিয়ান ও আফ্রিকান এলাকার রাজধানী হিসাবে ব্যবহার হয়েছিল। অতঃপর হজরত উমরের সময় পরপর কয়েকটি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে রোমান বাহিনী পরাস্ত হলে এবং একে একে রোমানদের অত্র এলাকার মিসর সহ সবকটি দেশের মুসলমানদের হাতে পতন ঘটলে সম্রাট স্বয়ং তার সব কিছু নিয়ে আলেকজান্দ্রীয়া হতে পলায়ন করে তার ইউরোপীয় রাজধানী কনষ্টিনটিপলে আশ্রয় নেন।

www.pathagar.com

আমরা অফিস থেকে বের হয়ে প্রথমতঃ যাদুঘর দেখতে যাই, এখানে গ্রীস ও তুর্কী আমল এমন কি ফেরাউনের আমলেরও বেশ কিছু নিদর্শন আছে। এখানে মমি করা বেশ কয়েকটি মৃত দেহও দেখতে পাই। যথাসম্ভব এসব মৃত দেহগুলো ফেরাউনদের সময়ের হবে। এখানের পাথর ও ধাতব পদার্থের অলঙ্কারাদি ও বিভিন্ন তৈজস পত্রের সাথে সিন্দুর ময়েনজোদারোর যাদুঘরে রক্ষিত জিনিস পত্রের বেশ মিল পাওয়া যায়। এখান থেকে বের হয়ে আমরা ভূমধ্যসাগরের তীরের রাস্তা ধরে সোজা সাগর তীরস্ত কাতাবাই নামক দুর্গে গিয়ে হাজির হই এবং টিকিট করে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করি। মিশর যখন ওসমানীয় তুর্কী খেলাফতের অধীন ছিল তখন তুর্কী শাসকরা ইউরোপীয় নৌ আক্রমণ থেকে ইসকান্দারীয়াকে রক্ষা করার জন্য এই দর্গুটি একেবারেই সাগরে তীরে তৈরী করেন। মজবুত পাথরের তৈরী এই দুর্গের ভিতর ঘুরে ঘুরে দেখতে আছরের নামাজের ওয়াক্ত হলে পরে আমরা দুর্গের ঐতিহাসিক মসজিদে নামাজ আদায় করেনেই। দুর্গ দেখে বের হয়ে আমরা এখান থেকে আরও দু একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে অফিসে ফিরে আসি।

ইসকান্দারীয়া শহরটি খুবই সুন্দর, পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন। এখানের রাস্তাঘাট ও দালান-কোঠা ও মার্কেট সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরী, রাস্তাঘাট ঝকঝকে পরিস্কার। মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় করে আরবীতে নিম্মের কথাগুলি লেখা আছে।

"ইসকান্দ্রীয়া ভূমধ্য সাগরের নওশা। একে পরিচ্ছন্ন রাখুন।" অবশ্য আরব দেশগুলোর লোকেরা ভূমধ্য সাগরকে স্বেত সাগর বলে। ইসকান্দ্রীয়া বর্তমানে প্রাদেশিক রাজধানী ছাড়াও একটি পোর্ট সিটি। এ শহরের লোক সংখ্যা মোট ৩০ লক্ষ। ইখওয়ানুল মুসলেমুন এখানে বেশ শক্তিশালী। বিগত নির্বাচনে পার্লামেন্টের ছয়টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। দুজন বিজয়ী হয়েছেন। তবে আব্বাস সিসি বললেন, আমাদের প্রার্থীরা চারটি আসনে জিতেছিলেন। সরকার দুটি ষড়যন্ত্র করে দখল করে নিয়েছে।

অফিসের সাথেই মেহমান খানা আছে। সুতরাং আমরা অফিসে ফিরে এসে ৪.৩০ মিনিটে খানা খাই। আমার আগমন উপলক্ষে ভাই আব্বাস আরও কিছু নেতৃবৃন্দকে আমার সাথে খানায় শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন। এখানে শহরের একটি বড় জামে মসজিদে এক সপ্তাহ ধরে ইখওয়ানুল মুসলেমিনের উদ্যোগে একটি সেমিনার চলছিল, আলোচনার বিষয় ছিলঃ "মিসরের বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা ও উহার ইসলামী সমাধান"। প্রতিদিন বাদ এশা এই সম্মেলন শুরু হত। আব্বাস সিসির সাথে আমিও এই সম্মেলনে উপস্থিত হই। পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে দৈনিক প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতা উপস্থিত হত। মহিলাদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা ছিল। কায়রো এবং ইসকান্দারীয়া শহরে চলার সময় মনে হচ্ছিল যে

www.pathagar.com

ইউরোপের কোন শহরে চলছি। মহিলাদের প্রায় আধাআধি মিনিস্কার্ট পরা, বাকীরা আরবী মেক্সি পরা ও মাথায় রুমাল বাঁধা, তবে শরীর ঢাকার মত কোন ওড়না বা চাদর নেই। কেবল মাত্র কিছু বয়স্ক মহিলাদের মাথা ও শরীরের উপরের দিক চাদর দিয়ে আবৃত দেখা যায়। বোরকা মাঝে মধ্যে দেখা যায়। তবে খুবই কম। ইসকান্দারীয়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সম্মেলনে যেসব মহিলা যোগ দিয়েছিলেন, তারা সকলেই বোরকা পরিহিতা ছিলেন। তাদের বোরকা আমাদের দেশের বোরকার মতই মনে হচ্ছিল। এখানে পর্দার ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে পরে আব্বাস সিসি বললেন, আগে অর্থাৎ ইংরেজ ও বাদশাদের আমলে আরও উলঙ্গপনা ছিল, তবে ইখওয়ানের প্রচেষ্টায় এখন শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে পর্দার প্রবনতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমি সেমিনার স্থলে উপস্থিত হলে আমাকে নিয়ে ষ্টেজে বসানো হয় এবং ষ্টেজ থেকে আমার আগমন এবং সেমিনারে যোগদানের ঘোষনাও দেয়া হয়। সেমিনার শেষে আমরা মেহমান খানায় ফিরে আসি, তখনই অফিসে আমার একটা বক্তব্য ভিডিও করার ব্যবস্থা করা হয়। আরবী ভাষায় বাংলাদেশের ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, বন্যা সমস্যা, রাজনৈতিক অবস্থা, ইসলামী দলের তৎপরতা বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও অংগ সংগঠন সমূহের কার্যের বিবরণ ইত্যাদিসহ আমার একটা বক্তব্য ভিডিও করে রাখা হয়। রাতে মেহমান খানায়ই আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল, ভোরে নামাজান্তে গরুর দুধ পান করেই আমরা কায়রো রওয়ানা হই। গাড়ীর চালক ভাই আহামদকে আমি বলি, আমাকে এখন আর একবার সাগর পাড়ে নিতে হবে। ফলে গাড়ী চালিয়ে আমরা সাগর পাড়ে চলে যাই। এখানের সাগর ভাঙ্গেও না এবং চরও উঠেনা, ফলে সাগরের গা দিয়ে একটা বড় চওড়া রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। আর রাস্তার পার্শ্ব দিয়েই সারিবদ্ধভাবে সুউচ্চ অট্টালিকা সমূহ। সুতরাং সাগরের তীর দিয়ে পাকা রাস্তায় দীর্ঘ কয়েক মাইল রাস্তা আমরা আস্তে আস্তে অতিক্রম করলাম, আবার এক জায়গায় গাড়ী পার্ক করে সাগরের তীরে নির্মিত একটি সুন্দর পার্কে ঘুরা ফিরাও করলাম। প্রায় ১ঘন্টা ধরে সাগরের নির্মল হাওয়া ও সাগর তীরের সৌন্দর্য উপভোগ করে আমরা কায়রোর দিকে রওয়ানা হলাম। পথে সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রায় একশো কিলোমিটার অতিক্রম করে রাস্তার পার্শ্বের একটি সুসজ্জিত রেষ্টুরেন্টে আমরা নাস্তা করে নিলাম।

সৌদী আরব, কুয়েত, কাতার, দুবাই, আবুধাবী প্রভৃতি দেশ সমূহে প্রচুর পাকভারত ও বাংলাদেশের লোক বাস করে এবং এদের হোটেলও আছে। যেখানে উপমহাদেশের পদ্ধতি মত ঝাল-মসল্লা ইত্যাদি দিয়ে রান্না-বান্না হয়। ঐ সকল আরব দেশ সফরের সময় আমি এদেরই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেহমান হতাম এবং এদের রান্না-বান্না খেতাম। তবে মাঝে মধ্যে আরবদের মেহমান হলেও বিশেষ অসুবিধা হতনা। কিন্তু মিশরে এই উপমহাদেশের একটি লোকের সাথেও যেমন দেখা

www.pathagar.com

পেলাম না, তেমনি এদের পরিচালিত কোন হোটেলও পেলাম না। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে আরবদের পাকান মসল্লা ও মরিচ বিহীন শুধু মাত্র তেল বা ঘি'তে সিদ্ধ করা গোস্ত খেয়েই কাটাতে হল। অবশ্য ভাত পাওয়া যেত, তবে সাদা ভাত নয়।

দুপুরের আগে কায়রো পৌঁছে আবার হামবুর্গ হোটেলেই উঠি। এখানে গোসল, নামাজ ও খানা সেরে বিশ্রাম করি। মাগরিব বাদ ভাই আহমদ আসলে পরে আমরা আবার বের হয়ে যাই। প্রথমে তিনি আমাকে আনোয়ার সাদতকে যেখানে কতিপয় জোয়ান সামরিক অভিবাধন গ্রহনের সময় গুলি করে হত্যা করেছিল সেখানে নিয়ে যায়। ওখান থেকে সরাসরি আমরা জামেয়ুল আযহারে চলে যাই। রাত্রে জামেয়ুল আযহারের অফিস বন্ধ থাকায় বিশিষ্ট কোন লোকের সাক্ষাত পাইনি, তবে একজন কর্মচারী আমাদেরকে গাইড করে বিভিন্ন বিষয় ওয়াকিবহাল করেন। এখানেই মসজিদে হুসাইনিতে আমরা এশার নামাজ আদায় করি এবং একটি রেষ্টুরেন্টে খানা খেয়ে হোটলে চলে আসি।

পরের দিন সকাল নয়টায় ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় অফিসে আমার পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতেয় জন্য ভাই আহমদকে নিয়ে হাজির হই। মুরশিদে আমের সাথে সাক্ষাতের পর পার্লামেন্টে ইখওয়ানের দলীয় নেতা জনাব মামুন হুদাইবীর সাথে সাক্ষাত করে তার সাক্ষাতকার গ্রহন করি। আমি তাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করি এবং তিনি তার নিম্নে বর্ণিত জওয়াব দেনঃ

'আবুল কালামঃ মিসরে মোট কয়টি রাজনৈতিক দল আছে?

হুদাইবীঃ মিসরে রাজনৈতিনক দল করার জন্য সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে অনুমোদন প্রাপ্ত রাজনৈতিক দল আছে ৬টি। যথাঃ-

১। হেজবুল অতনি (জাতীয় পাটি।) এটাই বর্তমানে সরকারী দল। (২) হেজবুল আমল (লেবার পার্টি) (৩) হেজবুল আহরার (ফ্রিডম পার্টি) (৪) হেজবুল অফদ (অফদ পাটি) (৫) হেজবুত্ তাজামুন (জন দল) (৬) হেজবুল উম্মী (জাতীয়তাবাদী দল) প্রধান দল সমূহের মধ্যে ইখওয়ানুল মুসলেমীনকে এখনও অনুমোদন দেয়া হয়নি। তবে ইখওয়ান তার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত নির্বাচনে ইখওয়ান নিজ নামে নির্বাচন করতে পারবেনা বলে লেবার পার্টি ও ফ্রিডম পার্টির সাথে মিলে ফ্রন্ট করে ছিল এবং ফ্রন্টের মধ্য দিয়ে ইখওয়ান ৩৬টি, লেবার পার্টি ২২টি ও ফ্রিডম পার্টি ২টি আসন লাভ করে। এই মোট ষাট সদস্য বিশিষ্ট বিরোধী দল। লেবার পার্টির নেতা ইব্রাহীম শুকরী হলেন সম্মিলিত বিরোধী দলের পার্লামেন্টের নেতা। আর আমি মামুনুল হুদাইবী হলাম সহকারী নেতা।

প্রশ্নঃ নির্বাচনের পরে বিগত দেড় বছর ধরে ফ্রন্ট ভুক্ত দল দুটির সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন যাচ্ছে?

www.pathagar.com

জওয়াবঃ ভাল, ইব্রাহিম সুকরী একজন উদার মনোভাবের লোক। তার সাথে আমাদের কাজ করতে কোন অসুবিধা হয় না।

প্রশ্নঃ অন্য দুটি দলের পার্লামেন্টে কোন সদস্য আছে কিনা?

জওয়াবঃ জনদল ও জাতীয়তাবাদী দলের নাম মাত্র সদস্য পার্লামেন্টে আছে।

প্রশ্নঃ ইখওয়ান যেভাবে অন্য দলের নাম ব্যবহার করে পার্লামেন্টে এসেছে, এভাবে অনুমোদন না প্রাপ্ত কোন দল আছে কিনা এবং তাদের কোন সদস্য অন্য দলের আশ্রয়ে পার্লামেন্টে এসেছে কিনা?

জওয়াবঃ হ্যাঁ, অনুমোদন না প্রাপ্ত দলের মধ্যে একটি হল নাসেরীয়া। মৃত কর্নেল নাসেরের অনুসারীদের দল এবং কমিউনিষ্ট পার্টি। তবে এরা পার্লামেন্টে আসতে পারে নি। জনসাধারনের মধ্যে এদের তেমন প্রভাব নেই।

প্রশ্নঃ ইখওয়ানের ন্যায় এখানে অন্য কোন ইসলামী দল আছে কিনা। ?

জওয়াবঃ হ্যাঁ আছে, তবে তাদের কাজ সীমিত। একমাত্র জেহাদ পার্টি নামের সংগঠনটির যুবকদের মধ্যে বেশ প্রভাব আছে। তবে তাদের কাজ সীমিত। এসব দল সমুহের সরকারী অনুমোদন নাই।

প্রশ্নঃ এবার আমাকে বলুন পার্লামেন্টের মোট আসন কতগুলি এবং আপনারা কতগুলি আসনে প্রতিন্দ্বিতা করে ৩৬টি লাভ করেছেন।

জওয়াবঃ আমাদের মোট পার্লামেন্টে সদস্য সংখ্যা ৪৫৮, এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট ১০ জনকে মনোনয়ন দেন। বাকী ৪৪৮ টি নির্বাচিত। আমাদের এখানে নির্বাচন পদ্ধতি আপনাদের দেশের মত নয়। এখানে আসন ভাগ হয় জেলা ভিত্তিক। মনে করুন একটা জেলায় ৫০ টি আসন অর্থাৎ প্রতি পাঁচ লক্ষ ভোটারের ১ জন সদস্য । সুতরাং প্রতিটি অনুমোদন প্রাপ্ত পার্টি ১০ জন করে প্রাথীর সিরিয়ালী নাম দাখিল করবে। মনে করুন একটি পার্টি ৩০লক্ষ ভোট পেয়েছে সেপ্রাবে ৬টি আসন, আর এক পার্টির পক্ষে ১৫ লক্ষ ভোট পেয়েছে সে পাবে তিনটি, অন্য একটি পার্টি পেয়েছে ৫ লক্ষ সে পাবে একটি। এখানেও নির্বাচনে সরকারী দল কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে নতুবা বিরোধী দল আরও অধিক আসন লাভ করত।

প্রশ্নঃ ইখওয়ানুল মুসলেমুনের উপর হতে নিকট ভবিষ্যতে নিষেধাজ্ঞা উঠার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা?

জওয়াবঃ আমরা এ জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখনও কৃতকার্য হইনি।

www.pathagar.com

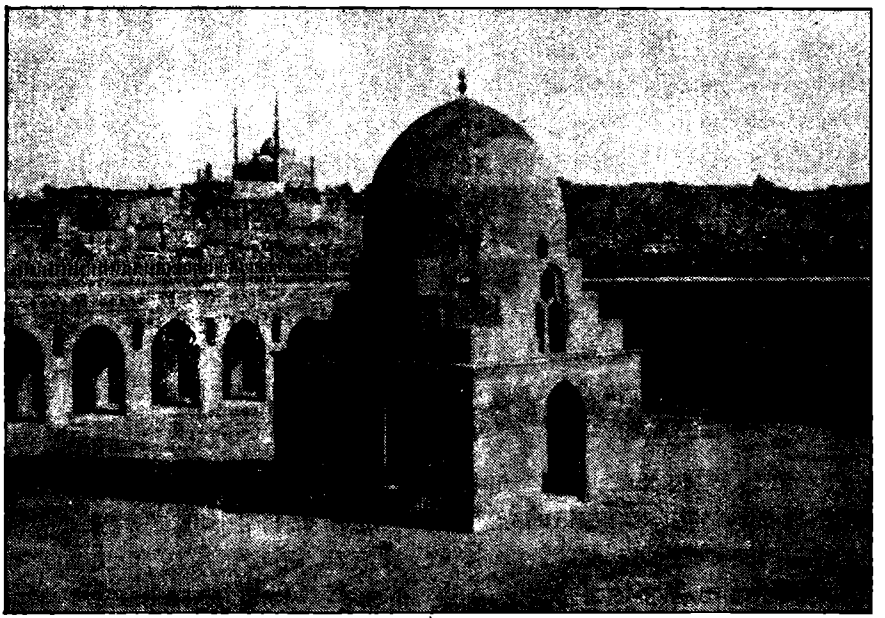

মিশরের রাজধানী কায়রোয় ইবনে আল তাওলুন মসজিদ

প্রশ্নঃ নির্বাচনের পরে এই বিষয়টি নিয়ে আপনার প্রেসিডেন্ট হুসনি মুবারকের সাথে সাক্ষাত করেছেন কিনা?

জওয়াবঃ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। এখনও তিনি আমাদেরকে সাক্ষাতকার দেন নি। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি যথা সম্ভবঃ ইথওয়ানকে পছন্দ করেন না।

প্রশ্নঃ প্রধান মন্ত্রীর সাথে এ বিষয়টি নিয়ে আপনার বিশেষ করে কোন আলোচনা হযেছে কিনা? জওয়াবঃ হাঁ প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত হয়েছে তবে এ বিষয়টি তার হাতে নয় এবং তিনি কিছু করার ক্ষমতাও রাখেন না। বিষটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন পর্যন্ত বিষয়টি বিবেচনা করতে প্রস্তত হননি।

প্রশ্নঃ এবারে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু জানতে চাই।

জওয়াবঃ আমরা তিন ভাই, তিন বোন, আমি সেঝো, আমি কায়রো ইউনিভার্সিটি হতে ওকালতী পাশ করে সরকারী উকিল হিসাবে কিছুদিন কাজ করি। অতঃপর বিচার বিভাগের অধীন বিচারকের চাকুরী গ্রহন করি।

www.pathagar.com

সাক্ষাতকার গ্রহণের পর ইখওয়ানুল মুসলেমিনের পত্রিকা "আল ইতেসাম" আমার একটি সাক্ষাতকার গ্রহন করে। ইতিপূর্বে এ পত্রিকায় আমার আর একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছিল, যার কপি পত্রিকা প্রতিনিধি এখানেই আমাকে দিলেন। সাক্ষাতকারটি তাদের আফগান প্রতিনিধি বিগত ফেব্রুয়ারীতে পেশাওয়ারে আমার কাছ থেকে নিয়েছিল। পত্রিকার সাক্ষাতকারের পরে মুরশিদে আম মুহাম্মদ হামেদ আবু নসরের কাছ থেকে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে চলে আসি। আমার বিদায়ের সময় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন মুরশিদে আম (ইখওয়ানের সর্বোচ্চনেতা) সেখ মুহাম্মদ হামেদ আবু নসর, মামুনুল হুদায়বী (পালামেন্ট সদস্য ও নেতা) সাইফুল ইসলাম বান্না (পালামেন্টর সদস্য ও শহীদ হাছানুল বান্নার ছেলে) ডাঃ ইমাদরুসদ খলিল (পালার্মেন্ট সদস্য) আহমদুল বুস (পালামেন্ট সদস্য), আহমদ ইজাবুদ্দীন (সাংবাদিক) মুহাম্মদুল খতিব ও আরও অনেকে। যাদের নাম বর্ণনা করা হল এরা সকলেই ইখওয়ানের ১ম সারির নেতা।

রাত দশটায় ভাই আহমদ গাড়ী নিয়ে উপস্থিত হলে পরে সুদানের উদ্দেশ্যে হোটেল ত্যাগ করে কায়রো এয়ার পোর্টের দিকে রওয়ানা করি। এয়ার পোর্টের আনুষ্ঠানিকতা সেরে রাত প্রায় ১.১৫ মিনিটে খার্তুমের উদ্দেশ্যে মিসর এয়ার লাইনের বিমানে রওয়ানা করে প্রায় আড়াই ঘন্টা পর খার্তুম বিমান বন্দরে অবতরণ করি। খার্তুম হল সুদানের রাজধানী।

সুদান আফ্রিকার একটি বৃহৎ দেশ। এর আয়তন ২০লক্ষ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা মাত্র ২ কোটি ২০ লক্ষ। দেশটি ২৩টি বাংলাদেশের সমান, এ দেশটি প্রায় ৭৫ বছর বৃটিশ শাসনে থেকে ১৯৫৫ সনে স্বাধীনতা লাভ করেছে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫% উত্তর সুদানে বাস করে, এর ৯০% মুসলমান। শতকরা মাত্র ২৫% দক্ষিন সুদানে বাস করে। শতকরা ২০% মুসলমান,১৫%খৃষ্টান ও বাকী দেব দেবীর পুজারী। সুদানে ছোট বড় আটটি রাজনৈতিক দল আছে। নিমেরীর মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর প্রধান সুয়েরু জজাহাব অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ফলে রাজনৈতিক তৎপরতার স্বাধীনতা পেয়ে রাজনৈতিক দলগুলি স্বাধীন ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সূদানে যে ৮টি রাজনৈতিক দল আছে। তন্মধ্যে সাদেক মাহদীর (বর্তমান প্রধান মন্ত্রী) দল "হেজবুল উম্মা" প্রায় ১০০ শত সিট লাভ করেছে। ২য় নম্বরে আছে "হিজবুল ইত্তেহাদী ডিমোক্রাটি"। সিট পেয়েছে মোট ৫৯ টি। এর নেতা হল ওসমান মারগনি। এই দলটি সাধারনত সুফি মতবাদ পন্থীদের দল। সূদানে বিভিন্ন তরীকার সূফীদের বেশ প্রভাব আছে। ৩য় নম্বরে হল" "জাবহাতুল ইসলামীয়া" নেতা ডাঃ হাছান তোরাবী, প্রকৃত পক্ষে এরা ইখওয়ানের লোক। তবে ইখওয়ানের মূলধারা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে কিছু নূতন প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে। এরা পেয়েছে মোট ৫৩টি সিট। "হেজবুল কওমী সূদানী", নেতা খৃষ্টান, ৬টি সিট পেয়েছে। সূদান কমিউনিষ্ট

www.pathagar.com

পার্টি পেয়েছে ৩টি সিট, হেজবুল বাস আল আরবী আল ইসতেরাকী কোন সিট পায়নি, এটা প্রো-ইরাক সোসালিষ্ট পার্টি। "আহজাবুল জুনুবী" (দক্ষিন সুদান রাজনৈতিক ফ্রন্ট) পেয়েছে দক্ষিণ সুদান হতে ১২টি ছিট।[১]

বর্তমানে ৩টি প্রধান দলের কোয়ালিসন সরকারে সাদেকুল মাহদী প্রধান মন্ত্রী, ডাঃ হাছান তোরাবী আইন মন্ত্রী। সুদানে এখন ইসলামী আইন কার্যতঃ চালু করার প্রচেষ্টা চলছে। সুদানের কমিউনিষ্ট পার্টি খুবই পুরাতন। এটাই হল আরবে সমূহের সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি। আজ থেকে প্রায়৪০ বছর আগে এই পার্টিটি জন্ম লাভ করে। তবে জনসাধারনের মধ্যে এই পার্টির প্রভাব খুবই কম। সুদানের মুসলিম জনগনের মধ্যে ইসলামী চেতনা খুবই প্রবল। অধিকাংশ লোকের দাড়ী আছে এবং নামাজ আদায় করে। পর্দাহীনতাও এখানে কম। যে তিনটি দল এখানে শক্তিশালী এবং সরকার পরিচালনা করছে এরা জনগনের কাছে নির্বাচনে ইসলামের আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিল। কলকারখানার শ্রমিক এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কমিউনিষ্টরা বেশ তৎপর। আমি ২১ তারিখ ইজিপসিয়ান এয়ার লাইনের বিমানে কায়রো হতে রাত ১টায় রওয়ানা হয়ে খুব প্রত্যুশে সুদান বিমান বন্দরে অবতরণ করি। দেশটি যে আরবদেশ সমূহের মধ্যে দরিদ্র তা তার বিমান বন্দরের অবস্থা দেখেই অনুভব করা যায়। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ও ফজরের নামাজ আদায় করে আমি আমার মাল সামানা নিয়ে বাহিরে আসি। কায়রো হতে এখানকার ইখওয়ান নেতা মুহাম্মদ সাব্বালকে আমার আগমন খবর দিয়ে ট্যালেকস দেয়া হয়েছিল। ট্যালেকসে তারিখের ভুল থাকায় তিনি ঐ সময় বিমান বন্দরে হাজির হননি। তবে আমার কাছে তার ফোন নাম্বার থাকায় বিমান বন্দর হতে আমি ফোন করি। তিনি ফোন পেয়েই কাল বিলম্ব না করে গাড়ী নিয়ে আমাকে নিতে আসেন। যেহেতু ২ বছর আগে কুয়েতের এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, তাই আমাকে চিনতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। প্রথমত আমি ভাই সাব্বালের বাড়ীতে হাজির হয়ে গোসল করে চা পান সেরে বিশ্রাম করি। কেননা সারারাত আমি জেগেছিলাম। দশটার দিকে ঘুম থেকে জেগে নাস্তা সেরে ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় অফিসে চলে যাই। এদিন ছিল শুক্রবার। নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা-সাক্ষাত সেরে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে চলে যাই। আরব দেশ সমূহে এখন দাড়ী বিহিন ইমাম বেশ পাওয়া যায়, তবে সুদানে ইমামের তো দাড়ী আছেই তাছাড়া দাড়ী বিহীন মোক্তাদির সংখ্যাও খুব নগন্য। নামাজান্তে ভাই সাব্বালের বাড়ী ফিরে এসে খানিক বিশ্রামের পরে চারটার দিকে উঠে দুপুরের খানা খাই। মিশর ও সুদানের লোকেরা সকালের নাস্তা পেট পুরে খেয়ে কাজে বেড়িয়ে পরে। অতঃপর কাজ সেরে বেলা ৩টা হতে ৪টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন করে। রাত্রে তারা খুবই সামান্য খায়। প্রায়ই এক কাপ দুধ পান করে শুয়ে পরে। সুদানের লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত বা

১। আমার সফরের সময় সাদেক মাহদীর সরকার ক্ষমতায় ছিল। এখন সুদানে ইব্রাহিম বশিরের নেতৃত্বে সামরিক শাসন চলছে।

www.pathagar.com

গমের রুটি নয়। দানা জাতীয় কি একটা পিসে নরম এক ধরনের রুটির মত প্রস্তুত করে উহাই তাদের প্রধান খাদ্য। ভাত বা গমের রুটি না পেয়ে আমার বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, তবে ঠেকে যেমন ঝাল মসল্লা হীন গোস্ত বা তরিতরকারী খেতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম তেমনি ঠেকেই এদের খানা খেতে হচ্ছিল। মাগরিব বাদ আমার আগমন উপলক্ষে ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় অফিসে তাদের কেন্দ্রীয় শুরার একটি মিটিং ডেকে রাখা হয়েছিল। নামাজান্তে মিটিংয়ের কাজ শুরু হলে ইখওয়ানের নেতা জনাব ডাঃ আলহেবর ইউসুফ নুরুদ্দায়েম আমার উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা মূলক বক্তব্য রাখেন। অতঃপর বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখার জন্য আমাকে আহবান করেন। ফলে আমি আরবী ভাষায় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রায় আধ ঘন্টার এক বক্তব্য রাখি। সভাশেষে আমি নীল নদের উপকূলে সূদান হোটেল নামক একটি ১ম শ্রেণীর হোটেলে ছামান-পত্র নিয়ে জায়গা নেই। বন্ধুরা এখানেই আম্যর জন্য রুম নেয়ার সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন। আমারও কাজের ও দেখা সাক্ষাতের সুবিধার জন্য হোটেলই ভাল ছিল। যদিও হোটেলটি ১ম শ্রেণীর এবং ভাড়াও অন্যান্য আররদেশের ১ম শ্রেণীর হোটেলের চেয়ে কম নয়। কিন্তু মানের দিক দিয়ে তেমন সুবিধাজনক নয়। খানা-পিনা বিশেষ করে ইচ্ছামত পাওয়া যেত না, ফলে আমাকে এ হোটেলেওসূদানী খানাই খেতে হয়েছে। রাত্রে হোটেলে ঘুম ভালই হয়েছিল। ভোরে উঠে নামাজ আদায় করে নীল নদের তীরে পায়চারী করতে বেড়িয়ে পরি। ঘন্টা খানেক নীল নদের হাওয়া উপভোগ করে হোটেলে ফিরে গোসল ও নাস্তা সারতেই ভাই সাব্বাল গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হন। প্রথমে আমরা ডাঃ হাছান তোরাবী পরিচালিত জাবহাতুল-ইসলামীয়ার কেন্দ্রীয় অফিসে গিয়ে হাজির হই। শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট এক দ্বিতল বাড়ীতে জাবহাতুল ইসলামীয়ার কেন্দ্রীয় অফিসে পৌছে খবর দিলে পরে পার্টির বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী এসে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার অফিসে নিয়ে যান। ডাঃ হাছান তোরাবী তখন অফিসে ছিলেন না। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিধায় সরকারী দায়িত্ব পালনের পরে খুব কম সময়ই অফিসে দিতে পারেন। আমি ডাঃ হাছান তোরাবীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলে পরে তিনি সময় নিয়ে আমাকে হোটেলে অবহিত করবেন বলে ওয়াদা করেন। পার্টির বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হয়ে আমরা এখান থেকে বেড়িয়ে সাবেক সি,এন,সি ও রাষ্ট্র প্রধান জনাব সুয়েররুজাহাব পরিচালিত "মুনাজ্জামাতুল ইসলামীয়ার" হেড কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হই। হেড কোয়াটারের মূল বিল্ডিংটি পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি আধুনিক ও মনোরম বিল্ডিং। এর ভিতরের সাজ-সজ্জা ও ফার্নিসারও খুবই আকর্ষণীয়। মূল বিল্ডিংটি ছাড়াও এখানে একটি সুন্দর জামে মসজিদ, দায়ীদের ট্রেনিংয়ের জন্য চারতলা বিশিষ্ট একটি সুরম্য অট্টালিকা এবং তথ্য বিভাগের জন্য একটি বিল্ডিং রয়েছে। তথ্য বিভাগে VIDEO করার ও ফটো তোলার জন্য অত্যাধুনিক ক্যামেরা ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম রয়েছে। জামায়াত প্রধান সুয়েররুজাহাব বিদেশে থাকায় তার সাথে দেখা হলোনা। তবে অন্যান্য দায়িত্বশীলরা

www.pathagar.com

তাদের কাজের ধারা ও প্রোগ্রামের বর্ণনা আমাকে দিলেন এবং লিখিত পরিচিতি ইত্যাদি আমাকে সরবরাহ করলেন। আপ্যায়নের পরে আমরা এখান থেকে" ইসলামী সেন্টার আফ্রিকা" দেখার জন্য চলে আসি। এই সেন্টারটি আরব আফ্রিকান দেশের মুসলিম ছেলেদেরকে আরবী ভাষা শিখান এবং আফ্রিকার যে সব দেশের ভাষা আরবী নয় সেই সব দেশের জন্য মুবাল্লিগ তৈরী করার উদ্দেশ্য নিয়ে মূলতঃ সেন্টারটি কায়েম করা হয় আজ থেকে ১৫ বছর আগে। সেই সময়ের সূদান সরকারের আহবানে ৭টি আরব দেশের অংশিদারিত্বে এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৭টি আরব দেশ হল, (১) সূদান, (২) সৌদী আরব (৩) কুয়েত, (৪) কাতার, (৫) ইউনাইটেড আরব আমিরাত (৬) মিসর (৭) মরক্কো ।

উপরোক্ত ৭টি দেশ মিলে যেমন এর আর্থিক ব্যয়ভার বহন করা হয়, তেমনি ব্যবস্থাপনা কমিটিও এই ৭টি দেশের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে গঠিত। মোট ২৮ একর জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এই সেন্টারটিতে অনেক গুলি বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে। এর লাইব্রেরীতে এ পর্যন্ত বিশ হাজার কিতাব সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে একটি অতি উন্নত ধরনের ভোকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্রও আছে। নানা ধরনের কারিগরি বিদ্যা এখানে হাতে কলমে শিখান হয়। সেন্টারের সহকারী রেজিষ্টার আমাকে বললেন, মূলত সেন্টারটি আফ্রিকান ছাত্রদের জন্য করা হলেও নন আফ্রিকান ছেলেও আছে। তিনি বললেন রেড চায়নার চারটি এবং বাংলাদেশের একটি ছেলেও এখানে পড়ে। আমি তাকে বাংলাদেশের ছেলেটাকে ডাকতে বলায় তাকে ডাকতে পাঠালেন, ফলে ছেলেটি হাজির হল। আমি বেশ কিছু দিন যাবত বাংলা ভাষায় কথা বলার কোন লোক পাইনি, ফলে এই ছেলেটার সাথে বাংলাভাষায় কিছু কথা বলেছিলাম। ছেলেটির বাড়ি ভোলা। এক সূদানী তাবলিগ জামায়াতের সাথে বাংলাদেশে গিয়ে তার বোনকে বিয়ে করে আনে, সেই সুযোগে ছেলেটি এখানে এসেছে। দীর্ঘ ১ ঘন্টা ধরে সেন্টারটির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট দেখে বেলা প্রায় তিনটার দিকে হোটেলে ফিরি। মাগরিব বাদ ইখওয়ানুল মুসলেমিন সূদানের "আল কাবাস" পত্রিকার প্রতিনিধি পত্রিকার জন্য আমার সাক্ষাতকার নিতে আসেন। তাকে সাক্ষাতকার দিয়ে তার কাছ থেকেও আমি সুদানের বিভিন্ন বিষয় জেনে নেই। অতঃপর রাত্রের খানা ও নামাজ সেরে ঘুমিয়ে পড়ি। শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে আবার আমার সফর অভিজ্ঞতা লিখতে বসি। কেননা দেশে ফিরে কাজের চাপে আর সময় যে পাবনা এ অভিজ্ঞতা আমার আগেই ছিল। তাই সফরের ফাকে ফাকেই সফর অভিজ্ঞতা লেখার কাজ সারতে ছিলাম।

পাটি সমূহের আলোচনায় একটি কথা লিখতে ভুলেগিয়েছি। উহা এই যে, "মুনাজ্জামাতুদ্দাওয়াতু ইসলামীয়া" একটি অরাজনৈতিক ইসলামী সমাজ কল্যাণ মূলক সংস্থা, সংস্থাটি খুবই সুসংগঠিত এবং এর কাজ ও প্রজেক্ট সমুহ দেশের সর্বত্র বিস্তারিত থাকলেও এর কোন রাজনৈতিক তৎপরতা নেই। অনুসন্ধানের পরে

www.pathagar.com

ইখওয়ানের নেতা ভাই মুহাম্মদ সাব্বাল জানালেন যে, এ প্রতিষ্ঠানের লোকেরা জাবহাতুল ইসলামীয়ার সর্মথক। ডাঃ হাছান তোরাবী এবং সুয়েররুজাহাবের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা আছে। মূলত সাবেক ইখওয়ান নেতৃবৃন্দেরা উভয় দলের পরিচালনা ও নেতৃত্ব দান করছেন।

২৩ তারিখ সকালে আবার আমি নীল নদের তীরে কিছুক্ষণ পায়চারী করে হোটেলে ফিরে গোসল ও নাস্তার কাজ সারতেই ভাই সাব্বাল এবং আরও দু'জন যুবক গাড়ী নিয়ে হোটেলে আমাকে নিতে আসেন। হোটেল থেকে আমরা শহরে ইখওয়ানের জনৈক নেতা ভাই আবদুর রহমানের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হই। এখানে লিমনের শরবত পান করে আমরা গাড়ীতে করে নীল নদ পার হয়ে ইখওয়ান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রাইমারী স্কুল দেখতে যাই। এখানেই নীল নদের দক্ষিণ তীরে শিল্প নগরী। খারতুম শহরের রাস্তা ঘাট থেকেও তার দৈন্যদশা প্রকাশিত হয়। কয়েকটি রাস্তা বাদ দিয়ে শহরের সব রাস্তা ঘাট খুব খারাপ। প্রায় সব রাস্তায়ই গাড়ী খুব সাবধানে চালাতে হয়। এই এলাকা দেখে দুপুরের মধ্যেই হোটেলে ফিরে আসি। খানা ও বিশ্রামের পরে ভাই আবদুর রহমান গাড়ী নিয়ে আমাকে নিতে আসেন। এদিন মাগরেব বাদ ভাই সাব্বালের বাড়ীতে নেতৃবৃন্দের সাথে আমার সম্মিলিত সাক্ষাতকার ছিল। কেননা পরের দিনই আমি সুদান থেকে সৌদী আরব রওয়ানা হব। ভাই সাব্বালের মহল্লায় হাজির হয়ে স্থানীয় মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। এখানে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে নেতৃবৃন্দের সাথে আমার বিভিন্ন বিষয় আলাপ হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রোগ্রাম, কর্ম পন্থা ও পদ্ধতি ইত্যাদির ব্যাপারে পুংখানুপুংখ আলোচনা হয়। কিভাবে আমরা চাষী, মহিলা ও কৃষকদের ভিতরে কাজ করি প্রশ্ন করে তাও জেনে নেন। ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন কিভাবে চলছে তাও তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলতে হয়। অবশ্য মিশর বা সুদানে ছাত্রদের কোন আলাদা সংগঠন নাই। ছাত্রেরাও ইখওয়ানের কর্মী ও সদস্য হিসাবে ইখওয়ানের সাথে মিলে একত্রে কাজ করে। বৈঠক শেষে হোটেলে ফিরে আসি এবং ঘুমিয়ে পড়ি। শেষ রাত্রে উঠে অজু করে আমার সফর অভিজ্ঞতা লিখতে লিখতে ফজরের আজান ধ্বনি কানে আসে। ফলে নামাজ আদায় করে নেই। সকালে গোসল ও নাস্তা সেরে ভাই সাব্বালের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। অতঃপর তিনি আসলে পরে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে অন্যতম রাষ্ট্র প্রধান সাইয়েদ মারগানী আল নাসরীর সাথে সাক্ষাতের জন্য তার "কসরে জমহুরীয়া" নামক অফিসিয়াল প্রাসাদে গিয়ে হাজির হই। সুদানে কোন একক প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্র প্রধান নেই। ৫ জন রাষ্ট্র প্রধানদের এক প্রেসিডিয়াম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই বডির তারা নাম রেখেছে 'প্রেসিডেন্টমন্ডলী'। সাধারণত যে সব পার্টিসমূহ ক্ষমতায় থাকে তাদের মধ্য হতে এবং কোন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী কোন উপাজাতি নেতাকে এ বডিতে নিয়োগ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

রাজকীয় অনুষ্ঠানাদি সমাধা করতে প্রায় আধা ঘন্টা সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে মারগানীর সাথে সাক্ষাত পাই। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে আমাকে অভিনন্দন জানান এবং কফি পান করান। বন্যাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় আমার কাছে প্রশ্ন করে জেনে নেন। যেহেতু তিনি আগেই পরিচয় পেয়েছিলেন যে আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল, তাই তিনি মওলানা মওদুদী সাহেবের বিভিন্ন বই এবং তাফসীর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মওঃ মওদুদীর (রঃ) কিছু লিখনি তিনি পড়েছেন বলেও বললেন। তিনি আমার কাছ থেকে আরও জানতে চাইলেন যে, মওলানা মরহুমের ইনতেকালের পরে উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামী শক্তিশালী হয়েছে না দুর্বল। সাক্ষাতকারের নিয়মানুসারে রাজকীয় প্রোটোকল অফিসার যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমনি রাষ্ট্র প্রধানের সাথে আলোচনার সময় রাজকীয় তথ্য বিভাগ আলোচনারত অবস্থায় মুভি ক্যামেরায় ফটো তুলে নেয়। জনাব মারগানীর সাথে সাক্ষাতের শেষে তার প্রাঃ সেক্রেটারীর অফিসে জনৈক তথ্য বিভাগের অফিসার (মহিলা) তথ্য মিডিয়ার জন্য আমাদের আলোচনার সার সংক্ষেপ আমার কাছ থেকে জেনে নোট করে নেন। অতঃপর ওখান থেকে বের হয়ে হোটেলে এসে সামান পত্র নিয়ে সৌদী আরবের উদ্দেশ্যে খার্তুম বিমান বন্দরে এসে হাজির হই। ইখওয়ানের অন্যতম নেতা ভাই মুহাম্মদ সাব্বাল ও আবদুর রহমান আমাকে বিমান বন্দরে বিদায় সম্বর্ধণা জানান।

সুদানের আরও কিছু বিবরণ পাঠকদের অবহিতির জন্য দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি । উহা এই যে, বর্তমানে সুদানকে লাগাতার তিন বছরের খরা এবং এবারের ভয়াবহ বন্যা সমস্যার মোকাবিলার সাথে সাথে আরও দু'টি প্রধান সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এর একটি হল দক্ষিণ সুদান সমস্যা এবং অন্যটি হল ইরিত্রিয়া (হাবাসা) হতে আগত পূর্ব সুদানে আশ্রয় গ্রহণকারী ৩০ লক্ষ মুহাজিরদের সমস্যা। মোট ১৮টি প্রদেশের সমন্বয়ে সুদান দেশ। এর ১৫টি হল উত্তর সুদানে আর ৩টি হল দক্ষিণ সুদানে। মোট দু'কোটি চল্লিশ লক্ষের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ লোক দক্ষিণ সুদানে বাস করত। কিন্তু বর্তমানে অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির কারণে প্রায় অর্ধেক লোক দক্ষিণ সুদান ছেড়ে উত্তর সুদানে চলে এসেছে। দক্ষিণ সুদানের অধিবাসীদের মধ্যে শতকার ২০%মুসলিম, ১৫% ভাগ দেশীয় খৃষ্টান এবং বাদবাকী অছনী অর্থাৎ দেব দেবীর পূজারী। তুর্কী খলিফাদের শাসনে দক্ষিণ উত্তর কোন সমস্যা ছিলনা। ইংরেজরা সুদান দখল করার পরে আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় অনুন্নত উপজাতির উন্নতির নামে দক্ষিণ সুদানের উপজাতিদেরকে বিশেষ সুবিধা দান করে এবং মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে স্থানীয় উাপজাতিদেরকে ধর্মান্তরিত করতে থাকে। তারা এখানে উপজাতিদের জন্য মিশনারী স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। একই দেশ হওয়ার কারণে মুসলিম আমলে উত্তর সুদানের অধিবাসীদের এখানে যাতায়াত, ব্যবসা–বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের অবাধ অধিকার ছিল। ফলে

www.pathagar.com

মুসলিম মুবাল্লিগরা এখানে অছনীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বেশ কিছু লোককে মুসলমান বানিয়ে ফেলে। ইংরেজ শাসনামলে একদিকে যেমন দক্ষিণ সুদানের উপজাতিদেরকে স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়, অন্যদিকে একই দেশের অধিবাসী উত্তর সুদানের লোকদের দক্ষিণ সুদানে জমি খরিদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী, এমনকি যাতায়াতের উপরেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়, অথচ খৃষ্টান মিশনারীদেরকে এখানে অবাধে ধর্ম প্রচার ও অন্যান্য সমাজ-সেবামূলক কাজের সুযোগ দেয়া হয়। এরই ফলে এখন স্থানীয় অধিবাসীদের ১৫% খৃষ্টান। পরবর্তীতে ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে গেলেও সুদানের সরকার ও জনসাধারণের জন্য দক্ষিণ সুদানে একটা অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করে রেখে গিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য দেশসমূহের অব্যাহত সমর্থনে এই অস্থিরতা লোপ না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঠিক আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা। ভারতীয় সম্প্রসারন বাদীদের উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে এ সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হয়ে যেত।

ইরিত্রিয়ার ৩০ লক্ষ মুহাজিরদের সমস্যাও সুদানের জন্য একটা বিরাট মাথা ব্যথার কারণ। ইরিত্রিয়ার পূর্ব নাম হাবসা। মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবুয়তের সময় মুসলমানদের ১ম হিজরতকারী দল হাবসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী ও কমিউনিষ্ট উভয় শক্তি মিলিতভাবেই ইরিত্রিয়া ও তার স্বাধীনতা প্রিয় মুসলিম জনসাধারণকে ইথোপীয়ার স্বৈরশাসনের অকটোপাশে চিরস্থায়ীভাবে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টায় রত । আমেরিকান পন্থী খৃষ্টান শাসক হাইলেসেলাসী ও বর্তমানে ইথোপীয়ার কমিউনিষ্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নাই। সুদানের পার্শ্ববর্তী দেশ ইরিত্রিয়া। তাই অব্যাহত যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কারণে ৩০ লক্ষ ইরিত্রিয়া মুহাজের সুদানে আশ্রয় নিয়েছে। সুদান মানবিক কারণে এসব উদ্বাস্তুদের তাদের দেশে আশ্রয় দিয়েছে। যেমন আশ্রয় দিয়েছে ৩৫ লক্ষ আফগান মোহাজেরদেরকে পাকিস্তান সরকার। দক্ষিণ সুদানের সমস্যাও ইরিত্রিয়া সমস্যা উভয় সমস্যার মূলে একই কারণ ক্রিয়াশীল। ইরিত্রিয়া ও দক্ষিণ সুদানের ব্যাপারে আলাদাভাবে লেখার ইরাদা রেখে আমার মিশর ও সূদান সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানেই শেষ করলাম ।

www.pathagar.com

আমার সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া সফর

(সফর কাল ২০ শে সেপ্টেম্বর হতে ২৯ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত-১৯৮৯)

মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলি দেশে একাধিকবার সফর করলেও পূর্ব এশিয়ার কোন দেশে ইতিপূর্বে আমি সফর করিনি। যদিও অনেকদিন ধরে পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহ সফরের বাসনা মনে মনে পোষণ করতাম। অবশেষে আল্লার অনুগ্রহে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফরের নিয়তে ১৯৮৯ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমানে সিঙ্গাপুর রওয়ানা হই। আমার এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার মুসলমানদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখা, বিশেষ করে এ দুটি দেশে যে সব ইসলামী সংস্থা বা দল ইসলামের জন্য কাজ করছে তাদের কাজের ধরন-ধারণ, ফলাফল এবং ঐসব দেশের মুসলিম জনসাধারণের উপরে ইসলামী সংস্থা ও দল সমূহের প্রভাব ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া। আমার এবারের সফর সংগী ছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু ইসলাম প্রচার সমিতি বাংলাদেশের সভাপতি জনাব বদরে আলম ও জনাব ইউনুস। আমাদের ডি.সি. বিমানটি ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে পূর্ণ দু'ঘন্টা আকাশে বিচরণ করার পরে বাংলাদেশ সময় ১২-৩০ মিঃ থাই বিমান বন্দরে অবতরণ করে। এখানে যাত্রীদের উঠাতে নামাতে ও ফুয়েল গ্রহণ করতে প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে। অতঃপর বাংলাদেশ সময় অপরাহ্ন দেড়টায় থাই বিমান বন্দর হতে রওয়ানা হয়ে ১ ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট আকাশে উড়ে বাংলাদেশ সময় তিনটা বিশ মিনিটে সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে। সিঙ্গাপুর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপদেশ হলেও এটা যে একটি ধনশালী দেশ তা তার এয়ার পোর্ট ও এয়ার পোর্টের অফিস দেখেই অনুভব করা যায়। আমি বহু ধনীদেশের বড় বড় এয়ার পোর্ট দেখেছি। কিন্তু সিঙ্গাপুরের মত এমন টিপ-টপ সুন্দর ও আকর্ষণীয় এয়ার পোর্ট খুব কমই দেখেছি। এমনকি লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরের চেয়েও সিঙ্গাপুর বিমান বন্দর আমার কাছে ভাল লেগেছে। এখানের বিমান বন্দর কর্মচারীদের ত্বরিৎ কর্মতৎপরতাও আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছে। মাত্র পাঁচশত সত্তর বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র সিঙ্গাপুর দেশটির এয়ার পোর্ট দুনিয়ার এক ব্যস্ততম এয়ার পোর্ট। দুনিয়ার বড় বড় উনপঞ্চাশটি এয়ার লাইনের প্লেন সমূহ সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে উঠানামা করে। পিকটাইমে ঘন্টায় এখানে সত্তরটি এয়ারক্রাফট উঠানামা করে। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গাই বিমান বন্দর অতিক্রম করে যাতায়াত করে বছরে প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ যাত্রী। এখানের সমুদ্র বন্দরটি পৃথিবীর ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দরের অন্যতম। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম তৈল শোধনাগারটিও সিঙ্গাপুরে অবস্থিত। এ সমুদ্র বন্দরটির শিপিয়ার্ড ও ডাকইয়ার্ডকও খুবই উন্নত ধরনের। এখানকার ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও টেলিকমনিকেসন সার্ভিসও খুবই উন্নত। এ ছোট দেশটির মোট লোক সংখ্যা হল ২৬ লক্ষ। জনসংখ্যার ৭৫% ভাগ চায়নিজ অরিজিন, ১৬% মালয়ী,

www.pathagar.com

৬% ইন্ডিয়ান ও ৩% ইউরোপিয়ান। মুসলমানদের সংখ্যা এখানে ১৬%, এর মধ্যে বেশীর ভাগ মালয়ী। বাকীরা ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের। চীনাদের মধ্যে বেশীর ভাগ বৌদ্ধ, অল্প কিছু খৃষ্টান, বাকীরা বিশেষ কোন ধর্মের অনুসরন করে না। আরব ব্যবসায়ীরাই এসব এলাকায় এসে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিল। সিঙ্গাপুরে কোন গ্রাম নেই। কোন এগ্রিকালচারও নেই। শহর ভিত্তিক দেশ। সব লোক শহরেই বাস করে।

যাদের তেমন ভাল বাড়ীঘর ছিল না সরকার বড় বড় মাল্টি ষ্টোরেজ বিল্ডিংয়ে সে সব পরিবারের জন্য ফ্লাট বাড়ীর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জনসংখ্যার শতকরা নিরানব্বই ভাগই শিক্ষিত। এখানকার সরকারী ভাষা ইংরেজী। তবে স্থানীয় ভাষার মধ্যে মালয়ী ও চায়নিজ ভাষা বেশী ব্যবহার হয়। এখানের কোন লোক বেকার নেই। পুরুষ মহিলা সকলেই কাজ করে। ব্যাংক ও অফিস আদালত থেকে আরম্ভ করে দোকান পাট ও হোটেল রেস্তোরায় পযর্ন্ত সর্বত্রই পুরুষদের সাথে সাথে মহিলারাও কাজ করে থাকে। চায়নিজ মহিলাদেরকেই অধিক সংখ্যায় কর্মরত দেখা যায়। এখানের মাথা পিছু আয় বছরে ৭২৬০ মার্কিন ডলার।

১৮১৯ সনে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্যার ষ্ট্যাম ফোর্ড র‍্যাফলেস এখানে আসেন এবং বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি বিসনেজ সেন্টার হিসাবে এটাকে গড়ে তুলেন। বিগত ২য় মহাযুদ্ধের পর সিঙ্গাপুর আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ কলোনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর ১৯৫৯ সালে সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমান সিঙ্গাপুর একটি গণতান্ত্রিক পুজিবাদী দেশ। বৃটিশ পার্লামেন্টারী সিসটেমে এটা পরিচালিত হচ্ছে। এখানে কয়েকটি রাজনৈতিক দল থাকলেও একটি রাজনৈতিক দলই শক্তিশালী। পার্লামেন্টে ৭৪ জন মেম্বরের মধ্যে ৭৩ জনই ঐ পার্টির। পাটির নাম হল পি, এ, পি, অথাৎ পিপলস এ্যকসন পাটি। মুসলমানদের পার্লামেন্ট সদস্য সংখ্যা ৯ জন। এরা সকলেই সরকারী দলে আছে। প্রধান বিরোধী দলটির নাম হল ওয়ার্কাস পাটি। নেতা জি বি জয়ারত্ন পিএপির নেতা হল লি কোয়া ইউ, চায়নিজ অরিজিনাল। ধর্মে খৃষ্টান, বয়স ৭০ বছর। ইনিই বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানের কেবিনেটে মন্ত্রীর সংখ্যা ১১ জন। তন্মধ্যে একজন মুসলমান। তার নাম আহমদ মাতার। ইনি মুসলিম বিষয়সমূহের দায়িত্বশীল মন্ত্রী। মুসলিম ও ইসলামী বিষয়সমূহের দেখাশুনার জন্য সরকার অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান আছে। যার নাম ইসলামী রিলিজিয়াস কাউন্সিল অফ সিংগাপুর। সরকার এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখে এবং এর সুপারিশেকে অগ্রাধিকার দেয়। সরকার প্রতি মুসলমান চাকুরিজীবীর বেতন হতে প্রতিমাসে দেড় ডলার করে কেটে রাখে। যার এক ডলার ব্যয় করা হয় মসজিদের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে আর আধা ডলার অন্যান্য ইসলামী কাজে। সিঙ্গাপুরে বেশ কয়েকটি মসজিদ আছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় মসজিদ 'সুলতান মসজিদ'। এটা নর্থ ব্রিজ রোডে আরব ষ্টেট এলাকায় অবস্থিত। ১৯২৮ সনে এ মসজিদখানা নির্মান করা

www.pathagar.com

হয়। এছাড়াও চ্যাংগিরোডের দারুল আমান জামে মসজিদ। সারাঙ্গুন রোডের আঙ্গুলিয়া জামে মসজিদও বেশ বড় ও প্রসিদ্ধ। আঙ্গুলিয়া জামে মসজিদটি তবলীগ জামায়াতের লোকেরা তাদের হেড কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। সিংগাপুর এবং মালয়েশিয়া উভয় দেশের স্থানীয় মুসলমানরা শা'ফী মাযাহাবের অনুসারী।

আমরা বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে জিনিসপত্র নিয়ে বের হতেই দেখি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকন সিঙ্গাপুরে কর্মরত ভাই ইখলাস উদ্দিন এবং সিংগাপুর ইসলামী সেন্টারের সেক্রেটারী ভাই ইউনুস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। সিঙ্গাপুর ইসলামী সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ভাই আবু বকর মহিউদ্দিন ও ইউনুস সাহেবের সাথে ইতিপুর্বে আমার কুয়েতে সাক্ষাত হয়েছিল। আমি সিংগাপুর রওয়ানা হওয়ার কয়েকদিন আগে টেলেক্স ও পত্র মারফত ইসলামী সেন্টারের চেয়াম্যান ও ভাই ইখলাস উদ্দিনকে আমার সিংগাপুর পৌছার খবর দিয়েছিলাম। এই খবর পেয়েই ইনারা গাড়ী নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য এয়ার পোট উপস্থিত ছিলেন। আমরা ইসলামী সেন্টারের গাড়ীতে করে সেন্টারে মেহমান খানায় গিয়ে উপস্থিত হই। এখানেই ইসলামী সেন্টারের কর্তৃপক্ষ আমার ও আমার সাথীদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। শহরে ব্যস্ততম এলাকায় একটি বিল্ডিং-এর দোতালায় চার কামরা বিশিষ্ট মেহমানখানাটি অবস্থিত। তিনটি বেড রুম একটি ওয়েটিং রুম ছাড়াও এর সাথে একটি ডায়নিং ও কিচেন রুম রয়েছে। নীচে তালায় ইসলামী সেন্টারের একজন সদস্যের একটি প্রাইভেট ক্লিনিক।

২১ শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটায় ইসলামীক মিশনারী সোসাইটীর সেক্রেটারী ভাই ইউনুস গাড়ী নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হন। কেননা সোসাইটির চেয়াম্যন ভাই আবু বকরের সাথে সোসাইটির হেড অফিসে আমাদের সাথে ১১টায় সাক্ষাতকারের সময় নির্ধারিত ছিল। ফলে আমরা ইউনুস সাহেবের সাথে নিধারিত সময় ইসলামী সেন্টারে গিয়ে হাজির হই। সেন্টারের তিন তালায় ভাই আবু বকর তার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হলে পরে তিনি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং কফি পানে আপ্যায়িত করলেন। আমরা ভাই আবু বকরের কাছ থেকে সিংগাপুরের বিভিন্ন ব্যাপারে ওয়াকেফহাল হলাম। অতঃপর আমরা ঘুরে ঘুরে সেন্টারটি দেখলাম। সেন্টারের মূল বিল্ডিংকে জামেয়া বিলিাডং বলা হয়। এর নীচের তালায় কনফারেন্স হল। দোতালায় দাতব্য চিকিৎসালয়, মহিলাদের সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র, পুরুষ-মহিলাদের টাইপ শিক্ষা কেন্দ্র, নওমুসলিমদের প্রশিক্ষন সেন্টার, কমপিউটারের সাহায্যে বাচ্চাদের শিক্ষাদান কেন্দ্র, এবং দরিদ্র পরিবারের ফিডিং সেন্টার ইত্যাদি অবস্থিত। তৃতীয় তলায় মুসলিম মিশনারী সিংগাপুরের বিভিন্ন বিভাগের অফিস এবং ৪র্থ তলাটি মসজিদের জন্য নির্ধারিত। এখানে জুময়া এবং ঈদের নামায পড়ানো হয়।

www.pathagar.com

সিঙ্গাপুরের অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি আমাদেরকে জানালেন যে, সিঙ্গাপুরে বেশ কয়েকটি ইসলামী সংস্থা আছে। তবে পাঁচ/ছয়টি সংস্থা প্রসিদ্ধ যার বেশ কর্মতৎপরতা আছে। সেগুলি (১) ইসলামী রিলিজিয়াস কাউন্সিল অব সিঙ্গাপুর, প্রেসিডেন্ট হাজী রেজওয়ান জাফর। ১৯৬৪ সনে এই কাউন্সিল গঠিত হয়। এর কাজ হল যাকাত-ফেৎরা কালেকশন ও বিতরণ, সিঙ্গাপুরের ৮৪টি মসজিদের ব্যবস্থাপনা, হজ্জ্ব সম্পর্কীয় বিষয়, মুসলিম বিবাহ সাদী, ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের দেখা-শুনা ও উহার আর্থিক সাহায্য ইত্যাদির জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ এবং বিভিন্ন বিষয় ফতোয়া দান ইত্যাদি। আমরা ভাই আবু বকরের সাহায্যে জামেয়ার গাড়ীতে ইসলামী কাউন্সিলে সেন্টার দেখার জন্য হাজির হই। সেন্টারটি সাত তলা বিশিষ্ট তার নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। কাউন্সিলের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য আলাদা আলাদা কমিটি যেমন আছে তেমনি প্রতিটি বিভাগের জন্য মূল বিল্ডিংয়ে আলাদা আলাদা অফিসও আছে। কাউন্সিলের হেড কোয়ার্টারে একটি সুন্দর মসজিদও আছে। সেদিন কাউন্সিলের সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং থাকায় দায়িত্বশীলদের সকলের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল। এরপর আমরা "দারুল আহসান" দেখতে যাই। এটা মূলতঃ একটা ইয়াতিম খানা। এখানে ইয়াতিম খানার মূল ভবনের সাথে একখানা মসজিদও আছে। সিঙ্গাপুরের একজন ধনী ব্যক্তি বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে এই ইয়াতিম খানা প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে এ ইয়াতিম খানায় ৬০ জন বালক ও ৪০ জন বালিকা বসবাস করে। এদের সুন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইয়াতিম খানার ব্যবস্থাপনা কমিটি ইয়াতিম খানার বাহিরে আরও দুই হাজার ইয়াতিমকে আংশিক অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে।

দারুল ইহসান থেকে বের হয়ে আমরা সোজা "দারুল আরকাম" দেখতে যাই। এ প্রতিষ্ঠানটি অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত দানের জন্য মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রেসিডেন্টের নাম রেদওয়ান আবদুল্লাহ এবং সেক্রেটারী জনাব হামজা। আমরা দারুল ইহসান পরিদর্শন করে দারুল আরকামে গিয়ে হাজির হই। প্রেসিডেন্ট উপস্থিত না থাকায় সেক্রেটারী ভাই হামজা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। দারুল আরকাম ১৯৮০ সনে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এ পর্যন্ত দুই হাজার অমুসলিমকে মুসলমান করেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির তৎপরতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই হামজা বললেন এখন এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে প্রতি ১৮ ঘন্টায় একজন অমুসলিম ইসলাম কবুল করে। আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম যে, ইসলাম কবুল করার পরে ঐ নওমুসলিমের আর্থিক প্রয়োজন আপনারা কিভাবে পূরণ করেন? ভাই হামজা বললেন, সিঙ্গাপুরে কোন লোক বেকার নাই। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করার পরেও সে তার পূর্বের কাজেই থাকে। আমরা অবসর সময় তাকে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়ের তালিম দেই। এখানের লাইব্রেরীতে ইফসোর প্রকাশিত মওলানা মওদুদীর বেশ কিছু ইংরেজী ভাষায় অনুদিত বই আছে। এখান থেকে বের হয়ে আমরা "মুহাম্মাদীয়া"

www.pathagar.com

নামক আর একটি সংস্থার হেড কোয়ার্টারে হাজির হই, এটা মূলতঃ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুসলিম বালক-বালিকার জন্য এটা করা হয়েছে। আমরা যখন এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন প্রতিষ্ঠান ছুটি হয়ে গিয়েছে। আমরা উপস্থিত কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে চলে আসলাম। আমরা এ দিন চারটি ইসলামী প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দেখি। তাই আবু বকর আমাদেরকে আরও চারটি প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে ছিলেন উহা হলঃ

(১) "পার্টাপির" প্রধান আবদুল লতিফ আবদুল কাদের

(২) "প্যারাগাস" প্রধান মুহাম্মদ আলী এটা ইসলামী শিক্ষকদের সমিতি।

(৩) "ফেরদাউস" এর প্রধানের নাম হল আম্বর আলী।

(৪) " পি,পি, আই, এস, এটা মুসলিম মহিলাদের একটা সংস্থা এর প্রধান হল মিসেস ফাতিমা।

উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে আমার যা ধারণা হয়েছে তা নিম্নরূপ-

(১) সিঙ্গাপুরের মুসলমানরা সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে বেশ সংঘবদ্ধ।

(২) সরকার প্রকৃত অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষ (ভারতের মত ধর্ম নিরপেক্ষ নয়) হওয়ায় মুসলিমসহ কারও ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেনা, বরং মুসলমানেরা সরকারী দলে থাকার কারণে এবং মুসলিম এম,পি-গণও সরকারকে সমর্থন করার কারণে মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়াদিতে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে।

(৩) ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বত্রই পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরকেও কর্মরত দেখলাম, তবে তাদের সমগ্র শরীরই ঢিলা আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত। শুধু মাত্র মুখ মন্ডল ও হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা। কিন্তু তারা একই রুমে পুরুষদের পাশাপাশি বসে না, তাদের জন্য আলাদ রুম নির্ধারিত আছে তবে কাজ উপলক্ষে তাদের কাছে পুরুষ মহিলা সকলেই অবাধে যাতায়াত করে।

(৪) ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিটিরই নিজস্ব সুন্দর বিল্ডিং আছে, আর সবাই সরকারী অনুদান পায় যা সরকার মাসিক দেড় ডলার হিসাবে মুসলমানদের কাছ থেকেই আদায় করে নেয়। এ ছাড়াও দেশী-বিদেশী ধনী মুসলমানদের কাছ থেকেও অনুদান গ্রহণ করে থাকে। সিঙ্গাপুর মুসলিম সোসাইটির প্রকান্ড বিল্ডিংয়ের ১ম তলাটি করে দিয়েছেন মরহুম বাদশা ফয়সাল, ৪র্থ তলাটি করে দিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত সিঙ্গাপুরের একজন মুসলিম মহিলা। বাকী ২টি তলাও বিভিন্ন ধনী মুসলমানদের অনুদান দ্বারা করা হয়েছে।

(৫) এইসব সংস্থার প্রত্যেকেরই প্রচার বিভাগ আছে এবং তাদের প্রচারের মান বেশ উন্নত। আর্ট পেপারে খুবই সুন্দর করে তারা তাদের সংস্থার পরিচিতি মূলক বই-পত্র তৈরী করেছে।

www.pathagar.com

"২২ শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার আমরা সুলতান মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করি। ইমাম সাহেব খোতবা মালয়ী ভাষায় দান করেন। সিংগাপুর ও মালয়েশিয়ায় ঋতু একটা। সারা বছর একই আবহাওয়া থাকে। বছরে কোন সময়ই লেপ বা কম্বল ব্যবহার করতে হয় না। শেষ রাত্রে সামান্য একটু চাদর ব্যবহারই যথেষ্ট। গরমও তেমন হয় না। বর্ষা মাঝে মধ্যে হঠাৎ আসে। তবে মালয়শিয়ায় প্রতিদিন বিকালে কিছু না কিছু বৃষ্টি হবেই।"

২৩শে সেপ্টেম্বর আমরা সিঙ্গাপুর শহরের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত হাছনা মসজিদে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করি। এখানে বেশ কিছু বাংলাদেশী লোক বসবাস করে। ভাই এখলাস উদ্দিনও এই এলাকায়ই থাকে। এখানে কয়েক ভাইয়ের উদ্যোগে এশা বাদ বাংলাদেশী ভাইদের একটি সাধারণ মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে আমি বাংলাদেশী ভাইদের উদ্দেশ্যে প্রায় একঘন্টা দ্বীনি বিষয়ের উপরে একটি দাওয়াতী বক্তব্য রাখি। সভা শেষে মসজিদের অফিসে মসজিদের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করে এবং ভাই এখলাস উদ্দিনের বাসায় খানা খেয়ে আমাদের আস্তানায় ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ি। ২৪শে সেপ্টেম্বর সকালে নাস্তার পর, পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী ভাইয়েরা আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। এর মধ্যে সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক, (যিনি বর্তমানে ক্যানাডার নাগরিক) তিন জন ছাত্র শিবিরের প্রাক্তন কর্মী ও একজন সিলেটের অধিবাসী(যিনি বর্তমানে সিঙ্গাপুরের নাগরীক) ছিলেন। এ ছাড়াও দু'জন সিঙ্গাপুরী মুসলমানও আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন।

এই দিনই বিকাল ৫-৪৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনের একটি বিমানে আমি মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি। ইসলামী সেন্টারের গাড়ীতে সেন্টারের সেক্রেটারী ভাই ইউনুস ও ভাই এখলাস উদ্দিন সাহেব আমাকে এয়ার পোর্টে পৌছিয়ে দেন। বিমানে আরোহণের ৪৫ মিনিট পর আমি এসে কুয়ালালামপুর বিমান বন্দরে অবতরণ করি। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে বাহির হতেই দেখি মালয়শীয় ইসলামী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডাঃ সাদেক ও ভাই মাহবুব আমার জন্য বাহিরে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছেন। পূর্বাহ্নে আমি আমার আসার খবর ফোনে ডাঃ সাদেককে দিয়ে ছিলাম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা ডাঃ সাদেক সাহেবের বাসায়ই করা হয়েছিল। জনাব বদরে আলম ও জনাব ইউনুস এদিন আমার সাথে মালয়েশিয়া আসেননি। দু'দিন পরে এসে আমার সাথে মিলিত হন।

মালয়েশিয়ায় আমার কার্যক্রমের বিবরণ দেয়ার আগে মালয়েশিয়া দেশটির সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি পেশ করতে চাই। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এ দেশটির মোট আয়তন হল, ৩,৩০,৪৩৪ বর্গ কিলোমিটার। এর রাজধানী কুয়ালালামপুর। লোক সংখ্যা দেড় কোটির কিছু বেশী। লোকসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান। অর্থাৎ লোক সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান। ২য় চায়নিজ বৌদ্ধ, ৩য় ইন্ডিয়ান হিন্দু ও

www.pathagar.com

খৃষ্টান। ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কিছু মুসলমান আছে। ইংরেজ এদেরকে লেবার হিসাবে দক্ষিণ ভারত হতে বহু পূর্বে এখানে নিয়ে আসে। এখানের সরকারী ভাষা মালয়ী এবং বেশীর ভাগ লোক মালয়ী ভাষায় কথা-বার্তা বলে। চায়নিজ ও তামিল ভাষাও এখানকার চীনা ও ভারতীয়রা তাদের ঘরে ব্যবহার করে। তবে ইংরেজী ভাষাও সারা দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। মালয়েশিয়া মোট ১৩টি স্টেট নিয়ে গঠিত। এসব স্টেটের আলাদা আলাদা শাসক আছে যাদেরকে সুলতান বলা হয়। এরা বৃটিশ আমলে বৃটিশের অনুগত শাসক হিসাবে বৃটিশ স্বার্থের পাহারাদারী করতো। বিনিময় ইংরেজ তাদের স্বার্থ রক্ষা করতো। ইংরেজ চলে গেলেও পুরাতন এ ব্যবস্থা বহাল থাকে। এসব সুলতানরা প্রতি পাঁচ বছর পর নিজেদের মধ্যে হতে সারাদেশের জন্য একজন সুলতান বাছাই করে নেন। যিনি মালয়েশিয়ার নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। মালয়েশিয়ার সরকার প্রধান হল প্রধান মন্ত্রী, বৃটিশ ধরনের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা এখানে চালু। বর্তমান সরকার একটি কোয়ালিশন সরকার। কতিপয় একমনা দলের "আমনু" নামক একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট বর্তমানে ক্ষমতায়।

মালয় বা মালাক্কায় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে চৌদ্দশত খৃষ্টাব্দে। এর পূর্বে মালাক্কায় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল। ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটলে পরে এখানের সামন্ত শাসকরা ও অধিকাংশ জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এদেশটি ১৮১৫ সালে বৃটিশ প্রভাবের অধীন চলে যায়। অতঃপর ২য় মহাযুদ্ধ শেষে ১৯৫৭ সনে দেশটি টেংকু আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে। টেংকু আব্দুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে দেশের প্রধান মন্ত্রী হল মাহাথির মুহাম্মদ। দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৮০। পার ক্যাপিটা ইনকাম বাৎসরিক প্রায় দু'হাজার মার্কিন ডলার। দেশটি ধনবান দেশের কাতারে সামিল হতে চলেছে। প্রচুর টিন, রাবার ও পাল্ম অয়েল এখান থেকে বিদেশে রফতানি হয়। প্যাট্রোলও দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি হয। মালয়েশিয়ার নিজস্ব গাড়ী তৈরীর কারখানা ও নানা ধরনের ইলেক্টনিক গুডস তৈরী কারখানা আছে।

আমি ২৫শে সেপটেম্বর সকাল ৯টায় "পাস" নামক মালয়েশিয়ার অন্যতম ইসলামী পার্টির হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন এবং পাসের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের জন্য পাসের হেড কোয়ার্টারে যাই। পাসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভাই ফাজিল মুহাম্মদ নূর আমাকে নেয়ার জন্যে নিজে গাড়ী নিয়ে ইসলামিক ইউনির্ভসিটিতে আসেন। আমি ইসলামিক ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশী ছাত্র স্নেহবর মাসুমকে নিয়ে ভাই ফাজিল নূরের সাথে পাসের নিজস্ব হেডকোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হই। পাসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভাই ফাজিল নূর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাই আব্দুল হাদী আওঙ্গের সাথে ১৯৮৭ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে সাক্ষাত হয়েছিল। এনারা উভয়ই জামেয়ুল আজহার মিসরের ডিগ্রীপ্রাপ্ত। উভয়ই ভাল আরবী জানেন। আমি কুয়ালালামপুরে পৌছার আগেই বাংলাদেশী ছাত্রদের মাধ্যমে আমার

www.pathagar.com

সফরের খবর পাসের নেতৃবৃন্দকে দিয়েছিলাম। ফলে কুয়ালালামপুরে অবস্থানরত ইসলামী আন্দোলনের বাংলাদেশী ভাইয়েরা পাসের নেতার সাথে আলোচনা করে আমার প্রোগ্রাম তৈরী করে রেখেছিলেন। নির্ধারিত সময় পাসের অফিসে পৌছিলে পরে নেতৃবৃন্দ আমাকে অভ্যর্থনা জানান। দায়িত্বশীলদের মধ্যে ভাই আবদুল হাদী আওঙ্গ বিশেষ সাংগঠনিক কাজে অন্য প্রদেশে চলে গিয়েছিলেন। পাসের কার্যক্রম জানতে চাইলে পরে ভাই ফাজিল নূর আমাকে জানান যে, তাদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা দায়িত্বশীলসহ ২৪ জন। ১ জন আমীর, ৩ জন নায়েবে আমীর, ১ জন সেক্রেটারী জেনারেলসহ দায়িত্বশীলদের সংখ্যা মোট নয়জন। পাসের কয়েকটি প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় বিভাগের মধ্য একটি হল ওলামা বিভাগ, দ্বিতীয়টি হল যুব বিভাগ, ৩য় হল মহিলা বিভাগ, ৪র্থ হল আর্থিক বিভাগ, ৫ম হল দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ, ৬ষ্ঠ হল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগ, পাসের একটি মালয়ী ভাষার সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতের পরে পত্রিকা প্রতিনিধি আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং উহা আমরা কুয়ালালামপুর থাকতেই ২৬শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পরের দিন ২৬ তারিখ নাস্তা শেষ করে ইসলামী ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ভাই সুলায়মানকে নিয়ে ইসলামী সেন্টার দেখতে যাই। এ সেন্টারটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে পুরাতন রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত। এটা হল ISLAMIC Affairs Division এর হেড কোয়ার্টার। এ বিভাগটি সরাসরি প্রধান মন্ত্রীর অধীন। তিনিই এই বিভাগের প্রধান। ১৩ তলা বিশিষ্ট এই বিল্ডিংটির নির্মাণ কৌশল খুবই আকর্ষণীয়। আমরা উপরে উঠে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পর্কীয় দায়িত্বশীল জনাব ইসমাইল বিন ইব্রাহিমের সাথে তার অফিসে সাক্ষাৎ করি। ইনি ভাল আরবী জানেন। ইনি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রমের রিপোর্ট আমাদেরকে দেন। এখান থেকে বের হয়ে আমরা সেন্টারের মসজিদে জোহরের নামায আদায় করে নিকটবর্তী হোটেলে দুপুরের খানা খেয়ে নেই। অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক আবার ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে ফিরে আসি।

এখানে ভাই বদরে আলম ও ইউনুস সাহেব এসে আমাদের সাথে মিলিত হন এবং এখান থেকে পরবর্তী প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে আমরা আবিমের অফিসে গিয়ে হাজির হই। পূর্বাহ্নেই প্রোগ্রাম নির্ধারিত ছিল বলে "আবিম" নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে তাদের হেড কোয়ার্টারে অভ্যর্থনা জানান। আবিম হল মালয়েশিয়ার মুসলিম যুবকদের একটি সংগঠন। মালয়েশিয়ার মুসলিম যুবকদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের প্রভাব সৃষ্টিই এর মূল লক্ষ্য। আবিম কর্তৃপক্ষের মতে আবিম কোন রাজনৈতিক দল নয়। তবে ইসলামের পক্ষে এটা একটি রাজনৈতিক শক্তি। আবিম বর্তমানে সরকারী ফ্রন্ট আমনুর সাথে আছে। আবিমের প্রাক্তন শক্তিশালী নেতা আনোয়ার ইব্রাহীম বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। মালয়েশিয়ায় ইসলামী শিক্ষার প্রসার এবং ইসলামী

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় তার অবদান যথেষ্ট। মালয়েশিয়ার মুসলিম যুবকদের মধ্যে আনোয়ার ইব্রাহিম খুবই প্রিয়। আমাদের সফরের সময় আনোয়ার বিদেশে থাকায় তাঁর সাথে আমাদের দেখা হয়নি। আবিম অফিস পরিদর্শন শেষে আমরা মাগরিব বাদ পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক পি, কে, পি, আই, এম, অর্থাৎ ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ মালয়শীয়ান মুসলিম স্টুডেন্টস" এর হেড কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হই। পি, কে, পি, আই, এম, ইসলামী ছাত্র শিবিরের মত একটা জাতীয় ভিত্তিক ছাত্র সংগঠন। পি, কে, পি, আই, এম, ইউনিভার্সিটি, কলেজ ও হাইস্কুলসহ মালয়েশিয়ার সব স্টেটগুলিতে আছে। আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে এ সংগঠনটির যাবতীয় বিষয়সমূহের খোজ নেই। পি, কে,পি,আই, এম,এর বর্তমান সভাপতি মুস্তফা কামিল আইয়ুব সবেমাত্র লেখাপড়া শেষ করে কুয়ালালামপুরের আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে চাকরি নিয়েছেন। সংগঠনের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাদের সাথে তাদের সেন্ট্রাল অফিসেই আমাদের আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অল্প বয়সী এ সব ছাত্র নেতাদের কথাবার্তা, আচরণে যেমন ইসলামী আখলাকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল, তেমনি তাদের পরিচ্ছদ ও চেহারায় ঈমানদারের লক্ষণ পরিস্ফূটিত ছিল। ছাত্র নেতাদের সাথে আমাদের বৈঠক শেষ হওয়ার পরে স্থানীয় একটি হোটেলে তাদের দেয় ডিনারে আমরা অংশগ্রহণ শেষে বাসায় ফিরে আসি।

পরের দিন ২৭শে সেপ্টেম্বর ইসলামী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের সাথে পৃথক পৃথক দু'টি বৈঠকে মিলিত হই। তারা আমাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা এবং ইসলামী তাহারীক ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন ওয়াকেফহাল হন, তেমনি আমরাও তাদের কাছ থেকে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিষয় জেনে নেই। দুপুরে মালয়েশিয়ায় কর্মরত ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সুলায়মান সাহেবের বাসায় খানা খেয়ে ডাঃ সাদেক সাহেবের বাসায় চলে আসি।

পরের দিন অর্থাৎ ২৯ তারিখ বেলা ১০টার দিকে পারকিমের হেড কোয়ার্টার পরিদর্শনের জন্য পারকিম অফিসে গিয়ে হাজির হই। পারকিম অর্থাৎ "ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা মালয়শিয়া" মালয়ী ভাষায় সংক্ষিপ্ত নাম "পারকিম"। ১৯৬০ সনে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান কর্তৃক এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটির প্রধানতম লক্ষ্য ছিল অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দান, বিশেষ করে ঐ সব মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত লোকের মধ্যে যাদের কোন ধর্ম নেই। পারকিমের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল নও মুসলিমদের তালিম তরবীয়ত ও তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা দান। এ ছাড়াও কম্বোডিয়া হতে যুদ্ধের কারণে যে সব উদ্বাস্তু মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের সহযোগিতা ইত্যাদি। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এ পর্যন্ত বিশ হাজার অমুসলিমকে মুসলমান করেছে। পাকিমের মূল বিল্ডিংটি ৩১ তলা। এই বিল্ডিংয়ের সাথেই পারকিমের অফিস অবস্থিত। এ বিল্ডিংয়ের সমস্ত আয় পারকিমের ফান্ডে আসে।

www.pathagar.com

কুয়ালামপুরের কাছে পারকিম মোবাল্লেগদের ট্রেনিংয়ের জন্য একটা সেন্টার করেছে। এখানে দুই পর্যায় ছ'মাস ও আঠার মাসের ট্রেনিং দেয়া হয়। আমরা পারকিমের হেড অফিসে পৌঁছে জানতে পারলাম সেক্রেটারী জেনোরেল উপস্থিত নেই। আমরা যে কোন একজন দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি আমাদেরকে দাওয়া বিভাগের ডাইরেক্টর দাতু মুহাম্মদ বিন আহমদের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি আরবী ও মালয়ী ছাড়া ইংরেজী ভাষা জানেন না। ইনি ২১ বৎসর সৌদি আরবে ছিলেন এবং মদীনা ইউনিভার্সিটি হতে ডিগ্রী নিয়েছেন। তিনি সুলিখিত ও সুন্দরভাবে সেট করা বোর্ডের সাহায্যে তাদের কাজের ধরন সম্পর্কে আমাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে অবহিত করলেন। তিনি আমাদেরকে এও জানালেন যে, প্রতি বছর মালয়শিয়ার সমগ্র দেশ হতে তিন হাজার লোক পারকিমের প্রচেষ্টায় ইসলামে প্রবেশ করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত যোগ্য লোকেরা নিষ্ঠা সহকারে যদি ইসলামের খেদমত করতে চায় তাহলে তারা তাদের প্রচেষ্টায় যে বেশ বড় ধরনের কাজ করতে পারে তার প্রমাণ অফিসের প্রকান্ড ইমারাত ও তাদের বিভিন্ন বিভাগের তৎপরতা। এককালের ক্ষমতাধর মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও ওআই, আই সির সেক্রেটারী জেনারেল টেংকু আবদুর রহমানের প্রচেষ্টায়ই এত বড় প্রজেক্ট করা সম্ভব হয়েছে। টেংকু আবদুর রহমান যে, এতদ এলাকার অমুসলিমদের মধ্যে আন্তরিকতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিতে চান তার পারকিম প্রতিষ্ঠাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পারকিম স্টেটসমূহে অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত অন্যান্য ছোট ছোট সংস্থাগুলোকেও সহযোগিতা দান করে।

আমরা পারকিম অফিস পরিদর্শন শেষে এর পার্শ্বেই অবস্থিত " রিজনাল ইসলামিক দাওয়া কাউন্সিলের" হেড অফিস পরিদর্শনে যাই। এ প্রতিষ্ঠানটির মালয়ী ভাষায় সংক্ষিপ্ত নাম হল "রিজাপ"। মালয়শিয়ানরা তাদের সবগুলো পার্টি ও সংস্থার নামকে এভাবে তাদের ভাষায় সংক্ষেপ করেছে। যেমন, পাস, আবিম, পারকিম ইত্যাদি। ১৯৮০ সনের নবেম্বর মাসে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে "রিজনাল দাওয়া কাউন্সিল অব সাউথ ইস্ট এশিয়া" গঠিত হয়। সাউথ ইস্ট এশিয়ার নিম্নলিখিত দেশগুলো হতে ইসলামী সংগঠন ও সংস্থার প্রতিনিধিরা এতে অংশ গ্রহণ করেন। অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনিও, ফিজি, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, মালয়শিয়া, নিউক্যালেডোনিয়া, নিউজিল্যান্ড, পপুয়া, নিউগিনি, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর এবং তাইওয়ান। প্রকৃতপক্ষে অত্র রিজনের যে সব দেশগুলো মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ সেই সব দেশের মুসলমানের তামাদ্দুন তাহজিবের হেফাযত এবং এ সমস্ত দেশের ইসলামী সংস্থা ও সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা দানই ছিল এর মূল লক্ষ্য। এর ফান্ড সাধারণত দু'টি দেশই (সিংহ ভাগ) দিত। সৌদী আরব ও লিবিয়া। এর দু'টি বডি –আছে একটি জেনারেল এসেম্বলি। রিজনের সকল দেশের মেম্বর সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয় এটা গঠিত। প্রতি দু'বছর পর পর এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। অন্যটি হল কার্যকরী কমিটি। এর তিনটি বিভাগ আছে (১) দাওয়া ও শিক্ষা বিভাগ (২) প্রচার ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ (৩) মহিলা বিভাগ। এই তিনটি বিভাগ

www.pathagar.com

পরিচালনার জন্য তিন জন ডাইরেক্টর আছেন। আমরা দাওয়া বিভাগের ডাইরেক্টর তাকিউদ্দীন কাস্তিলের সাথে সাক্ষাত করে এ সব তথ্য জানতে পেরেছি। ইনি মিসরের লোক, আরবী ও ইংরেজী ভাষা জানেন। তিনি আমাদেরকে জানালেন যে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আর্থিক অনটনে ভুগছে। পারকিমের কাছে ফান্ড আছে। যদি পারকিম ফান্ড সরবরাহ করে তাহলে এর কাজ ভালভাবে চলতে পারে। অন্যথায় কাজ সংকোচিত করতে হবে।

সুলতান মসজিদ, সিংগাপুর

আমরা বর্তমানে ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন পার্টির সুউচ্চ বিশাল ইমারতে অবস্থিত "আমনুর" হেড কোয়ার্টারেও গিয়ে ছিলাম আমনুর কার্যক্রম, পলিসি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য। কিন্তু তাদের সেক্রেটারী জেনারেল অনুপস্থিত থাকায় অন্য যারা ছিলেন তারা আমাদেরকে তেমন কিছু জানাতে পারলেন না। পরের দিন ২৯ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যা আটটায় আমাদের ফ্লাইট। এ দিন আমরা বাংলাদেশ থেকে আগত ডাঃ

www.pathagar.com

ইসলাম-উল-হক সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে শহরের বাজারে গিয়ে কিছু কেনা-কাটা করে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মসজিদে এসে জুম্মার নামাজ আদায় করি। এখানেও সিংগাপুরের ন্যায় ইমাম সাহেব মালয়ী ভাষায় খোতবা দেন। নামায শেষে মসজিদের আংগিনায় বাংলাদেশী বন্ধু বান্ধব ও মালয়শিয়ার উপস্থিত শুভাকাংখীদের সাথে বিদায়ী সাক্ষাত সেরে ডাঃ সাদেক সাহেবের বাসায় ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করি। ইউনুস সাহেব নাস্তার পরেই আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ছিলেন। আসরের পূর্বে ইউনুস সাহেবও সাদেক সাহেবের বাসায় ফিরে আসেন। নামাযান্তে চা পান পর্ব সমাপ্ত করে আমরা দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হই। আমাদের হোস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার বাংলাদেশী অধ্যাপক ডাক্তার সাদেক সাহেব তার কারে আমাদেরকে কুয়ালালামপুর বিমান বন্দরে পৌছিয়ে দিয়ে আতিথিয়েতার সর্বশেষ দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করেন। অতঃপর স্থানীয় সময় সন্ধ্যা আটটায় আমরা ডিসি-১০ বিমানে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হই।)

www.pathagar.com

আমার ওমান সফর

(সফরকাল ৪ঠা অকটোবর হতে ১১ই অকটোবর পর্যন্ত)-১৯৮৯

ওমান মধ্যে প্রাচ্যের একটি আরব দেশ। উপসাগরীয় দেশ সমূহের মধ্যে ওমানই হল সৌদী আরবের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এর আয়তন হল তিন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ, ওমান মোট ৪১টি প্রদেশে বিভক্ত। রসূলের (সঃ) জীবদ্দশায়ই ওমানে ইসলামের দাওয়াত পৌছে। আলজালানদী বংশের শাসকরা ইসলাম গ্রহণ করেন যারা ওমানের শাসক ছিল। রসূলের সময় ওমানের নাম ছিল আল-গাবরা। আরব ঐতিহাসিকদের মতে মাজিন বিন গাধুবা হল সর্ব প্রথম ওমানী যিনি রসূলের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল তার জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করেন। মাজিন দেশে ফিরে গিয়ে ব্যাপক ভাবে ইসলামের দাওয়াত দেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে হুজুর যখন পার্শ্ববর্তী গোত্র সরদার ও রাষ্ট্র প্রধানদেরকে পত্র মারফত ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন, তখন তিনি ওমানের শাসক আলজালান্দি বিন আলমুসতাকবিরকেও পত্র দেন, তিনি ও তার লোকেরা এই দাওয়াত পেয়ে ইসলাম কবুল করেন। অন্য এক বর্ণনা মতে জালান্দির ছেলে আবদ বিন জালান্দি ও জাফর বিন জালান্দির কাছে আমর বিন আস হুজুরের পত্র নিয়ে হাজির হলে পরে তারা দুই ভাই এই পত্র পেয়ে ইসলাম কবুল করেন। মোট কথা হুজুরের জীবদ্দশায়ই ওমানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। ওমানের লোকেরা বিশেষ ধরনের জামা, টুপি ও পাগড়ী ব্যবহার করে যার মাধ্যমে তাদেরকে অন্য আরবদের থেকে পৃথক করা যায়।

ওমানের অধিবাসীরা সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আবু আবাদের অনুসারী হওয়ার কারনে তাদেরকে আবাদী বলা হয। কারো কারো মতে এরা খারেজীদের একটা অংশ। তবে মালেকী মাযহাবের সাথে তাদের বেশীর ভাগ বিষয় মিল আছে। তারা নামাজে হাত একেবারেই উঠায়না, এমনকি প্রথম তকবীরেও না। আর হাত একেবারেই ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়ে। একা একা যখন নামাজ পড়ে তখন বুঝাই যায়না যে তারা নামাজ পড়তেছে।

ভৌগলিক অবস্থানঃ

ওমানের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, উত্তরে সৌদী আরব, পশ্চিমে ইয়ামান এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর ও আরব আমিরাত। সামরিক ও নৌবানিজ্যের দিক দিয়ে ওমানের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা হতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত পর্তুগীজ, ডাচ, ফ্রান্স ও ব্রিটেন পর্যায়ক্রমে ওমানের উপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করে রাখে। যদিও ওমান সব সময় স্বাধীন ছিল। কিন্তু প্রায় দুই শত শতাব্দী পর্যন্ত উপরোক্ত ইউরিপিয়ন শক্তির প্রভাবাধীন ছিল। উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের মধ্যে ওমানে প্রথম প্রভাব বিস্তার করে পর্তুগীজরা।

www.pathagar.com

এখনও ওমানের বিভিন্ন স্থানে পর্তুগীজদের তৈরী দুর্গসমূহ দেখতে পাওয়া যায়। সর্বশেষ প্রধান্য বিস্তারকারী ছিল বৃটেন। এখন আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের কোন প্রভাব ওমানের উপরে নাই।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত আরব মুসলমানরাই নৌবানিজ্যে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারাই এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে মসল্লাদি খরিদ করে ইউরোপের বাজার সমূহে পৌছিয়ে দিত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে ইউরিপিয়ান শক্তি সমূহের মধ্যে পর্তুগীজ নাবিকরা আরবদের স্থান দখল করে নেয়। কথিত আছে যে, প্রসিদ্ধ ওমানি নাভিক আহমদ বিন মাজিদ পর্তুগীজ নাভিক ভাসকোদা-গামাকে পথ দেখিয়ে পূর্ব আফ্রিকা হতে কোলকাতায় নিয়ে আসে। আরব দেশ সমূহের মধ্যে ওমানই প্রথম দেশ যে ১৮৩৩ খৃষ্ঠাব্দে সর্ব প্রথম আমেরিকার সাথে বানিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। তখন ওমানের সুলতান ছিল সুলতান সাইদ।

ওমানের বেশীর ভাগ লোক কৃষিজীবি। তবে সমুদ্র উপকুলের বাসিন্দারা মাছ শিকার ও মাছের ব্যবসা করে, আর শহরের অধিবাসীরা চাকুরীজীবি ও ব্যবসায়ী, ১৯৬৪ সনে তেল প্রাপ্তির পর দেশটি এখন ধনী দেশের কাতারে শামিল হতে যাচ্ছে। ওমানের বর্তমান শাসক হল সুলতান কাবুস বিন সাইদ একজন ধর্ম প্রাণ শাসক। ১৯৭০ সনে তার পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি ক্ষমতারোহণ করেন। ওমানের বিচার ব্যবস্থা অনেক খানি শরীয়ত সম্মত। ধর্ম ও আওকাফ মন্ত্রনালয়ের অধীন সারা দেশে সাতচল্লিশটি শরয়ী আদালত আছে। যে সব আদালত শরীয়ত মোতাবেক বিচার ফয়সালা করে থাকে। ধর্ম মন্ত্রনালয় ইসলামী শিক্ষার জন্য যেমন সারা দেশে মাদ্রাসা সমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি সমগ্র দেশে সরকারী অর্থে বহু মসজিদও তৈরী করেছে ও করতেছে। আমার ৮ দিনের সফরে সর্বত্রই আমি ওমানের জনসাধারণকে ধর্মপ্রাণ বলে অনুভব করেছি।

উপসাগরীয় আরব দেশগুলিতে আমি বহুবার সফর করলেও ওমানে আমি ১৯৮৯ সনে মাত্র একবারই আট দিনের এক সংক্ষিপ্ত সফর করি। এ সফর ছিল অকটোবর মাসের ৪ তারিখ হতে ১২ তারিখ পর্যন্ত। ৪ঠা অকটোবর গালফ এয়ার লাইনের বিমানে স্থানীয় সময় বেলা ১-৩০ মিনিটে ওমানের রাজধানী মসকট বিমান বন্দরে অবতরণ করি। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে বাহির হয়ে দেখি গাড়ী নিয়ে আমাকে নেয়ার জন্য বাংলাদেশের চার জন ভাই এসেছেন। ওনারা ইসলামী আন্দোলনের লোক। ওনাদের সাথে মসকট শহরে পৌছে আমার জন্য যে বাড়ীতে থাকার জায়গা করা হয়েছিল সেখানে উঠি। বাড়ীটি বেশ প্রশস্ত,আমার থাকার জায়গা করা হয়েছিল নীচের তলায়। উপরে একজন পাকিস্তানী ইনজিনিয়ার (যিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সদস্য) বাস করেন। ইনি আমাকে আগেই জানতেন। ৪ তারিখ রাত্রে ওমানের বাংলাদেশী বন্ধুদের সাথে একবৈঠকে মিলিত হই। বন্ধুরা কোরআন হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান চর্চার জন্য একটি সংগঠন করেছেন যার নাম একেবারে বাংলা ভাষায় "বন্ধু সমাজ" রেখেছেন। এই সংগঠনই আমার জন্য ভিসা পাঠিয়েছিল

www.pathagar.com

ও প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছিল। রাত্রের এই বৈঠকেই আমার ৮ দিনের প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করা হয়।

৫ই অক্টোবর সকাল ৮টায় নাস্তা বাদ দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হই। অতঃপর বিকাল ৪টায় শহরের দক্ষিনাংশে এক মহিলা সম্মেলনে পর্দ্দার বাহির হতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার উপরে বক্তব্য রাখি। এ দিন বাদ ঈশা আমার প্রোগ্রাম ছিল মসকট হতে ২২০ কিলোমিটার দূরে সোহার নামক স্থানে। আমরা মসকট হতে মাগরিবের নামাজ পড়ে গাড়ীতে সোহার রওয়ানা হয়ে ঈশার পূর্বেই পৌছে যাই। ঈশার নামাজ বাদ প্রোগ্রাম শুরু হয়। আলোচনা ছিল সিরাতের উপরে। বন্ধু সমাজের সদস্য ও কর্মী মিলিয়ে প্রায় একশত মত লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে বাংলাদেশীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আলেমও পেয়েছি। রাত্রে আমাদের সকলের জন্যই উত্তম খানা-পিনা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে এখানেই আমরা রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরে চা-নাস্তা সেরে মসকটে প্রত্যবর্তন করি। এ দিন ছিল শুক্রবার। এ দিন সকাল ৮টা হতে বিকাল ৫টা পযর্ন্ত আসগার ইমাম সাহেবের বাড়ীতে "বন্ধু সমাজের" এক তরবিয়তী প্রোগ্রামে অংশ গ্রহন করি। ঈশার নামাজ বাদ আমার সাক্ষাতকার ছিল ওমানের প্রধান মুফতী সেখ আহমদ বিন হামদ আল খলিলির সাথে। বন্দুরা মুফতী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে আমার জন্য সময় নিয়েছিলেন। মুফতী সাহেবে খুব বড় স্তরের একজন আলেম এবং ওমানের সরকার ঘোষিত মুফতী, সরকার এনাকে একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদা দিয়েছেন। আমরা ইশার নামাজ কাবুস জামে মসজিদে আদায় করে মুফতী সাহেবের বাড়ী গিয়ে হাজির হই। মুফতী সাহেবের সাথে খুবই অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়। তিনি বাংলাদেশের অবস্থা ও ইসলামী আন্দোলনের খোজ-খবর নেন। তিনি আমাকে শুধু, চা-নাস্তা খাওয়ায়েই তৃপ্ত হলে না পরের দিন দুপুরে খানার দাওয়াত দিলেন। আমি পরের দিন ৪/৫ জন সাথীকে নিয়ে দুপুরে খানার দাওয়াতে হাজির হই। মুফতী সাহেব স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমকেও আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য খানার মজলিসে দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন। আমরা সময়মত হাজির হয়ে দেখি যে গন্য মান্য বেশ কতিপয় ব্যক্তি মজলিসে হাজির হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ মুফতী সাহেবের খানা যেমন ছিল সনাতন আরবী বৈশিষ্ঠ পূর্ণ,তেমনি বসার এনতেজামও ছিল আরবী সনাতন পদ্ধতির। খানার মজলিস শেষ হলে পরে আমরা মুফতী সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নেই। মুফতী সাহেবের সাথে আমার পরবর্তীতেও পত্র যোগাযোগ হয়েছে। ৭ তারিখে চিটাগাংয়ের মওলানা হাছান রউফীর বাসায় দুপুরের খানা খাই এবং ৮ তারিখ বাদ মাগরিব মাতরা মসজিদে বাংলাদেশী ভাইদের এক সম্মেলনে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপরে বক্তব্য রাখি। উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৭৫ জন। এই দিনই আছর বাদ কেরালা ইসলামী আন্দোলনের ভাইদেরকে এক সাক্ষাতকার দেই।

৯ই অক্টোবর মসকট হতে ১২৫ কিলোমিটার দুরে "নাজওয়া" নামাক একটি পুরাতন শহরের প্রোগ্রামে অংশ গ্রহনের জন্য বাদ আছর রওয়ানা হয়ে মাগরিবের পর

www.pathagar.com

পর পৌছি এবং সম্মেলনের বক্তব্য রেখে রাত্রের খানা খেয়ে মসকটে ফিরে আসি।

১০ই অকটোবর মসকটস্ত ইসলামী আন্দোলনের পাকিস্তানী ও ইন্ডিয়ান ভাইদের সম্মেলনে দরসে কোরআন দেই এবং দরসের পরে তাদের প্রশ্নের জওয়াব দেই

১১ই অকটোবর যেহেতু আমার সফরের শেষ দিন ছিল, তাই খুব ব্যস্ততম দিন যাপন করি। এ দিন দায়িত্বশীলদের সাথে বৈঠক ছাড়াও, মুফতী খলিলির সাথে বিদায়ী সাক্ষাত করি।

১২ই অকটোবর নাস্তা ইত্যাদি সেরে সকাল ৯টায় দিকে আবুধাবীর উদ্দেশ্যে মসকট বিমান বন্দরে রওয়ানা হই। বিমান বন্দরে বাংলাদেশী বন্ধুদের মধ্যে মহিউদ্দীন সাহেব,আবদুল মালেক সাহেব পাকিস্তানের আজগর ইমাম সাহেব, রাজিউদ্দিন সাহেব প্রমূখ বন্ধুগন আমাকে বিদায় সম্ভর্ধনা জানান। ওমান হতে আবুধাবীর দুরত্ব কম বিদায় মসকট হতে রওয়ানা হয়ে মাত্র পৌনে এক ঘন্টার মধ্যে আবুধাবী বিমান বন্দরের অবতরন করি। আবুধাবী ও ধুবাইর বন্দুরা আমাকে নেয়ার ও অভ্যাথনা জানাবার জন্য বিমান অফিসে পূর্বাহে এসেছিলেন। এয়ার পোর্ট হতে ভিসা সংগ্রহ করে মাল গ্রহন কাউন্টারে এসে অনেক খোজা খুজি করে দেখি যে আমার বাকস আসেনি। লুঙ্গি ও তোয়ালে থেকে আরম্ভকরে আমার সমস্ত ছামানই ঐ বাকসে ছিল। ফলে আমি খুবই অস্বস্থি বোধ করছিলাম, অভিযোগ গ্রহন কারী অফিসারকে বললাম, আমার ছামানটা হয়ত প্লেনে রয়েগেছে আপনি প্লেন হতে আমার ছামানটা আনিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন,ঐ প্লেন খানা কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। সুতরাং আপনি কমপ্লেন নোট করান। আমি কায়রো ট্যালেকস পাঠিয়ে দেই। রাত্রেই আশা করি ফিরতি প্লেনে আপনার বাকস এসে যাবে। তাকে আমার থাকার বাসার ফোন নং দিয়ে চলে আসলাম। পরের দিন ভোরে ফোন করলে পরে তিনি জানালেন যে কায়রো হতে ট্যালেকসে জওয়াব এসেছে আপনার ছামান কায়রো যায় নি। তবে আমরা মসকট ও অন্যান্য এয়ার পোর্টে ট্যালেকস করে দিচ্ছি।আমার শুধু গায়ের জামা-কাপড় ছাড়া আর সবই ঐ বাকসের ভিতরে ছিল, ফলে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। পরের দিন ফোন করে জানলাম যে তাদের কাছে এখনও কোন জওয়াব আসেনি। সুটকেস প্রাপ্তির আশা ছেড়েই দিয়ে ছিলাম। তয় দিনে এয়ার লাইনের হেড অফিসে হাজির হয়ে অভিযোগ করায় ম্যানেজার বললেন, আশু যদি কেউ মাল না পায় তাহলে তার সাময়িক প্রয়োজন মিট করার জন্য এয়ার লাইন তাকে দেড়শত দেরহাম (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১৩৫০/০০) ক্ষতি পূরণ দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে যদি মাল একেবারেই না পায় তাহলে এর উপরে আবার পুরা মালের মূল্য দেয়। আমি তখন দেড়শত দেরহাম দাবী করলে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আমাকে দেড়শত দেরহাম দিয়ে দিলেন। আমি বন্ধুদের সহ দোকানে গিয়ে আমার জরুরী কাপড় চোপড় খরিদ করার পর পরই বিমান বন্দর হতে ফোন পেলাম যে আমার ছামান এসে গিয়েছে। আমি আল্লার শোকরীরা আদায় করে বিমান বন্দর গিয়ে ছামান নিয়ে আসলাম। বন্ধুরা ক্ষতিপূরন ও ছামান এই উভয়টা লাভ করায় বেশ আনন্দিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আমার সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর

(সফরকাল ১২ই অকটোবর হতে ২২শে অকটোবর পযর্ন্ত)–১৯৮৯)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইসলামিক ফোরামের আমন্ত্রনে আমি একাধিক বার এই দেশটি সফর করে বিভিন্ন এলাকায় প্রোগ্রাম করেছি। সংযুক্ত আরব আমিরাত মোট সাতটি আমির শাসিত ছোট ছোট স্টেট নিয়ে ১৯৭১ সনে গঠিত হয়, স্টেটগুলি হল ১। আবুধাবী ২। ধুবাই ৩। সারজা ৪। রাসুল খাইমা ৫। ফুজাইরা ৬। আযমান ৭। উমনুল কুইন। স্টেটগুলি স্বায়ত্ব শাসিত। আমিরাতের রাজধানী হল আবুধাবী। একটি অত্যাধুনিক সাগর পারে অবস্থিত সুন্দর শহর। আমিরাতের মোট আয়তন হল ৯০,৫৫৯ নব্বই হাজার পাচশত উনশাট কিলোমিটার। সবচেয়ে বড় আবুধাবী। আয়তন ৮০০০০ আশি হাজার কিলোমিটার। আর সব চেয়ে ছোট হল আযমান মাত্র ২৫৯ দুইশত উনসাট কিলোমিটার। আমিরাতের মোট জন সংখ্যা ১৯৮৫ সনের সেনসাস অনুসারে ১৬,৬২,৪৬৪ জন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসককে প্রেসিডেন্ট বলা হয়, বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম সেখ জাবের বিন সুলতান আল নাহিয়ান। সাতটি স্টেটের শাসকদের সমন্বয় একটি সুপ্রিম কাউন্সেল অফরুলার নামে একটি শাসক কাউন্সিল আছে। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই সুন্নি মুসলিম। তবে অল্প কিছু শিয়াও এখানে আছে। রসুলুল্লার জীবদ্দশায়ই হিজরতের আট বৎসর পর এই এলাকায় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। দেশটি তেল সমৃদ্ধ ধনি দেশ। ভাষা আরবী। বাংলাদেশী ইসলামী আন্দোলনের লোক যারা চাকুরী ও ব্যবসা উপলক্ষে এখানে এসেছেন তারা নিজেদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াৎ ও কোরআন হাদীস চর্চ্চার জন্য ইসলামী ফোরাম নামে একটি সংগঠন করেছে। এই ইসলামী ফোরামের দাওয়াতেই আমি একাধিকবার এ দেশটি সফর করে বিভিন্ন এলাকায় প্রোগ্রাম করেছি। ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের লোকেরাও ভিন্ন নামে ইসলাম চর্চ্চার জন্য সংগঠন করেছে। আমি আমার সফরে তাদের দাওয়াতে তাদের প্রোগ্রামেও অংশ গ্রহন করেছি। তাদের প্রোগ্রামে আমাকে উর্দ্দুভাষায় বক্তব্য রাখতে হয়েছে। আমি সর্বশেষ সফর করি এখানে ১৯৮৯ সনের অকটোবর মাসে। ১০দিনের এই সফরে আমি আবুধাবী আলসাইন, বানিয়াস, ধুবাই, সারজা ও রাসুলখায়মায় সফর করে প্রোগ্রামে অংশ গ্রহন করি। এর প্রায় সব জায়গায়ই আমাকে বাংলা ভাষাভাষী ও উর্দ্দুভাষীদের জন্য আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম করতে হয়েছে।

আবুধাবীতে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশী ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা সরকারের কাছ থেকে জমি নিয়ে বেশ বড় রকমের একটি পাকা বাড়ী নির্মাণ করে উহাতে ইসলামী সেন্টার করেছে। এই সেন্টারে ১৩ই অকটোবর মাগরিব বাদ তিন দেশের লোকের একটি সম্মিলিত প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখি। যে কয়বারই আমি এখানে সফরে এসেছি। প্রতিবারেই এই সেন্টারের বন্ধুরা আমার প্রোগ্রাম রেখেছে।

www.pathagar.com

১৭ই অকটোবর আবুধাবী শহরের কেন্দ্রে জামে সমজিদে এক সিরাত জলসায় বক্তব্য রাখি।

১৫ই অকটোবর আলআইন নামক শহরে কেরালার মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সেন্টারে বাংলাদেশী ভাইদের এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখি। এখানে খুলনার স্নেহবর আবদুল ছালামের বাসায় প্রোগ্রাম শেষে খানা খেয়ে রাত্রি যাপন করি।

১৯শে অকটোবর ধুবাইয়ের ইসলামী সেন্টারে উর্দুভাষীদের ইজেমায়ে বক্তব্য রাখি। এর ফাকে ফাকে আবুধাবী ধুবাই ইত্যাদি স্থানে বিশিষ্ট আরব ইসলামী ব্যক্তিদের সাথেও দেখা সাক্ষাত করি। এর পরে বিগত রমজান মাসে কুয়েত হতে ফেরার পথে তিন দিনের এক সংক্ষিপ্ত সফরে একটি বিশেষ কাজে ধুবাই ও সারজা গিয়েছিলাম। উপস্থিত মত বন্দুরা এই দু জায়গায দুটি প্রোগ্রাম করেছিলেন।

যেহেতু আমার ডাইরিতে আমিরাত সফরের বিস্তারিত বিবরন ছিলনা তাই সংক্ষিপ্ত নোট হতে বিবরন পেশ করলাম, এই সফরে আমি একাধারে চারটি দেশ সফর করে ছিলাম। ওমান, আরব আমিরাত, কুয়েত ও পাকিস্তান। কুয়েতে গিয়ে ছিলাম ২৬/২৭ শে অকটোবর অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাসনাল ইসলামিক চ্যারিটেবল ফাউন্ডেসনের সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। এ উভয় জায়গায়ই আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। কুয়েত সফরে আমার সাথী ছিল স্নেহবর মওলানা রুহুল আমিন (বর্তমানে তামিরে মিল্লাত মাদ্রাসার মুহাদ্দিস) আর পাকিস্তান সফরে আমর সাথী ছিলেন ঢাকা মহানগরীর আমির আবদুল কাদের মোল্লা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইসলামী ফোরামের বর্তমান সভাপতি হলেন মওলানা আবদুর রহমান। ইনি সারজায় এক প্রাইভেট ফারমে চাকরী করেন। আর সেক্রেটারী হলেন জনাব আবদুল মান্নান। আবদুল মান্নান সাহেব আবুধাবীতে একটি প্রাইভেট ফারমে চাকরী করেন। ধুবাইতে ইসলামী ফোরামের প্রভাবশালী সদস্য অধ্যাপক মতিউর রহমান বাংলাদেশী বাচ্চাদের জন্য একটি উন্নত ধরনের স্কুল ধুবাই শহরে করেছেন। আর হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেব সুন্দর একটি মাদ্রাসা আবুধাবীর উপকণ্ঠে বানিয়াসে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাদ্রাসাটির নিজস্ব জায়গা ও বিল্ডিং আছে। উভয় প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু বাংলাদেশী শিক্ষকরা শিক্ষকতা করেন। ইসলামী ফোরামের আর একজন প্রভাবশালী সদস্য কারী আবু তৈয়েব দুবাই রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াত করেন। একজন বাংলাদেশী কারীর আরব দেশের রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াতের সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশীর জন্য গৌরবের বিষয়। কারী সাহেব ধুবাইয়ের আরব অনারব সকল মহলে বেশ জন প্রিয়।

আরব দেশের যতগুলি রাজধানী শহর আমি সফর করেছি তার মধ্যে আমিরাতের রাজধানী আবুধাবী আমার কাছে সুন্দর, স্বচ্ছ ও পরিপাটি বলে মনে হয়েছে। আবাসিক এরিয়ার বাড়ীগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, সারিবদ্ধ

www.pathagar.com

বাড়ীর একদিকে দাড়ালে সব বাড়ী গুলিই দেখা যায়। এখানেকার এয়ার পোর্টটিও খুবই সুন্দর।

সৌদী আরবের মত আরব আমিরাতও কৃষি উৎপাদনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমিরাত দেশের প্রয়োজনের ৬০% দেশেই উৎপাদন করে। তবে গম উৎপাদনে এখনও আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারেনি। এখনও তাকে দুই লাখ টন গম বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়।

www.pathagar.com

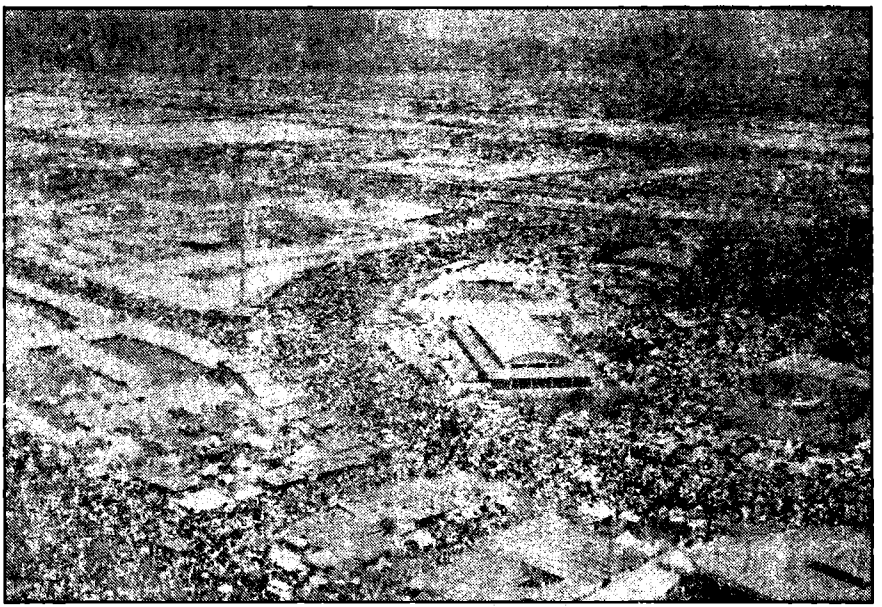

আরাফাতে হাজীদের উপস্থিতি

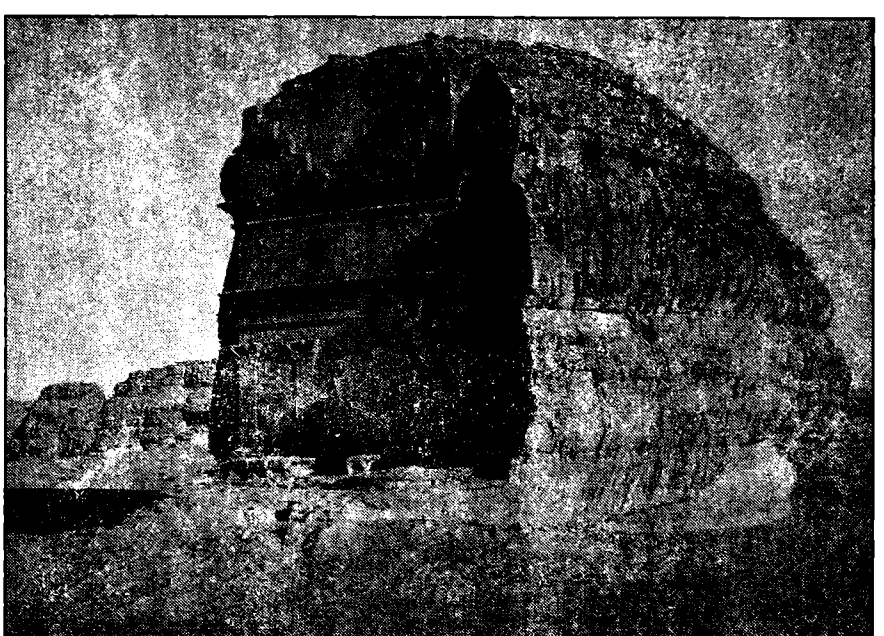

www.pathagar.com

আমার সৌদী আরব সফর

(সফরকাল ২০শে মে হতে ১৭ই জুন পর্যন্ত–১৯৯০)

সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পূর্বে বর্তমান সৌদী আরব দেশটি সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

আয়তন ও অবস্থানঃ

সৌদী আরব একটি বিরাট দেশ। এর আয়তন প্রায় ২২,৫০০০০ বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার, অর্থাৎ প্রায় ১৮টি বাংলাদেশের সমান। দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির পূর্বে পারস্য উপসাগর, কাতার, বাহরাইন ও ইউনাইটেড আমিরাত, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগর, দক্ষিণে ইয়ামান ও উত্তরে জর্দ্দান, ইরাক ও কুয়েত অবস্থিত। এ দেশটিতে ঋতু ২টি মাত্র, গ্রীষ্ম ও শীত। গ্রীষ্মের মওসুম প্রায় ছ–মাস স্থায়ী হয়। এ সময় উচু পাহাড়ী অঞ্চল যেমন তায়েফ, আলবাহা, বিসা ও আবহা ছাড়া দেশের সমগ্র এলাকায়ই বেশ গরম থাকে। আবার শীতের মওসুমে সমগ্র দেশটিতেই বেশ শীত অনুভূত হয়। শীত মওসুমে উচু পাহাড়ী এলাকাগুলি বরফে আবৃত থাকে।

সৌদী আরবের আয়ের প্রধান উৎস হল প্যাট্রোল। তৈল উৎপাদনের ব্যাপারে সৌদী আরব বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম দেশ। সৌদী আরবের তেলের মজুদ পারস্য উপসাগরের উপকুল দিয়ে। লোহিত সাগরের উপকুলে এখনও কোন তেলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পারস্য উপসাগরে সৌদী সামুদ্রিক বন্দরের মধ্যে দাম্মাম ও রাসুতানুরা প্রসিদ্ধ। আর লোহিত সাগরে সৌদী সামুদ্রিক বন্দর হল জেদ্দা, ইয়ানবু, জিজান ও কানকাজা।

সৌদী আরবের বর্তমান বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজিজ সৌদী গোত্রের ১২ নম্বর শাসক। ১৭২০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রায় ২৭০ বছর ধরে মোট ১২ জন সৌদী শাসক গোত্রীয় শাসন অব্যাহত রাখলেও বেশ কয়েকবার তাদের ভাগ্য বিপর্যও ঘটেছে। প্রকৃত পক্ষে অত্র গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা শাসক মুহাম্মদ বিন সৌদ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সেই সময়কার দ্বীনি সংস্কারক ও মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের দাওয়াতে প্রভাবান্বিত হয়ে তার হাতে ইসলামী হুকুমাত কায়েম এবং শিরক–বিদয়াতের মুলোৎপাটনের জন্য জিহাদের বয়াত গ্রহণ করেন। সেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবই হল সৌদী গোত্রের রূহানী ওস্তাদ। বর্তমান বাদশার পিতা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৌদী শাসক মরহুম আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান ছিলেন সেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের আদর্শের অনুসারী।

www.pathagar.com

বিশ্বের প্রায় একশত কোটি মুসলমানের কেবলা পবিত্র কাবা শরীফ এবং বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মদের (ছঃ) পবিত্র মাজার শরীফ সৌদী আরবের মক্কা ও মদীনায় থাকার কারনে প্রতিবছর দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ হতে লাখ-লাখ মুসলমান হজ্জ, উমরা ও জিয়ারত উপলক্ষে মক্কা-মদীনা সফরে আসে। মক্কা ও মদীনা সৌদী আরবে থাকার কারণে এ দেশটির সাথে দুনিয়ার সমগ্র মুসলমানের একটি রুহানী সম্পর্ক আছে। আমি বহুবার আল্লার অনুগ্রহে সৌদী আরব সফর করে হজ্জ ও উমরা যেমন আদায় করেছি, তেমনি মক্কা-মদীনা ছাড়াও রিয়াদ, দামম্মাম, হুফুফ, হাফরুল বাতিন, আলকাছিম, জুবাইল, তাবুক, ইয়ানবু, তায়েফ, আলবাহা, আবহা, জিজান, নাজরান প্রভৃতি সৌদী আরবের প্রধান প্রধান জায়গা একাধিক বার সফর করেছি। সৌদী আরব মোট ১৪টি বড় বড় প্রদেশে বিভক্ত। ঐতিহাসিক জায়গা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মক্কা ও মদীনা। বিশ্ব মুসলিমের কেবলা কাবা ঘর মক্কা শরীফে অবস্থিত। কথিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ) আল্লার নির্দ্দেশে ইবাদতের জন্য এই ঘর খানা দুনিয়ার সর্ব প্রথম মসজিদ হিসাবে তৈরী করেন। অতঃপর কালের ব্যবধানে ঘরখানা অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। পরবর্তী সময় ইব্রাহীম (আঃ) আল্লার কাছ থেকে নির্দ্দেশ পেয়ে পুনরায় ঘরখানা নির্মান করেন। হযরত ইব্রাহিমের বড় ছেলে হযরত ইসমাইল (আঃ) ও তাঁর বংশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে এখানেই বসবাস করতে থাকেন। হযরত ইসমাইলের (আঃ) বংশেই ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা শরীফেই তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং নবী হিসাবে ১৩ বৎসর কাল তিনি মক্কা শরীফে অবস্থান করে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করে মদীনা শরীফে হিজরত করেন। ১০ বছরকাল মদীনায় অবস্থান করে আল্লার প্রিয় নবী নবুয়তের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতঃ আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনকে পরিপূর্ণ কায়েম করে দুনিয়া হতে বিদায় নেন। পবিত্র মদীনা শরীফেই মসজিদে নববীর পূর্ব দক্ষিণ কোনে তাঁর পবিত্র মাজার অবস্থিত। তাঁর পার্শ্বেই শুয়ে আছেন তাঁর দুই মহান সাথী হজরত আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)।

মক্কা-মদীনা ছাড়াও আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক নগরী সৌদী আরবে আছে। তায়েফ সৌদী আরবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটা প্রায় সাড়ে চার হাজার ফিট উচুতে একটি গিরীনগরী ও সৌদী আরবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এখানে বার মাসই শীত থাকে। নবুয়তের ১০ম বছরে হুজুর তায়েফ বাসীকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে এখানে এসেছিলেন। এই তায়েফেই তায়েফের অধিবাসীরা হুজুরকে পাথর মেরে আহত করে বেহুশ করে ফেলেছিল।

আবহা ও আলবাহা নগরদ্বয় নিম্নভূমি হতে প্রায় ৯ হাজার ফিট উচুতে। এখানেও ১২ মাস শীত থাকে। আমি উপরোক্ত শহরগুলিতে একাধিকবার সফর করেছি। নাজরান সৌদী আরবের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক জায়গা। নবুয়তের দশম বছরে হুজুরের খবর পেয়ে এখানের একটি দশ সদস্য বিশিষ্ট খৃষ্টান

www.pathagar.com

যাযক দল হুজুরের খেদমতে মক্কায় হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। সূরায়ে বুরূজে বর্ণিত প্রসিদ্ধ আছহাবুল উখদূদের ঘটনা এই শহরেই সংগঠিত হয়েছিল। ইসলামের পূর্বে নাজরানের অধিবাসীরা ছিল হযরত ইসা (আঃ) এর অনুসারী, ইয়ামানের ইহুদী রাষ্ট্র প্রধান তাদের এলাকায় উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করার আহবান জানালে তারা তা অস্বীকার করে। ফলে ইহুদী শাসক জু-নাওয়াস বড় বড় গর্ত ক্ষুদে উহাতে আগুন ভর্তি করে উক্ত জ্বলন্ত আগুনে এসব ঈসায়ী মুসলিমদেরকে ধরে ধরে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারে। এ ভাবে একই সময় ২০ হাজারের অধিক মুমেনদেরকে এই জালেম ইহুদী শাসক আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। জু নাওয়াসের হুকুমে ক্ষুদিত গর্তগুলি এখনও নাজরানে অবস্থিত আছে। ঐ গোটা এলাকটাই সৌদী সরকার পুরান ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসাবে তারকাটার উচু বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আমি নাজরানের সফরে সরকারী অনুমতি নিয়ে এলাকাটি দেখে এসেছি।

তবুক সৌদী আরবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক নগরী। মদীনা শরীফ হতে এর দুরত্ব ৭০০ কিলোমিটার। নবম হিজরীতে হুজুর (ছঃ) তিরিশ হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য এখানে এসেছিলেন এবং শত্রুর অপেক্ষায় এখানে ১০দিন অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আমি ১৯৯০ সনের মার্চ মাসে তবুক সফর করি। বর্তমানে তবুক সৌদী আরবের একটি প্রদেশ। মদীনা শরীফ হতে আমি বিমানে তবুক যাই। তবুক শহরের যেখানে হুজুর তাঁর বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিলেন, সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মান করা হয়েছে। আমি এই মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে নিয়েছিলাম। সৌদী সরকার কৃত্রিম পানি সেচের মাধ্যমে তবুকে ব্যাপক কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে। আমি খুলনার ডাঃ নূরুল ইসলাম (যিনি সৌদী সরকারের অধীন তাবুকের একটি হাসপাতালে চাকুরী করেন) সহ কয়েকটি কৃষি খামার পরিদর্শন করি। এখানে কৃত্রিম উপায়ে আব-হাওয়া নিয়ন্ত্রন করে লম্বা লম্বা গ্রীন হাউজে নানা ধরনের সাক, টমেটো, শশা প্রভৃতি প্রচুর তরি-তরকারী উৎপাদন করছে। যা সৌদী আরবের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। আমি এখানে তুর্কি খলিফাদের তৈরী একটি দুর্গ ও পরিত্যক্ত রেল স্টেশনও পরিদর্শন করি।

রিয়াদ বর্তমানে সৌদী আরবের রাজধানী। এটাই এখন সৌদী আরবের সবচেয়ে বড় ও আধুনিক শহর। দামমাম, জেদ্দা, জিজান, ইয়ানুব, জুবাইল হলো সৌদী আরবের সামুদ্রিক বন্দর ও শিল্প নগরী। আমি এ সব বন্দর নগরীতে একাধিকবার সফর করেছি।

সৌদি আরব যেহেতু রাজতান্ত্রিক দেশ, সুতরাং এখানে রাজনৈতিক দল যেমন নেই, তেমনি রাজনীতি চর্চাও নেই। ফলে এখানকার রাজনৈতিক প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা সম্ভব নয়। তবে আমার হজ্জ সফর ও রাবেতার সম্মেলন সংক্রান্ত লিখনীর মাধ্যমে এদেশটির বেশ কিছু কথা জানা যাবে। সৌদী আরবে আমার ১ম

www.pathagar.com

সফর হয় হজ্জ উপলক্ষে ১৯৭৫ সনে। পরবর্তী সফর করি ১৯৭৮ সনে, এর পর পর বেশ কয়েকবারই সফর করি। ৭ই সেপ্টেম্বর হতে ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯০) পর্যন্ত আমার সর্বশেষ সফর ছিল রাবেতার সম্মেলনে যোগদানের জন্য। এর কয়েক মাস আগে ২০শে মে ১৯৯০ হতে ১৭ই জুন পর্যন্ত ২৯ দিনে আমি মোট ১০টি প্রসিদ্ধ জায়গা সফর করি। এ সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সৌদী আরবের বিশিষ্ট দ্বীনি ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকেফহাল করা। রিয়াদের সেখ বিন বাজ, সেখ আবদুল্লাহ তুর্কী, শেখ হামাদ ইব্রাহিম সুলায়বি, আল-কাসিমস্ত উনায়যার শেখ মুহাম্মদ বিন সালেহ উসায়মী, কাবা শরীফের ইমাম আবদুল্লা বিন সুবাইল, নাজরানেরসেখ মুহাম্মদ বিন আহমদ আস্কারী সহ বেশ কয়েকজন খ্যাত নামা ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে এ সফরে আমি সাক্ষাত করি।

www.pathagar.com

মধ্য প্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি
ও
রাবেতাতুল ইসলামীর মক্কা সম্মেলনে যোগদান

বিগত ১৯৯০ সনের ২রা আগষ্ট রাত্রে ইরাকের সেনা বাহিনী পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র কুয়েতকে অস্ত্রবলে দখল করে নেয় এবং সৌদী সীমান্তে ট্যাংক মিজাইল সহ প্রায় পৌনে দুলাখ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। ইরাকের শাসক সাদ্দাম হুসাইনের এধরণের পর রাজ্য দখল ও অগ্রাসনে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। ফলে জাতিসংঘ, ও.আই.সি ও আরবলীগ এ কাজের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। কুয়েত দখল করে সৌদী আরবের তেল সমৃদ্ধ পূর্ব ও উত্তর সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশে সৌদী সরকার ঘাবড়িয়ে গিয়ে মুসলিম দেশ ও পাশ্চাত্যের বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে ইরাকের আগ্রাসন ও হামলা হতে দেশকে রক্ষার জন্য সামরিক সহযোগিতা কামন করে। সৌদী আরবের আবেদনে সারা দিয়ে কতিপয় মুসলিম দেশ সহ আমেরিকা ও ইউরোপের কতিপয় দেশ সৌদী আরব ও পারস্য উপসাগরে সৈন্য বাহিনী পাঠান শুরু করে। আমেরিকান সৈন্য ও মুসলিম দেশের সেনা বাহিনী সৌদী বাহিনীর সাথে ইরাকের সম্ভাব্য অগ্রাসনের মোকাবিলার জন্য ইরাকী সীমান্ত ও ইরাকী বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত কুয়েত সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান নেয়। ফলে ইরাকের সৌদী ভূমিতে আগ্রাসন থেমে গেলেও কুয়েত হতে সারা বিশ্বের নিন্দা ও প্রতিবাদ সত্যেও ইরাক সেনা প্রত্যাহার করে নিতে অসম্মতি জানায়। আর তার অবৈধ কুয়েত দখল হতে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সৌদী আরব কেন তার পবিত্র ভূমিতে অমুসলিম (নাছারা ইহুদী) সৈন্য আনল তার জন্য হৈ চৈ শুরু করে দেয়।

সৌদী আরব শুধু একটি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম দেশই নয়। বরং দুনিয়ার একশত কোটি মুসলমানের কেবলা কাবা শরীফ যেমন এই দেশে অবস্থিত, তেমনি শেষ নবী হজরত মুহাম্মদের (ছঃ) মাজার ও মসজিদে নববীও এ দেশে অবস্থিত। এই দেশের মাটিতেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন হুজুরের লক্ষ লক্ষ ছাহাবায়ে কেরাম। ফলে এই দেশটির সাথে আছে কোটি কোটি মুসলিমের আত্মিক সম্পর্ক। সৌদী সরকারকে মুসলমানেরা মক্কা-মদীনার সংরক্ষণকারী খাদেম যেমন গন্য করে, তেমনি সৌদী সরকারের প্রতিটি কাজ বিশ্বের মুসলমানেরা ইসলামী দৃষ্টিকোন দিয়ে বিবেচনা করে। রাবেতাতুল ইসলামী পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ১০ই ১১ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর রাবেতার হেড অফিস মক্কা শরীফে তিন দিনের এক সম্মেলন মাহবান করে। এই সম্মেলনে রাবেতার সদস্য ছাড়াও বিশ্বের খ্যাত নামা আলেম,

www.pathagar.com

ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দেরকেও বিশেষভাবে আমন্ত্রন জানান হয়। বাংলাদেশ হতে আমরা নিম্ন লিখিত পাঁচজন আমন্ত্রিত হই।

(১) আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
(২) ডঃ আবদুল বারী
(৩) মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী
(৪) মাওলানাঃ মহিউদ্দিন খান
(৫) মাওলানা সুলতান জওক।

৭ই সেপটেম্বর বেলা ১২টায় সৌদী বিমানে আমরা পাঁচ জন এক সংগে সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফের পথে জেদ্দা রওয়ানা হই। আমাদের সাথে রাবেতার বাংলাদেশের ডাইরেক্টর মীর কাসেম আলীও এক সংগে সফর করেন। মাগরিবের কিছু পর আমাদের বিমান জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করলে পরে বিমানের সিড়িতেই রাবেতার প্রেরিত অভ্যর্থনাকারীরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সহজেই শেষ করে আমরা রাবেতার প্রেরিত গাড়ী এবং আমাদের উদ্দেশ্যে আগত গাড়ীতে করে মক্কা শরীফে গিয়ে হাজির হই। ছিয়াশিটি দেশের প্রায় চারশত অতিথিদেরকে দুটি হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাবেতার হেড অফিস সংলগ্ন হোটেল ইন্টারকনে এবং হারাম শরীফের পার্শ্বে হোটেল "আজ-ইয়াদে"। আমাদেরকে রুম দেয়া হয়েছিল আজ-ইয়াদ হোটেলে। হারাম শরীফ সংলগ্ন হোটেলে সিট পেয়ে হারামে নামাজ ও বায়তুল্লা শরীফ তওয়াফের বেশী সুবিধা পাব বলে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। ৮ই সেপ্টেম্বর ও ৯ই সেপ্টেম্বর দু'দিন আমরা দেখা-সাক্ষাত করে কাটাই। কুয়েতের সাবেক আওকাফ মন্ত্রী ইনটারন্যাশনাল ইসলামী চেরিট্যাবেল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইউসূফ হিজ্বির সাথে ও কুয়েতের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব জামিয়াতে ইসলাহের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আলী মোতওয়ার সাথে হোটেল ইন্টারকনে সাক্ষাত করি। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের সময় এ দু'জনই দেশের বাইরে ছিলেন। এনারা উভয়ই মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেবের পুরাতন বন্ধু। আমার সাথেও এনাদের সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। এই বিপদের দিনে অধ্যাপক সাহেবের লিখিত চিঠি পেয়ে ওনারা খুবই সুখী হয়েছিলেন। সম্মেলনে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন মিশরের সেখুল আজহার আল্লামা জাদুল হক, মুফতী তানতাবী, কাতারের আল্লামা ইউসূফ কারজাবী, আবদুর রহমান আবদুল্লাহ মাহমুদ, সুদানের সাবেক রাষ্ট্র প্রধান ও সামরিক প্রধান আবদুর রহমান সুয়েরুজ্জাহাব ও ইখওয়ান নেতা আল্লামা ইউসূফ নূরুদ্দায়েম, দক্ষিণ আফ্রিকার আহমদ দিদাত, তুর্কীর রেফা পার্টি প্রধান ও সাবেক ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন আরবাকন, পাকিস্তানের লাহোর শাহী মসজিদের ইমাম সাহেব ও চৌধুরী মুহাম্মদ আফজাল চিমা, কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট সর্দার আবদুল কাইউম, আফগানিস্তানের মুজাহেদ নেতা আব্দুররব রাসূল

www.pathagar.com

সাইয়াফ, বুরহানুদ্দীন রব্বানী ও গুলবদীন হেকমতইয়ার, ভারত হতে রাবেতার সদস্য আল্লামা আলী হাছান নদভী, মওলানা আসাদ মাদানী ও আরও কয়েকজন, কুয়েতের ইউসুফ হিজ্বি, আবদুল্লাহ আলী মোতাওয়া, সেখ আহমদ কাত্বান, সেখ নাসের হামদান ও আরও অনেকে। এ ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, মালয়শীয়া, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ইসলামী সংস্থ সমূহের নেতৃবৃন্দ।

৭ই অক্টোবর রাত্রে আমরা মক্কা শরীফ পৌছে উমরা আদায় করে রাত্রের আহরাদি সেরে হোটেলে বিশ্রাম নেই। পরের দিন ভোরে গোসল ও নাস্তা ইত্যাদি সেরে মীর কাসিম আলী সহ আমরা পাঁচজনই রাবেতা অফিসে গিয়ে সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল্লা নাসিফ ও এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল আমিন আত্বাসের সাথে দেখা করে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ও বক্তাদের সম্পর্কে খোজ-খবর নেই। তাঁরা আমাদেরকে বললেন, আলোচনার মূল বিষয় হবে বর্তমান ইরাকের কুয়েত দখল ও সৌদী বর্ডারে সৈন্য সমাবেশকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাই, তবে সৌদী আরবে মুসলিম ও অমুসলিম দেশের সৈন্য সমাবেশের বিষয়ও আলোচনা হবে। বিশেষ করে ইরাকের প্রপাগান্ডার ফলে সৌদী আরবের ভুখন্ডে অমুসলিম সৈন্যের উপস্থিতিতে কতিপয় দ্বীনি মহলে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়টিও আলোচিত হবে। আলোচনায় প্রত্যকেই স্বাধীন থাকবে। আলোচকদের সকলকেই স্বাধীন ভাবে মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে। তবে আমরা সকলকে অনুরোধ করেছি লিখিত বক্তব্য পেশের জন্য। আপনাদের মধ্যে যে যে বক্তব্য রাখতে চান তিনি যেন তার বক্তব্যর কপি আমাদের অফিসে দাখিল করেন। আমি আমার বক্তব্য তৈরী করে ফেলেছিলাম এবং কপি আমার সাথে ছিল। সুতরাং আমি আমার বক্তব্য দায়িত্বীল অফিসারের কাছে জমা দিলাম। সম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বক্তব্যের কপিও আমি এখানে জমা দিলাম। অতপর আরও দেখা সাক্ষাতের কাজ সেরে আমরা হোটেলে প্রত্যাবর্তন করি। এ দিন বিকালে ও রাত্রে বিভিন্ন দেশ হতে আগত প্রতিনিধিদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করে কাটাই। এখানেই হোটেলে সৌদী জাতীয় দৈনিক "আল উকাজ" ও "আল-মুসলেমুন" আমার সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। যা সম্মেলন চলাকালীন সময়ই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশ থাকে যে, বৃহৎ প্রতিবেশী কর্তৃক গায়ের জোরে শান্তিকামী ক্ষুদ্র সার্বভৌম রাষ্ট্র দখল যে নৈতিকি ও আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গর্হিত এর বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকার রাজপথে। ইরাকের কুয়েত দখলের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশ সমূহে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের বুদ্ধিজীবিরা ও পত্র-পত্রিকা সমূহ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহশীল হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

১০ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় রাবেতার সম্মেলন কক্ষে যথারীতি সম্মেলন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষন রাখেন সৌদী আরবের শ্রেষ্ঠ আলেম রাবেতার সভাপতি সেখ আব্দুল্লাহ বিন বাজ। অতঃপর সম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাদশাহ ফাহদের বানী পাঠ করে শুনান মুহাম্মদ বিন সৌদ ইউনিভার্সিটির নায়েবে রইস (ভাইস চ্যাঞ্চেলর) ডাঃ আবদুল্লাহ তুর্কী এবং কুঁয়েতের আমিরের বানী পাঠ করেন বিশিষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব আন্তর্জাতিক ইসলামী দাতব্য সংস্থার চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী সেখ ইউসূফ জাসেম আলহিজ্জি। অতঃপর লিখিত বক্তব্য পেশ করেন আবুল হাছান আলী নদভী। জামেয়ুল আজহার মিসরের সেখুল আজহার আল্লামা জাদুল হকও এই অধিবেশনে তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। এর পর দৈনিক নিয়মিত ২টি অধিবেশন যথারীতি তিন দিন ধরে চলতে থাকে। রাবেতার অফিসিয়াল ভাষা যেহেতু আরবী। সুতরাং সম্মেলনের বক্তব্য আরবী ভাষায় পেশ করা হচ্ছিল। তবে সাথে সাথে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থাও ছিল। তাই যারা আরবী না জানে তারা হেড ফোন লাগিয়ে ইংরেজীতে অনুবাদ শুনতো। বক্তাদের মধ্যে যারা আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ নয় তাদের সকলে ইংরেজী ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন যা আরবীতে অনুবাদও হতো। তুর্কির নাজমুদ্দীন আরবকান (নেতা মিল্লি সালামত পার্টি) তুর্কি ভাষায় তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন, যা সাথে সাথে অনুবাদ করে দেন ইফসু নেতা মুস্তফা তাহান। বাংলাদেশ হতে আমাকে এবং মুহতারম ডঃ আব্দুল বারী সাহেবকে বক্তব্যের সুযোগ দেয়া হয। ডাঃ বারী সাহেব তার লিখিত বক্তব্য ইংলিশে পেশ করেন। এবং আমার বক্তব্য আরবীতে পেশ করি। পরে শ্রোতাদের অনেকেই আমাকে বলেছেন যে বাংলাদেশের উভয় বক্তার বক্তব্যই সময়পযোগী ও উত্তম হয়েছে। আমার বক্তব্যের মূল বিষয় সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, সাদ্দামের অবৈধ কুয়েত দখল ও সৌদী সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ৬টি বড় বড় ক্ষতি হয়েছে।

(১) এই এলাকার মুসলিম আরবদেশ সমূহের মধ্যে যে স্থীতিশীলতা ছিল তা সে নষ্ট করেছে। এখন এই এলাকার দেশসমূহের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে এবং সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত।

(২) কুয়েতে যে দরিদ্র দেশের লক্ষ লক্ষ লোক চাকরী-বাকরী ও ব্যবসা-বানিজ্য করত, তাদেরকে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় দেশে ফিরতে হয়েছে এবং তাদের আয় দ্বারা যে লক্ষ লক্ষ পরিবার প্রতিপ্রালিত হত তারা বিপর্যয় ও অনাহারের সম্মুখীন হয়েছে।

(৩) কুয়েতের সরকার এবং ইসলামী সংস্থাসমূহ সারা বিশ্বে যে ইসলামী কাজে সহায়তা দিত, বিশেষ করে মুসলিম দেশ সমূহে (যেমনঃ মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল হাসপাতাল তৈরী, ইয়াতীম প্রতিপালন, বন্যা ও খড়ায় সহযোগিতা,

www.pathagar.com

আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের বিপর্যস্ত মোহাজের ও সকল মুজাহেদের সহযোগিতা), উহা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

(৪) মুসলিম জাহানের বড় বড় সমস্যা সমূহ (আফগান জেহাদ, ফিলিস্তিনে ইহুদী পুনর্বাসন, কাশ্মীরের আজাদী লড়াই ও ভারতীয় নির্যাতন, শ্রীলঙ্কায় মুসলিম নিধন) হতে বিশ্বের দৃষ্টি সাদ্দাম হুসাইন অন্যত্র ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন বিশ্বের কাছে এ সব সমস্যা গৌন, মূখ্য নয়।

(৫) সাদ্দামের এই অবৈধ অগ্রাসনের ফলেই মধ্য প্রাচ্য ও পারস্য উপসাগরে বিদেশী সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছে। এক কথায় সাদ্দামই এ কাজ দ্বারা বিদেশী সৈন্যকে মধ্যে প্রাচ্যে ডেকে এনেছে।

(৬) সাদ্দাম হুসাইনের ইরানের সাথে গায়ে পড়ে যুদ্ধ বাধান এবং জোর করে কুয়েত দখল ইত্যাদি পদক্ষেপ দ্বারা ইসরাইল দীর্ঘ দিন ধরে নীরিবিলি শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

সম্মেলনের ২য় দিন অর্থাৎ ১১ই সেপ্টেম্বর আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আমাদের অনুরোধে এই দিন সকাল সাতটায় আমাদের জন্য কাবা ঘরের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বে আমি বহুবার হজ্জ ও উমরা আল্লার মেহেরবাণীতে আদায় করেছি। কাবা ঘরকে কেন্দ্র করেই হাজীরা যেমন তওয়াফ করে, তেমনি কাবা ঘরকে সামনে রেখে কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায় করে। কাবা ঘরের মধ্যে কারও প্রবেশ করার অনুমতি নাই। বছরে একবার বাদশাহ বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কাবা ঘরের দরজা খুলে ধোয়া হয়। আমরা পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই কাবা ঘরের কাছে হাজির হই। অসংখ্য পুলিশ কাবার চতুর্দিকে চক্রাকারে বেরিকেট সৃষ্টি করে তাওয়াফ কারীদেরকে বেরিকেডের বাহিরে রেখে আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে নেয়। ইত্যাবসরে কাবা ঘরের একমাত্র দরজায় সিড়ি লাগিয়ে দেয়া হয়। এই সিড়ি দিয়ে কাবা শরীফের চাবী বহনকারী উপরে উঠে পবিত্র কাবা গৃহের দরজা খুলে দেন। প্রকাশ থাকে যে ইসলামের পূর্বে কুরায়েশ বংশের যে শাখা চাবীর রক্ষক ছিল, মক্কা বিজয়ের পরে হুজুর (ছঃ) তাকে ডাকিয়ে কাবা ঘর খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং কাবা ঘরকে দেব-দেবীর মুর্তি হতে পবিত্র করে দরজা বন্ধ করে চাবী পূর্ববত চাবী রক্ষকের হাতে দিয়ে ঘোষণা দেন যে, আজ হতে এই চাবী পুরুষানুক্রমে তোমার পরিবারের কাছেই থাকবে।

দরজা খোলার পরে আমরা গ্রুপ গ্রুপ করে ভিতরে প্রবেশ করে কান্না জড়িত কণ্ঠে করুণ ভাবে মহান আল্লার দরবারে দোয়া করে বেড়িয়ে আসি। অতঃপর যথারীতি গোসল ও নাস্তা সেরে আমরা সম্মেলনে উপস্থিত হই। এ দিন দুপুরে আমাদের খানার দাওয়াত দিয়েছিলেন মক্কা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। পরের দিন দুপুরে আমাদের খানার দাওয়াত দেন কাবা শরীফের প্রধান ইমাম সেখ

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ বিন সুবাইল। উভয় জায়গার খানায় প্রায় হাজার খানেক মেহমান উপস্থিত ছিলেন। এখানে খানার অনষ্ঠানে কুয়েতের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। খানার অনুষ্ঠানে কাবা শরীফের প্রধান ইমাম আব্দুল্লাহ বিন সুবাইল মেহমানদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেন। অতঃপর আমরা খানা পর্ব শেষ করে হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নেই। সম্মেলনের শেষ দিন রাত্রের খানার ব্যবস্থা করেছিলেন মক্কা শরীফের একজন বিশিষ্ট ধনী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি আরাফার ময়দানে বিরাট এলাকা নিয়ে কার্পেট বিছিয়ে আরবী ঐতিহ্যানুসারে আমাদের বসার ও খানার ব্যবস্থা করেছিলেন। অসংখ্য বড় বড় খাঞ্চায় পর পর পোলাওর উপরে আস্ত দুম্বা রোষ্ট করে বসিয়ে রেখেছিলেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে তৃপ্তি সহকারে খানা খেয়ে রাত্রে মক্কা শরীফে হোটেলে ফিরে এসে বিশ্রাম নেই।

সম্মেলনের শেষ বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন রাবেতাতুল আলমে ইসলামীর সভাপতি শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজ। সম্মেলনে চৌদ্দ দফা সম্বলিত ঘোষণা পত্র পাঠ করে শুনান রাবেতার সুযোগ্য সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ আবদুল্লাহ বিন নাসিফ। যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। ঘোষণা পত্রের বিষয় সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) যেহেতু কোরআন ও হাদীসের নির্দ্দেশের আলোকে মুসলমানের পরস্পরের জান,মাল ও ইজ্জত পরস্পরের জন্য পবিত্র ও সম্মানজনক, তাই এই সম্মেলন ইরাক কর্তৃক কুয়েতে আগ্রাসন, অর্থ সম্পদ লুট, নারীদের উপরে পাশবিক নির্যাতন, বাড়ীঘর ধ্বংস ও সৌদী সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের তীব্র নিন্দা করছে।

(২) এ সম্মেলন ইরাক সরকারকে নিঃশর্ত ভাবে কুয়েত ও সৌদী সীমান্ত হতে অবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহারের এবং আগ্রাসনজনিত যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দানের আহবানজানাচ্ছে।

(৩) রাবেতাতুল আলমে ইসলামীর এ সম্মেলন কুয়েতের বৈধ সাবাহ সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবী জানাচ্ছে।

(৪) যেহেতু ইসলামী শরীয়ত মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জাতি সমূহের সাথে যাবতীয় চুক্তি মেনে চলার নির্দ্দেশ দান করে এবং নিজ নিজ দেশে অবস্থিত কুটনীতিকদের ও বিদেশী ও বিজাতীয় নাগরিকদের জান-মালের নিরপত্তার হুকুম দেয় সেহেতু এই সম্মেলন ইরাক সরকারকে উপরোক্ত ইসলামী ও আন্তর্জাতিক বিধান মেনে চলার আহবান জানাচ্ছে।

(৫) অমুসলিম বিদেশী সেনা বাহিনীর সহযোগিতা নেয়ার ব্যাপারে বিশ্বের খ্যাত নামা ওলামায়ে কেরামের মতামত পর্যালোচনা করে সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, সৌদী সরকার প্রতিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজনে যে অমুসলিম বাহিনীর সহযোগিতা নিয়েছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও বৈধ। তবে ইহা শর্তাধীন ।

www.pathagar.com

যখনই সৌদী সীমান্ত ও কুয়েত হতে ইরাকী সৈন্য চলে যাবে এবং আক্রমনের ভীতি তিরোহিত হবে তখনই বিদেশী বাহিনীকে এখান হতে চলে যেতে হবে। সম্মেলন ও, আই, সি'র তত্ত্বধানে একটি স্থায়ী মুসলিম সামরিক বাহিনী গঠনের আহবান জানাচ্ছে যেন মুসলিম দেশ সমূহ প্রয়োজনে এর সহযোগিতা নিতে পারে।

(৬) সম্মেলন মনে করে মুসলিম উম্মার নূতন করে তওবা ও আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন সুন্নার অনুসরণ করা এবং মুসলিম যুবকদেরকে ঈমানী ও জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, যাতে করে তারা মুসলিম উম্মাকে আগ্রাসনের জুলুম হতে হেফাযত করতে পারে।

(৭) এই সম্মেলন সকল মুসলিম সরকার এবং সংস্থা সমূহের প্রতি আহবান জানাচ্ছে তারা যেন নিজ নিজ দেশ ও অঞ্চলে যুদ্ধ সংগঠিত না হওয়ার এবং শান্তি নিরাপত্তার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা জারি রাখেন।

(৮) এই সম্মেলন মুসলিম সরকার ও সংস্থা সমূহের প্রতি আহবান জানাচ্ছে তারা যেন মুসলিম উম্মার ঐক্যের স্বার্থে অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষাকে মজবুত করার জন্য ইসলামী কমন মার্কেট ও সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপর হয়।

(৯) রাবেতার এ সম্মেলন মুসলিম দেশের সরকার সমূহকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিচার-ফয়সালাসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামী আইন কার্যকরী করার, সরকার ও সংস্থা সমূহের মধ্যে ইসলামের শুরাই ব্যবস্থা চালু করার, মুসলিম সমাজকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার এবং প্রচার মাধ্যমকে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা হতে পবিত্র করার আবেদন জানাচ্ছে।

(১০) এই সম্মেলনের পক্ষ হতে একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে যার কাজ হবে সংকট নিরসনের জন্য বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সংকটের গভীরতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করা ও উহা নিরসনের পথ নির্দ্দেশকরা।

(১১) এই সম্মেলন বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা সমূহের প্রতি আহবান জানাচ্ছে তারা যেন নিজ নিজ দেশে বর্তমান মধ্যে প্রাচ্যের এই পরিস্থিতির ব্যাপারে সম্মেলনের দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত সমূহের ব্যাখ্যা দানের জন্য সম্মেলন ও সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।

(১২) রাবেতার এ সম্মেলনে বিভিন্ন ইসলামী সাহায্য সংস্থার প্রতি আহবান জানাচ্ছে যে, উপসাগরীয় এ বিপর্যয়ের কারনে যে সকল দেশের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য যেন এ সব সংস্থা এগিয়ে আসে।

(১৩) সম্মেলন এ ব্যাপারটির দিকে মুসলিম উম্মার দৃষ্টি আকর্ষন করছে যে, উপসাগরের এই আকস্মিক ফেতনা যেন মুসলিম উম্মার প্রধান প্রধান সমস্যা যেমন

www.pathagar.com

আল-কুদস, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও সংখ্যালঘু মুসলমানের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাকে উদাসীন না করে দেয়।

(১৪) যে সব দেশ, সংস্থা ও ইসলামী সংগঠন এই বিপদের সময় কুয়েতের পার্শ্বে এসে দাড়িয়েছে এবং ইরাকী আগ্রাসন ও সৌদী সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের নিন্দা করেছে, এ সম্মেলন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সম্মেলন হারামাইনের খাদেম সৌদী জনগন এবং যে সব সরকার কুয়েতের পার্শ্বে এসে দাড়িয়েছে তাদেরও শুকরীয়া আদায় করছে।

১২ই সেপ্টেম্বর বিকালের অধিবেশনে সেক্রেটারী জেনারেলের ১৪ দফা ঘোষনা পাঠ এবং সেখ বিন বাজের সমাপ্তি ভাষনের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রেরীত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বক্তব্যের কপি বিভিন্ন দেশ হতে আগত বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করা হলে যারা পাননি তাদের কেউ কেউ হোটেলে এসে আমার কাছ থেকে বক্তব্যের কপি চেয়ে নিয়েছেন। কেননা উপসাগরীয় এই সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা, বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব কি চিন্তা পোষন করেন তা জানার জন্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিদেরকে আমি আগ্রহশীল পেয়েছি। অধ্যাপক সাহেবের বক্তব্য মক্কা, মদীনা, জেদ্দা ও রিয়াদের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও আমি বিতরন করেছি।

সম্মেলন ১২ই সেপ্টেম্বর শেষ হলে পরে পরের দিন রাবেতা কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদেরকে পবিত্র মদীনা শরীফ জিয়ারাতের ব্যবস্থা করান। রাত্রেই আমাদেরকে জানান হয় যে, আমাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্লেন চার্টার করা হয়েছে। সুতরাং নাস্তা শেষ করে ১৩ তারিখ ভোর সাতটায় যেন আমরা নিজ নিজ হোটেল হতে রাবেতার প্রেরিত গাড়ীতে জেদ্দা গিয়ে পৌছি। ঘোষনা ও প্রোগ্রাম মোতাবেক আমরা ২ দিনের সফর উপযোগী কাপড়-চোপড় নিয়ে গাড়ীযোগে জেদ্দা গিয়ে প্লেনে আরোহন করি। ৪৫ মিনিট উড়ে প্লেন আমাদেরকে নিয়ে মদীনা এয়ার পোর্টে অবতরন করে। এখানে সরকারী গাড়ী ও সরকারী অভ্যর্থনাকারীরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। আমরা গাড়ীতে করে আমাদের জন্য বুক করা দুটি হোটেলে হাজির হয়ে স্ব স্ব রুমে চলে যাই। আমাদের জন্য দেড় দিনের প্রোগ্রাম পূর্বাহ্নেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। ১৩ তারিখে মসজিদে নববী ও হুজুরের পবিত্র মাজার শরীফ জিয়ারতের পরে আমাদেরকে মদীনা শরীফ হতে কয়েক কিলোমিটার দূরে তাবুক রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত বাদশাহ ফাহদ কোরআন কমপ্লেক্স দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন আকারের কোরআন শরীফ অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমানে ছাপার জন্য এখানে প্রশস্ত এলাকা নিয়ে সর্বাধুনিক প্রেস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে থেকে বিভিন্ন সাইজের বছরে আড়াই কোটি কপি কোরআন শরীফ ছাপা হয়ে বিশ্বের মুসলমানদের

www.pathagar.com

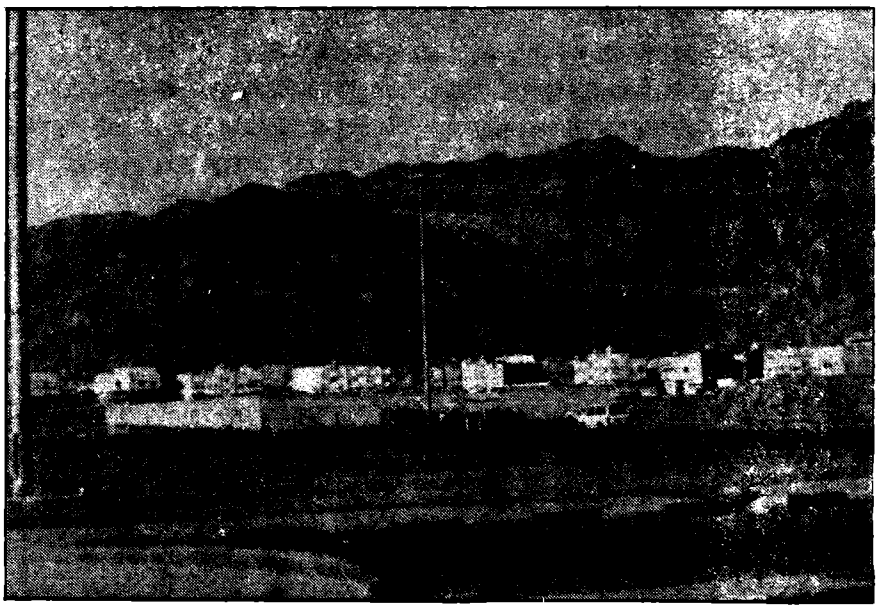

ওহুদ প্রান্তর .

চাহিদা পুরন করে। কোরাআন কমপ্লেক্স দেখে আমরা মসজিদে নববীতে এসে মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করি। অতঃপর হোটেলে ফিরে এসে খানা খাই। খানার পরে মদীনায় কর্মরত ইসলামী আন্দোলনের বাংলাদেশী ভাইয়েরা এসে সাক্ষাত করে। তাদের সাথে কথা-বার্তা সেরে তাদেরকে বিদায় করে ঘুমিয়ে যাই। পরের দিন ছিল শুক্রবার। এ দিনই সন্ধ্যায় আমাদের মক্কা শরীফে ফিরে আসার কথা। এ দিনের প্রোগ্রাম ছিল নাস্তার পরে হোটেল শেরাটনের কনফারেন্স রুমে মেহমানদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অভ্যর্থনা সভায় যোগদানের। প্রকৃত পক্ষে এ অভ্যর্থনা ছিল মসজিদে নববী সম্প্রসারনের বিরাট নির্মান কাজ যে কোম্পানী হাতে নিয়েছে সেই কোম্পানীর পক্ষ হতে। কোম্পানীর প্রধান কৌশলী বড় আকারের ম্যাপের সাহায্যে আমাদেরকে সম্প্রসারন কাজের পূর্ণ পরিকল্পনাটি দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে থাকেন। এখানের অনুষ্ঠান শেষ হলে পরে আমরা জুময়ার নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে নববীতে গিয়ে আমাদের জন্য নির্দ্দারিত জায়গায় নামাজ আদায় করে রওয়াজা শরীফে হাজেরী ও সালাম আরজ করে আবার সরকারী গাড়ীতে হোটেলে ফিরে আসি।

www.pathagar.com

এখানেই বিনলাদিন কোম্পানী (যারা হারামের নির্মান কাজের ঠিকাদার) আমাদের দুপুরের খানার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। খানার পরে কোম্পানীর পক্ষ হতে নির্মান সমাপ্তির পরে মসজিদে নববীর ও হারাম শরীফের যে আকৃতি হবে তার ছবি সম্বলিত ম্যাপ আমাদেরকে সরবরাহ করা হয়। এখন মসজিদে নববীতে একত্রে ২৮ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন। সম্প্রসারিত মসজিদে একত্রে সাড়ে ছয় লক্ষ লোক নামাজ আদায় করতে পারবেন। অজু খানায় একত্রে অজু করতে পারবেন সাড়ে ছয় হাজার লোক। একত্রে গোসল করতে পারবেন আড়াই হাজার লোক। আর আড়াই হাজার লোক একই সময় পায়খানা পেশাব করতে পারবেন।

মাটির নীচে যে গাড়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থা হবে তাতে এক সঙ্গে চার হাজার ছিয়ানব্বই খানা গাড়ী পার্ক করে রাখা যাবে। খানার পরে আমরা এই হোটেলেই অনেকে অজু করে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহরামের কাপড় পরে নেই। অতঃপর আমরা বিমান বন্দরে হাজির হয়ে চার্টার প্লেনে জিদ্দা ফিরে এসে গাড়ী যোগে মক্কা শরীফ গিয়ে হাজির হই। ১৪/১৫ দুদিন মক্কা শরীফে দেখা সাক্ষাতে কাটাই। ফাকে এক দিন জেদ্দা গিয়ে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট কুয়েতের নাগরিক ফুয়াদ আবদুল্লাহ উমরের সাথে সাক্ষাত করি। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু ও বয়তুজ্জাকাত কুয়েতের সাবেক ডি,জি,। ১৪ তারিখ দুপুরে কুয়েতের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব জমিয়াতুল ইসলাহের সভাপতি জনাব আবদুল্লাহ আলী মোতাওয়ার মক্কা শরীফের বাড়ীতে খানার দাওয়াতে উপস্থিত হই এবং তার কাছ হতে তার পরিবারের ও কুয়েতের অন্যান্য বন্ধুদের খোজ খবর নেই। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রের একটি ফ্লাইটে জিদ্দা হতে রিয়াদ যাই।

১৭ই ও ১৮ই দুদিন রিয়াদে দারুল ইফতা, রাবেতা ও ওয়ামির অফিসে হাজির হয়ে কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করি। মুহামদ বিন সৌদ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যাঞ্চেলরের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার অফিসে গিয়ে শুনি তিনি জেদ্দায় কনফারেন্স প্যালেসে অবস্থান করছেন। যেহেতু তার সাথে সাক্ষাত করা জরুরী ছিল, তাই তার রুম ও ফোন নং নিয়ে ১৯ তারিখে রাত্রে মক্কা শরীফে ফিরে এসে তার সাথে টেলিফোনে যোগা যোগ করলে তিনি আমাকে পরের দিন বেলা ১১ টায় সাক্ষাতের সময় দেন। মক্কা শরীফ হতে স্নেহবর শহীদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে সময় মত গিয়ে আমি জেদ্দার কনফারেন্স প্যালেসে হাজির হই। প্রকৃত পক্ষে কনফারেন্স প্যালেস হল একটি অত্যাধুনিক উন্নত ধরনের হোটেল। যেখানে কনফারেন্স করার জন্য বড় বড় হল ও উন্নত ব্যবস্থাও আছে। এখানে উপস্থিত হয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে মালয়শীয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা আঃ হাদী আউঙ্গ, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির কাজী হুসাইন আহমদ, নায়েবে আমির অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ও খলিল হামেদী সাহেবের সাক্ষাত পাই। তারা কেন রাবেতার সম্মেলনে আসলেন না জিজ্ঞাসা করায় বললেন, আমরা লন্ডন হতে জর্দান

www.pathagar.com

গিয়েছিলাম এবং সেখান হতে গতকাল জেদ্দায় এসেছি। আমরা রাবেতা সম্মেলনে এই জন্য যোগ দেই নাই যে, ডাঃ হাছান তোরাবীর (সুদানের জাবহাতুল ইসলামিয়ার পার্টির প্রধান ও সাবেক মন্ত্রী) নেতৃত্বে আমাদের একটা দল শান্তিপূর্ণ উপায় সমস্যা সমাধানের চেষ্ঠায় জর্দ্দান হয়ে এখানে এসেছি। গতরাত্রে বাদশাহ ফাহদ ও সৌদী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেছি। এখন আমাদের প্রেস কনফারেন্স হবে। আমি বললাম সৌদী ও কুয়েতী সরকার সমঝোতায় রাজী হবেন। তবে আমার বিশ্বাস সাদ্দাম আপনাদের এ প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখবেন না এবং আপনাদের কথা শুনবেন না। পরবর্তীতে আমার এ ভবিষ্যত বাণী হুবহু খেটে গিয়েছিল।

কিছুক্ষন পর ডাঃ হাছান তোরাবীর প্রেস কনফারেন্স গিয়ে হাজির হই। এখানে ডাঃ হাছান তোরাবী, জর্দ্দানের ইখওয়ান প্রধান আঃ রহমান খলীফা, সুদানের ইব্রাহিম মাহদী, মিশরের পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা ইব্রাহিম শুকরীর সাক্ষাত পাই। ডাঃ হাছান তোরবীই সাংবাদিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদলের পক্ষ হতে বক্তব্য রাখেন ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জওয়াব দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শেষ হলে পরে আমি নেতৃবৃন্দের সাথে কুশল বিনিময় করি। প্রকাশ থাকে যে ইনারা প্রায় সকলেই আমার পূর্ব পরিচিতি। মধ্যে প্রাচ্যের সমস্যা নিয়ে যখন মক্কার রাবেতা সম্মেলনে আলোচনা চলছিল। তখন এনারা মধ্যস্ততা প্রচেষ্টায় জর্দ্দানের রাজধানী আম্মানে অবস্থান করছিলেন। ফলে এনারা রাবেতা সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি। প্রতিনিধিদের কেউ কেউ আমাকে বললেন, আমাদের ধারণা ছিল রাবেতা সম্মেলনে অবশ্যই কুয়েতে ইরাকী আগ্রাসন ও সৌদী বর্ডারে সৈন্য সমাবেশের ইরাকী কার্যক্রমের নিন্দা করা হবে। সুতরাং আমরা নিন্দা প্রস্তাবে শরীক হওয়ার পরে ইরাক হয়ত আমাদের মধ্যস্তার ব্যাপারে একটা অজুহাত তুলতে পারে। তাই আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই রাবেতার সম্মেলনে হতে অনুপস্থিত রয়েছি। অবশ্য প্রতিনিধি দল তাদের প্রোগ্রাম মোতাবেক সৌদী আরব হতে আম্মান ও বাগদাদ সফর করেন। কিন্তু সৌদী ও কুয়েতি কর্তৃপক্ষ তাদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেও সাদ্দাম হুসাইন প্রতিনিধি দলকে হতাশ করেছেন। যার বিবরন আম্মান হতে প্রকাশিত ডাঃ হাছান তোরাবীর বিবৃতির মাধ্যমে পাওয়া গেছে।

আমি কনফারেন্স প্যালেসেই নেতৃবৃন্দের সাথে দুপুরের খানা খেয়ে ডাঃ আবদুল্লাহ তুর্কির সাথে সাক্ষাত ও কথা-বার্তা সেরে সোজা মক্কা শরীফে চলে এসে বিদায়ী তওয়াফ করে হোটেলে চলে আসি। অতঃপর মাগরিব বাদ রাবেতার গাড়ীতে দেশে আসার উদ্দেশ্যে জেদ্দা রওয়ানা হই। জেদ্দা এয়ার পোর্টে স্নেহবর শহীদুল ইসলাম, মতিউর রহমান খান ও মাসফুকুর রহমান আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায়।

www.pathagar.com

আমার কুয়েত সফর

উপসাগরীয় আরব দেশ সমূহের মধ্যে কুয়েত একটি ছোট্ট ধনবান দেশ, এর মোট আয়তন হল ১৭,৮১৮ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ ৬,৯৬০ বর্গমাইল। কুয়েতের উত্তর সীমান্ত হতে দক্ষিণ সীমান্তের দূরত্ব হল ২০০কিলোমিটার অর্থাৎ ১২৪ মাইল। আর পূর্ব-পশ্চিম সীমান্তের মধ্যে দূরত্ব হল ১৭০ কিলোমিটার অর্থাৎ ১০৬ মাইল। কুয়েতে যেমন কোন পাহাড়-পর্বত নেই, তেমনি এ ছোট্ট দেশটিতে কোন নদ-নদীও নাই। আরব উপসাগরের উত্তর পশ্চিম কোনে দেশটি অবস্থিত। এর উত্তর পশ্চিমে ইরাক, দক্ষিণ পশ্চিমে সৌদী আরব, এবং পূর্বে হল আরব উপসাগর। কুয়েতের বর্তমান জনসংখ্যা হল ১৯,৫৪,৮৭৮। কুয়েত একটি আমির শাসিত দেশ হলেও নির্বাচিত একটি পার্লামেন্ট যেমন আছে, তেমনি আছে একটি শাসনতন্ত্র। বিগত ১৯৯০ সনের ২রা আগষ্ট আগ্রাসী ইরাক সব রকমের নীতি নৈতিকতার মাথা খেয়ে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে কুয়েত দখল করে নিয়েছে। ফলে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে এই অগ্রাসনের নিন্দায় মূখর হয়েছে এবং ইরাককে অবিলম্বে কুয়েত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য জাতিসংঘ, ও, আই, সি, আরব লীগ প্রমূখ বিশ্ব সংস্থা সমূহ প্রস্তাব পাশ করেছে, আর এরই ফলে কুয়েত সম্পর্কে জানার জন্য বিশ্ব বাসী সহ বাংলা দেশের জনগণের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আমার সফর বিবরণ লেখার পূর্বে কুয়েত সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বিবরন দিতে চাই।

ঐতিহাসিকদের মতে ষোল শতাব্দীতে বনি খালিদ বংশের শাসক বররাক কর্তৃক কুয়েত নির্মিত হয়। "কুত" শব্দ হতে কুয়েতের উৎপত্তি। প্রাচীন আরবীতে পাথরের তৈরী দূর্গসম সাগর পারের ঘরকে কুত বলা হতো। বনি খালিদ বংশের লোকেরাই সর্ব প্রথম এই এলাকায় এই ধরনের ঘর তৈরী করে। দীর্ঘ দিন বনি খালিদ বংশ পূর্ব আরবের অত্র এলাকার একটি বিরাট অংশের উপরে তাদের শাসন ক্ষমতা বিস্তার করে রেখে ছিল। অতপরঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময় নজদ হতে প্রভাব শালী সাবাহ গোত্র এখানে হিজরত করে এসে বসবাস করতে থাকে। বনি খালিদ বংশের শাসক কুয়েত নামের এই ছোট্ট এলাকাটি সাবাহ পরিবারকে উপঢৌকন হিসাবে দান করে। এটা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝির সময়ের ঘটনা। ১৭৬৫ সনে ডেনমার্কের একজন পর্যটক অত্র এলাকা ভ্রমণ করে যে ম্যাপ তৈরী করে তাতে এখানকার নাম কুয়েত দেয়া হয়। তিনি লিখেছেন ঐ সময় এই শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০,০০০ হাজার এবং তাদের ৮০০ আটশত সামুদ্রিক নৌযান ছিল। মাছ ধরা, মুক্তা আহরন এবং ব্যবসার মাধ্যমে তারা তাদের জীবিকা আহরন করতো। ১৭৭৬ সন হতে এখানে বৃটেনের আনাগোনা শুরু হয়।

www.pathagar.com

১৮০৬ সনে বৃটিশ সরকার কুয়েতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। অতঃপর ১৮৯৯ সনের ২৩ শে জানুয়ারী বৃটেনের সাথে একটি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে অত্র এলাকার বৃটিশ সরকারের প্রধান্য স্বীকার করে নেয়া হলেও পূর্ববৎ সাবাহ পরিবারই কুয়েত শাসন করতে থাকে। অতঃপর ১৯৬১ সনে কুয়েতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে উক্ত চুক্তির সমাপ্তি ঘটে।

১৯২২ সনে বৃটিশের মধ্যস্থতায় ইরাক, সৌদী আরব ও কুয়েতের এক যৌথ কনফারেন্সে কুয়েতের বর্তমান সীমানা স্বীকৃত হয়। অতঃপর এ পর্যন্ত সকলেই ঐ স্বীকৃত সীমানার প্রতি তাদের অনুমোদন অব্যাহত রেখেছে। ১৭৫৬ সন হতে ১৯৯০ পর্যন্ত সাবাহ বংশের ১৩ জন শাসক পালাক্রমে কুয়েত শাসন করেন। সর্ব প্রথম আমিরের নাম ছিল সেখ সাবাহ বিন জাবের। আর বর্তমান আমিরের নাম হল সেখ জাবের আহমদ আল জাবের আল সাবাহ। ১৯২৩ সনে সর্বপ্রথম কুয়েতে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৩০ সনে সর্বপ্রথম কুয়েত শহরে মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠা হয়। কুয়েতের সপ্তম আমির সেখ মুবারক ইবনে সাবাহ ছিল খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন শাসক। তার সময়ই আধুনিক কুয়েতের গোড়া পত্তন শুরু হয়। বর্তমান কুয়েত একটি ধনী দেশ। এখানকার মাথা পিছু আয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। কুয়েত দেশটির রাজধানী কুয়েত সিটি একটি অত্যাধুনিক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন শহর, যার তিন দিকে সাগর। শহরটির প্রকৃতিক সৌন্দর্য্য খুবই আকর্ষনীয় ও মনোরম। কুয়েতের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহে লক্ষ লক্ষ বিদেশী নাগরিক কার্যরত ছিল। ইরাকী অগ্রাসনের ফলে তাদেরকে খালিহাতে কুয়েত ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। কুয়েত আমির শাসিত দেশ হলেও পার্লামেন্ট ও সংবিধান থাকার কারনে এখানে বাক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অন্যান্য রাজতান্ত্রিক দেশের তুলনায় অধিক। তাছাড়া ইসলামী কাজকর্ম ও ইসলামের প্রসার ও প্রচারে সরকারী উদ্যোগ প্রসংশনীয়। কুয়েতের সংবিধানের ২ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কুয়েতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হল ইসলাম এবং আইনের মূল উৎস হবে ইসলামী শরীয়ত।"

আমি আওকাফ মিনিষ্ট্রি ও কুয়েতস্থ বাংলাদেশ ইসলামী সোসাইটির আমন্ত্রনে বহুবার কুয়েত সফর করে ইসলামী সভা-সমিতিতে বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের উপরে বক্তব্য রেখেছি। কুয়েতের সকল মসজিদই সরকার পরিচালিত। ইমাম, মোয়াজ্জেম, খাদেমের বেতনাদি সহ যাবতীয় খরচাদি আওকাফ মিনিষ্ট্রি বহন করে। কুয়েতে যেহেতু বিভিন্ন মুসলিম দেশের বহুভাষাভাষী লোক বাস করে, তাই তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কুয়েত সরকার তাদের মধ্যে দ্বীনি দাওয়াত ও তালিমের জন্য তাদের ভাষাভাষী আলেমদেরকে ঐ সব বিদেশীদের দেশ হতে আসার ভিসা দান করে এবং বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেয়। উপমহাদেশের (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান) ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য এখানে যৌথভাবে সরকারী সহযোগিতায় দুটি প্রতিষ্ঠান করেছে, যার একটির নাম দারুল

www.pathagar.com

কোরআন, অপরটির নাম তালিমুল কোরআন। এখানে উন্নত ধরনের পাঠাগার যেমন আছে, তেমনি আছে আরবী ভাষা সহ ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা। এখানে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান হতে আগত চাকুরীজীবি লোকেরা অবসর সময় শিক্ষা গ্রহন করে। এ সব শিক্ষার্থীদেরকে সরকার মাসিক একটা বৃত্তিও প্রদান করে। কুয়েতে অধিকাংশ সফর আমি রমজানে করেছি। আর এই রমজান মাসে পাক ভারতের উর্দ্দুভাষাভাষী ভাইদের ইফতার মাহফিল ও দরসে কোরআনের মাহফিলেও আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রেখেছি ও দরসে কোরআন দিয়েছি। তবে আমার বেশীভাগ প্রোগ্রামই হত বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কুয়েতের উদ্যোগে এই সোসাইটি সাফাত, যাইতান, ফরিওযানিয়া, জাহরা, আহমদীয়া ও জাহাহিল এলাকার বিভিন্ন মসজিদে ও হলে ওয়াজ মাহফিল, ইফতার মাহফিল, দরসে কোরআন ও সুধী সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিল কুয়েতস্থ বাংলাদেশী ভাইদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দান ও ইসলামী ইলেমের চর্চ্চার যে ব্যবস্থা করেছিল তা সত্যই প্রংসাযোগ্য। গত রমজান মাসেও এই সমিতি আহত বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করে এসেছি। আমাদের বাংলাদেশের বেশকিছু আলেম কুয়েতে বিভিন্ন মসজিদে ইমাম হিসাবে কর্মরত আছে। তাদের অধিকাংশই এই সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট।

কুয়েতে কুয়েতি ইসলাম প্রিয় ভাইদের প্রতিষ্ঠিত ১৫ টি ইসলামী প্রতিষ্ঠান আছে। যেগুলি কুয়েতের ভিতরে ও বাহিরে ইসলামের প্রচার প্রসার ছাড়াও নানা ধরনের সমাজ সেবা মূলক কাজ করে থাকে। নিম্নে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম ও পরিচয় দান করা হলো।

১। জমিয়তে ইছলাহুল—ইজতেমায়ী

প্রধানঃ আব্দুল্লাহ আলি আল মোতাওয়া

কুয়েতের একজন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব, একজন দানশীল ধনবান মুসলিম ও রাবেতাতুল ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কুয়েতের সব মহলে তার বেশ জন প্রিয়তা। তার পরিবার কুয়েতে ও কুয়েতের বাহিরে অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। জমিয়াতুল ইসলাহের সেবা মূলক কাজ সারা দুনিয়ায়ই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মোতাওয়া সাহেবের সাথে আমার খুবই হৃদতা। তার বাড়ীতে আমি বেশ কয়েক বার দাওয়াত খেয়েছি। বাংলাদেশের বণ্যায় ও বাংলাদেশের দুর্গত বিহারীদের জন্য তার দান তুলনাহীন। জমিয়াতুল প্রতি বছর-রমজান মাসে তার কেন্দ্রীয় দপ্তরে ইসলামী পুস্তকাদির বিশদিন ব্যাপী এক আকর্ষনীয় প্রদর্শনী করে থাকে। তা ছাড়া "আল-মুজতামা" নামীয় একটি আর্ন্তজাতিক মানের মাসিক পত্রিকাও জমিয়ত বের করে। আমি বহুবার জমিয়তের কেন্দ্রীয় দপ্তর হাজির হয়ে তার বিভিন্নমুখী কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছি।

www.pathagar.com

২। হায়াতুল খায়রিয়াতুল ইসলামিয়াতুল আলামীয়া

প্রধানঃ ইউসুফ জাসেমুলহিজ্জি প্রাক্তন আওকাফ মন্ত্রী

খুবই মানবদরদী নেক লোক। সারা দুনিয়ার বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য তার চিন্তা। আফগান ও ফিলিস্তিনের জেহাদে তার দান অতুলনীয়। খৃষ্টান মিশনারীদের অশুভ তৎপরতা হতে দরিদ্র দেশের মুসলমানরেদকে রক্ষা করার জন্য তিনি ও তার প্রতিষ্ঠান দিবা-রাত্রি কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বহুবার বাংলাদেশ সফর করেছেন। ১৯৮৮ সনের বণ্যায় তার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের যে খেদমত করেছেন তা তুলনাহীন। কুয়েত ইরাকের বায়াছ পার্টির সরকার কতৃক দখল হওয়ায় আমরা আবদুল্লা আলী মোতওয়া ও ইউসূফ হিজ্জির জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিন্তু আল্লার মেহেরবানী এনারা উভয়ই কুয়েতে অগ্রাসন চালাবার সময় দেশের বাইরে ছিলেন। উভয়ের সাথেই মক্কা সম্মেলনে (সেপটেম্বর-১৯৯০) আমার দেখা হয়েছে। মোতওয়া সাহেবের মক্কা শরীফের বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে এ সময় আমি খানাও খেয়েছি। হায়াতে খায়রিয়ার বেশ কয়েকটি সম্মেলনে আমি আমন্ত্রিত হিসাবে যোগদান করেছিলাম।

(৩) বয়তুজ্জাকাত (আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানঃ)

বর্তমান প্রধানঃ দহি আবদুল কাদের আল-আজিল। কুয়েত দখলের সময় ইনি কুয়েতেই ছিলেন। এখন তিনি সাদ্দামের জেল খানায়। ইনি খুবই নেক লোক। বহুবার বাংলাদেশ সফর করেছেন। বয়তুজ্জাকাত কুয়েতের ভিতরে ও বাহিরে ইয়াতিম ও বিধবাদের সাহায্য দান ছাড়াও মসজিদ, মাদ্রাসা ও হাসপাতাল ইত্যাদিতে সহযোগিতা দান করে থাকে।

(৪) জমিয়াতে ইহয়ায়ে তুরাছুল ইসলামীঃ

প্রধানঃ তারেক ইসা।

একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার ও দ্বীনদার লোক। এ প্রতিষ্ঠানটাও ইসলাম প্রচার-প্রসার ও নানা ধরণের সমাজ সেবা মূলক কাজ করে থাকে। মূলতঃ এটা সলফী অর্থাৎ আহলে হাদীসদের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান।

উপরোক্ত ধরনের আরও ১১টি প্রতিষ্ঠান ইসলাম ও মুসলমানের সেবা করে যাচ্ছিল এর সিংহাভাগ ফান্ড কুয়েতের দ্বীনদার লোকেরাই যোগান দেয়।

কুয়েতের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে পর্দা প্রথা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়। তবে আধুনিকতার ছোয়াও বেশ কিছু কুয়েতি পরিবারকে প্রভাবান্বিত করেছে। বিশেষ করে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ফিলিস্তিনি যারা কুয়েত সরকারের কাছ হতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে এখানে বসবাস করছে। তাদের মধ্যে পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনা বেশ। এ ছাড়াও কুয়েতে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকে লেবাননী ও সিরিয়ার

www.pathagar.com

মহিলারা ব্যাপক ভাবে চাকুরী-বাকুরী করছে। যারা পর্দার আদৌ ধার ধারে না। অনেক ধনী পরিবার ফিলিস্তিন, থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া ও শ্রীলঙ্কার মেয়েদেরকে ভিসা দিয়ে নিয়ে ঘরের খাদেমা হিসাবে নিয়োগ করেছে। অর্থাৎ একদিকে যেমন সরকারী ও বেসরকারী ভাবে জনগনকে ইসলামের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচষ্টা চলছে, তেমনি আধুনিকতাবাদীরা কুয়েতের ইসলামী পরিবেশকে বিঘ্নিত করার চেষ্টাও অব্যাহত রাখছে।

www.pathagar.com

আমার জর্দান সফর

(২রা অক্টোবর হতে ৬ই অক্টোবর–১৯৮৩)

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত জর্দান একটি এতিহ্যবাহী আরবদেশ। এর পূর্বে ইরাক,পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর, দক্ষিণে সৌদি আরব, আর উত্তরে সিরিয়া ও অবৈধ ইস্রাইলি রাষ্ট্র। ১৯৮৯ সনের আদম শুমারী মোতাবেক জর্দানের জনসংখ্যা হল ৩৯,৬৭০০০ হাজার। জনসংখ্যার প্রায় ৯৫% ভাগ মুসলমান। মাতৃভাষা আরবী। বাদশাহ হুসাইন হল বর্তমানে জর্দানের শাসক। দেশটি রাজতান্ত্রিক দেশ, তবে একটি মন্ত্রী সভা ও একটি নির্বাচিত পার্লামেন্টও আছে। এক কালের তুর্কি খলিফার মক্কা মদীনার গভর্ণর শরীফ হুসাইন ছিল বর্তমান জর্দানের বাদশার পরদাদা বা প্রপিতামহ। দেশটি কৃষি প্রধান। গম, জয়তুন, শশা, টমেটো, তরমুজ, লেবু ও নানা ধরনের ফলমূল এখানে উৎপন্ন হয়। দেশটি সাধারণতঃ শীত প্রধান।

জর্দান ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস খুব প্রাচীন। অতিপ্রাচীনকালে এই এলাকাকে কেন্দ্র করে মানব বসতির সুচনা হয় এবং এখান থেকেই মানববংশ পৃথিবির বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই এলাকায়ই আগমন ঘটেছিল বহু পয়গম্বরের। হজরত ইব্রাহীম, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব, হজরত মুসা, হজরত দাউদ, হজরত জাকারীয়া ও হজরত ঈসা প্রমূখ নবী–রসুলদের আবির্ভাব ঘটেছিল এই এলাকায়। এখানে জেরুজালেমে পবিত্র বয়তুলমোকাদ্দাস অবস্থিত। ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় যে, গ্রীকবীর আলেক জান্ডার ঈসার (আঃ) জন্মের ৩৩২ বছর পূর্বে জর্দান সহ এই এলাকা দখল করেন। পরে হজরত ঈসার জন্মের ৬৩ বছর পূর্বে রোমানরা এই এলাকা দখল করে তাদের সম্রাজ্য ভুক্ত করেন। জর্দান ও জেরুজালেম যখন রোমান সম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তখনই জেরুজালেস্থ বৈথেহেলমে হজরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহন করেন। ঈসার (আঃ) জন্মের ৩১৩ বছর পর তদানীন্তন রোম সম্রাট কনষ্টানটাইন হজরত ঈসার (আঃ) ধর্ম গ্রহন করে উহাকে রাষ্টীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষনা দেন। অতঃপর ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ২য় খলীফা হজরত উমর এই এলাকাকে রোমান কবলমুক্ত করে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাধীনে নিয়ে আসেন। অতঃপর ১০৯৯ সনে ইউরোপীয় খৃষ্টান ক্রুসেডাররা অল্প দিনের জন্য এই এলাকা দখল করে নেয়। কিন্তু মিশরীয় মামলুকরা সুলতান সালাহুদ্দীনের নেতৃত্বে আবার খৃষ্টান কবল মুক্ত করেন এবং ১৫১৭ সন পর্যন্ত অত্র এলাকা মিশরীয় মামলুক শাসনাধীন থাকে। অতঃপর অটোমান তুর্কীরা মামলুকদেরকে পরাস্ত করে জর্দান, ফেলিস্তিন, সিরিয়া ও মিশর প্রভৃতি এলাকার উপরে চারশো বছর পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রাখে। পরবর্তীতে ১৯১৪ হতে ১৯১৮ পর্যন্ত যখন ১ম মহাযুদ্ধ চলছিল এবং তুর্কি খলিফা জার্মান পক্ষ অবলম্বন করছিলেন, তখন ধূর্ত ইংরেজ শরীফ হুসাইনকে উসকিয়ে তুর্কি খলিফার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় এবং তার ছেলে ফয়সলকে দিয়ে একটি আরব বাহিনী সৃষ্টি করে তুর্কিদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতায় যুদ্ধে অবতীর্ন করায়। পরে যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তখন এই এলাকা তুর্কী শাসন মুক্ত হয়ে বৃটিশ ম্যান্ডেটের অধিনে চলে আসে। ১৯৪৬ সনে বৃটেন জর্দানকে একটি স্বাধীন ষ্টেট হিসাবে ঘোষনা দেয় এবং শরীফ হুসাইনের ছেলে আবদুল্লাকে জর্দানের বাদশা নিয়োগ করে। আবদুল্লাহ নিহত হওয়ার পরে ১৯৫২ সনে বর্তমান বাদশাহ হুসাইন শাসক নিয়োগ হন।

১৯৮৩ সনে আমি ইখওয়ানুল মুসলেমুনের এক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে জর্দান সফর করি। বাংলাদেশে যেহেতু জর্দানের কোন এমবেশী নাই, তাই আমাকে ভিসা সৌদী আরবের জর্দান এমবেসী হতে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তখন এমবেসী ছিল জেদ্দায়। আমি হজ্জ উপলক্ষে আগেই সৌদী আরবে এসেছিলাম। অক্টোবর ১৯৮৩ এর ১লা তারিখে ভিসা সংগ্রহ করে ২রা অক্টোবর জর্দানের উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহন করি। ঐ একই বিমানে পাকিস্তানের জনাব খুরশীদ আহমদ ও খলিল হামেদীও সফর করছিলেন। আমরা জর্দান "আলীয়া ইনটারন্যাশনাল এয়ার পোর্টে" অবতরন করে বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে বাহির হতেই দেখি জর্দানের ইখওয়ান নেতা এডভোকেট আবদুর রহমান খলীফা তার কতিপয় সংগী সহ আমাদেরকে নেয়ার জন্য গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বিমান বন্দর হতে রওয়ানা হয়ে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে আম্মান শহরে গিয়ে হাজির হই। এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা একটি ১ম শ্রেণীর হোটেলে করা হয়েছিল। সম্মেলন শুরুর আগে আমাদেরকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক জায়গা দেখান হয়। আম্মানের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি পাহাড়ে আসহাবে কাহাফের গুহা আমাদেরকে দেখান হয়। এখানে এখনও মৃতদেহ অক্ষত অবস্থায় গুহাস্থ কবরে শায়িত আছে। রোমান শাসকদের তৈরী বিভিন্ন ইমারাত ও প্রতিষ্ঠানের রক্ষিত স্মৃতি ইত্যাদিও আমাদেরকে দেখান হয়।

জর্দানে ইখওয়ান খুবই সুসংগঠিত। এখানে রাজতন্ত্র থাকলেও রাজনৈতিক দল গঠন করার স্বাধীনতা আছে। আরব দেশ সমূহের মধ্যে জর্দানই একমাত্র দেশ যেখানে ইখওয়ান স্বাধীনভাবে কাজ করছে ও ইলেকসনে স্বনামে অংশ গ্রহণ করছে। এখানে সাইনবোর্ড সহ ইখওয়ানের অফিস আছে। এডভোকেট আবদুর রহমান খলীফা তখনও পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৮৯ সনের নির্বাচনে তিনি ও তাঁর ছেলে বিজয়ী হয়েছেন। যথাসম্ভব মোট ৮০ সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টে ইখওয়ানের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ২১জন। মোট ২৮টি ছিটে ইখওয়ান তার নমিনি দাড় করিয়েছিল। রাজনৈতিক তৎপরতা ছাড়াও জর্দানের ইখওয়ান ব্যাপক ভাবে সমাজকল্যাণ মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে আরবীতে বলা হয় "রওজা"। ইখওয়ান নেতারা আম্মান শহরে প্রতিষ্ঠিত তাদের বেশ কয়েকটি রওজা, হাইস্কুল এবং মহিলা কলেজ আমাদেরকে দেখান। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট

www.pathagar.com

হল ইসলামী পরিবেশ ও ইসলামী আখলাক ও আমল তৈরীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ। আম্মান শহরে ইখওয়ান ইসলামী জনতার আর্থিক সাহায্যে বেশ উন্নত ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালও তৈরী করেছেন। হাসপাতালটি এতই উন্নত ধরনের এবং এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা এত উত্তম ও উন্নত মানের যে, অন্য অন্য আরব দেশ হতেও বিশিষ্ট রোগীরা চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে আসে।

সিরিয়া ও ইরাকে বাছ পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে ঐ দুই দেশ হতে বহু ইখওয়ান নেতা আত্মগোপন করে জর্দানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের বেশ কয়েকজনের সাথে আমাদের আম্মানে দেখা হয়েছিল। আম্মানে আমি চারদিন অবস্থান করে ৬ই অক্টোবর আমনান হতে রওয়ানা হয়ে কুয়েত হয়ে বাংলাদেশে পৌছি। এ ভাবেই আমার সংক্ষিপ্ত জর্দান সফর সমাপ্ত হয়।

www.pathagar.com

আমার ইংল্যান্ড সফর

(সফর কাল মে-জুন-১৯৭৮)

যে চারটি রাজ্য নিয়ে গ্রেট বৃটেন যুক্তরাজ্য গঠিত তার সর্ব প্রধান রাজ্যটি হল ইংল্যান্ড। অন্য তিনটি হল স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং ওয়েলস। ইংল্যান্ড ইউরোপের একটি শীর্ষস্থানীয় দেশ। এর রাজধানী হল লন্ডন। এক কালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীও ছিল লন্ডনে। ইংল্যান্ডের আয়তন হল ১,৩০৪৩৯ বর্গ কিলোমিটার,(৫০৩৬৩ বর্গমাইল) লোক সংখ্যা হল ৪,৭১৩৭০০ চার কোটি একাত্তর লক্ষ তিন হাজার সাতশত জন। অধিবাসীদের শতকরা ৯৫% ভাগ শহরে বাস করে আর ৫% ভাগ গ্রামে। অধিবাসীরা প্রায় সবই খৃষ্টান। তবে প্রায় চার লক্ষ ইহুদীও ইংল্যান্ডে বসবাসকরে। ইহুদীদের অধিকাংশ লন্ডন সিটির আলডগেট এলাকায় (ইস্ট লন্ডনে) বসবাস করে। ইউরোপের যে কোন দেশের তুলনায় ইংল্যান্ডে ইহুদীদের সংখ্যা বেশী। পুরা ইংল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যাও ১০ লাখের কম হবেনা। এরা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত(বর্তমানে কমনওয়েলথভুক্ত) এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ হতে ব্যাবসা, চাকুরী ও লিখা-পড়ার উদ্দেশ্যে এখানে এসে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছে। এখন এরা এদেশের নাগরিক। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। শিল্প, বানিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষায় সে সময়ের বিশ্বে বৃটিশ জাতির কোন জুড়ী ছিল না। এক সময় উপমহাদেশ ছাড়াও অষ্ট্রেলীয়া, আমেরিকা ও ক্যানাডা বৃটিশ সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জন্য ছোট বেলায় যখন আমাদের দেশ বৃটিশ সম্রাজ্যভুক্ত ছিল শুনেছি যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না।

আমি বহুবার ইংল্যান্ড সফর করেছি। সর্ব প্রথম আমি গ্রেট ব্রিটেন সফর করি ১৯৭৮ সনে। ইউ,কে, ইসলামী মিশন বার্মিংহামে অনুষ্ঠিতব্য তাদের সিরাত সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসাবে অংশ গ্রহণ করার জন্য ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হতে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে আমন্ত্রণ জানান। বাংলাদেশ হতে আমি এবং মওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাইদী সাহেব আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ১৯৭৮ সনে ২৭ ও ২৮শে মে বার্মিংহামের সেন্ট্রাল মসজিদে আন্তর্জাতিক সিরাত সম্মেলনের স্থান করা হয়েছিল। আর ২৯শে মে সেন্ট্রাল হল ভিক্টোরিয়ায় সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইউ,কে, ইসলামী মিশন গ্রেটবৃটেনে যে সব মুসলমানরা বসবাস করে মূলতঃ তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দান, তাদেরকে কোরআন-হাদীস ও ইসলামী মসলা-মাসায়েলের তালিম দানের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬১ সনে সর্ব প্রথম লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনাব ব্যারিষ্টার কোরবান আলী সাহেব আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য তখন লন্ডনে পড়াশুনা করছিলেন। তিনি এবং সিলেটের জনাব আবদুস সালাম সাহেবানদ্বয়ই ছিলেন মিশন প্রতিষ্ঠার মূল

www.pathagar.com

উদ্যোক্তা। ওনারা আরও কতিপয় বাংলাদেশী(তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানী) প্রবাসীকে নিয়ে মিশনের বুনিয়াদ রাখেন। ব্যারিষ্টার কোরবান আলীকে সভাপতি এবং জনাব আবদুছ ছালামকে সেক্রেটারী জেনারেল করে সর্বপ্রথম মিশনের কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের লন্ডনে বসবাসরত সলিম সিদ্দিকী, রাজা হাফিযুল্লাহ ও রশীদ সিদ্দিকীও মিশনে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সনে আমরা যখন মিশনের দাওয়াতে ইংল্যান্ড যাই তখন মিশনের শাখা প্রশাখা সারা গ্রেটবৃটেনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে মিশন সারাদেশেই আমাদের এক মাসের প্রোগ্রাম করে রেখেছিল।

আমি এবং সাইদী সাহেব বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে একত্রেই রওয়ানা হই। লন্ডন হিথ্রো বিমান বন্দরে আমাদেরকে অভ্যার্থনা জানাবার জন্য মিশন নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আমাদের বেশ কয়েকজন বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী উপস্থিত ছিলেন। লন্ডনে আমরা ২দিন জনাব আবদুচছালাম সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করে সিরাত সম্মেলনে যোগদানকারী ডেলিগেটদের সহ একটি রিজার্ভ গাড়ীতে বার্মিংহাম গিয়ে হাজির হই। বার্মিংহামে আমাদের থাকার জন্য হোটেল কালসর্ন পার্কে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হোটেলের মালিক এক বৃদ্ধ, বয়স ষাটের কোটায়। বৃদ্দও হোটেলেই বাস করে। কেননা ত্রিভুবনে এ বৃদ্ধের একটি কুত্তা ছাড়া আর কোন সাথী-সঙ্গী ছিল না। গেষ্টদের মধ্যে যারা হোটেলে খেতেন একজন কর্মচারীর সহযোগিতায় বৃদ্ধই তাদের জন্য খানা-পিনা তৈরী করতো। হোটেলটি খুব ভাল মানের নয় বলে আরব মেহমানরা এক রাত থেকে অন্য হোটেলে চলে গিয়েছিলেন। তবে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। অবশ্য আবদুচছালাম সাহেব আমাদেরকে এই বলে সাবধান করছিলেন যে, "ইংরেজ জাতি সুশৃঙ্খল ও রুটিন জীবনে অভ্যস্থ, তাই তারা অন্যের কাজ, পড়াশুনা ও বিশ্রামে ব্যাঘাত হতে পারে এই ধরনের কোন আচরণ করে না। আপনারা যেহেতু ফজর নামাজের জন্য রাত্রের শেষেই জেগে যাবেন। সুতরাং খুব আস্তে দরজা খুলবেন, আস্তে বাথরুমের টেপ ছাড়বেন ও সিড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামবেন, যাতে পার্শবর্তী রুমের লোকের বিশ্রামে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

বার্মিংহাম সেন্ট্রাল মসজিদে দুদিনের প্রতিদিনই ২টি করে সেশন হতো। বক্তব্য বাংলা, উরদু ও ইংরেজী ভাষায় হচ্ছিল। কেননা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার যে সব লোক ইংল্যান্ডে বসবাস করে শ্রোতাদের মধ্যে এদের সংখ্যাই ছিল অধিক। গড়ে প্রায় হাজার খানেক ডেলিগেট শ্রোতা হিসাবে সম্মেলনে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করছিলেন। এসব ডেলিগেটদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও মসজিদ সংলগ্ন মসজিদের বিভিন্ন রুম ও হলে করা হয়েছিল। ইংল্যান্ড সহ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে প্রবাসী মুসলমানরা যে সব মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, উহা আমাদের দেশের মসজিদের মত নয়। এর অধিকাংশ মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স। মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে লাইব্রেরী, অফিস রুম, কনফারেন্স হল,

www.pathagar.com

বাচ্চাদের কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র, বয়স্কদের শিক্ষা কেন্দ্র, মেহমান খানা ও ডাইনিং রুম ইত্যাদি। লন্ডনের রিজেন পার্কের মসজিদ, বার্মিংহামের সেন্ট্রাল মসজিদ, ইস্ট লন্ডন মসজিদ এক একটি পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স। এসব মসজিদ বেশীর ভাগই আরবদের সাহায্যে করা হয়েছে।

কনফারেন্সের শেষ দিন পাকিস্তানীদের দ্বারা পরিচালিত কাশ্মীর নামক হোটেলে বক্তা মেহমানদের খানার দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বৃটেনের পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতও আমন্ত্রিত ছিলেন। সম্মেলন সমাপ্তিতে আমরা সফর প্রোগ্রাম শুরু করি। প্রথমেই আমরা লিষ্টারে ইসলামী সেন্টারের পরিচালকদের অনুরোধে সেন্টার পরিদর্শনের জন্য যাই। এই সেন্টারটি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান নায়েবে আমির প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ এটা ইংরেজী ভাষায় ইসলামী বই-পত্র রচনা ও প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হলেও বই রচনা ও প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানা বিধ ইসলামী কাজ করে থাকে। ঐ সময় খোরসীদ সাহেব পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে পাকিস্তানে চলে এসে ছিলেন, ফলে তখন দায়িত্বে ছিলেন জনাব খুররম জাঁ মুরাদ। সিরাজ গঞ্জের ডক্তর মানাজের হাছানও তখন এই সেন্টারের গবেষণা বিভাগের কাজ করছিলেন। বর্তমানে মানাজের সাহেবই সেন্টারের প্রধান পরিচালক। সেন্টার পরিদর্শন ছাড়াও এখানে এক মসজিদে আমাদের বক্তৃতার প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল। আমরা এখানের প্রোগ্রাম সমাপ্ত করে লন্ডনে চলে আসি। অবশ্য পরবর্তীতে আমি আরও কয়েকবার সেন্টারটি পরিদর্শন করেছি। বর্তমানে এর কাজ আরও ব্যাপকতা লাভ করছে।

আমরা লন্ডনে এসে কয়েকদিন প্রোগ্রাম করে কাটাই। অবশ্য এ প্রোগ্রামগুলি মিশনের তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল। আমরা ব্রিকলেন মসজিদ, ইষ্ট লন্ডন মসজিদের সিরাত মাহফিলে বক্তব্য রাখা ছাড়াও আরো কয়েকটি সুধী বৈঠক ও বিশেষ বৈঠকের প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করি। অতঃপর আমরা লন্ডনের বাইরে ব্রিষ্টল, এডেনবরা, গ্লাসগো, ব্রেডফোর্ড, ম্যানচেষ্টার, সান্ডারল্যান্ড, নিউর‍্যাসেলস, পোর্টস মাউথ, হাইড প্রভৃতি জায়গায় পূর্ব নির্দ্ধারিত সম্মেলন ও সেমিনার ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করি। এই প্রোগ্রামের কোথাও কোথাও আরব ও পাকিস্তানী মেহমানরা আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন। সভায় বক্তাদের বক্তব্য ভাষান্তরেরও ব্যবস্থা ছিল। আমাদের অধিকাংশ প্রোগ্রাম মসজিদেই হতো। তবে কোথাও কোথাও পাবলিক হল ও প্রবাসী মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সেন্টারেও হতো। এই সময়ই বার্মিংহামের সিরাত সম্মেলনের পরে ইউ,কে, ইসলামী মিশনের বাংলাদেশী সদস্যেরা মিশন হতে আলাদা হয়ে "দাওয়াতুল ইসলাম ইউ, কে এন্ড আয়ার" নামে আলাদা সংগঠন করেন।

আমরা ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করার ফাকে ফাকে লন্ডন সিটি ও উহার আশ-পাশের দর্শনীয় স্থান সমূহ যেমনঃ সাফারী পার্কের বৃহৎ চিড়ীয়াখানা,

www.pathagar.com

লন্ডনের প্রসিদ্ধ যাদুঘর, বৃটিশ মিউজিয়াম, বৃটিশ পার্লামেন্ট, ওয়েস্ট মিনিস্টার রাজ-পরিবারের বাসস্থান বার্মিংহাম প্যালেস, টেমস নদীর টাওয়ার ব্রীজ সহ বহু দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করি। আমার সাথে এই পূর্ণাঙ্গ সফরে আমার পরম স্নেহের ছাত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ওয়ায়েজ মওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাইদীও ছিলেন। তার সাথে আমার শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক থাকলেও এক সঙ্গে এত দীর্ঘ সময় একত্রে থাকার ও প্রোগ্রাম করার সুযোগ ইতিপূর্বে হয়নি। এই পূর্ণ সফরে সন্তানসম ভক্তি শ্রদ্ধা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। তার এই উত্তম আচরণের জন্য আমি অন্তর দিয়ে তার দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের জন্য দোয়া করেছি।

ইংল্যান্ডের এই প্রথম সফরের বিবরণ আমি লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্যবধানের পর অনেক খোজা-খুজি করেও উহা পেলাম না। ফলে আমার স্মৃতি হতে মনে করে করে সংক্ষিপ্তাকারে বিবরণটি লিখলাম। এর পরেও আমি কয়েকবার ইংল্যান্ড সফর করেছি। তবে সে সব সফর ছিল বিশেষ কাজেও সংক্ষিপ্ত। আমি শেষ সফর করি ১৯৮৯ সনের আগস্ট মাসে দাওয়াতুল ইসলামের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। এ সম্মেলনের সমাপ্তিতে একই জায়গায় অর্থাৎ বার্মিংহাম সেন্ট্রাল মসজিদে ইউ,কে, ইসলামী মিশনের সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানেও আমি আমন্ত্রিত ছিলাম ও বক্তব্য রেখেছি। এ সফরেও সাইদী সাহেব আমার সঙ্গী ছিলেন। তবে দেশের কাজের ব্যাস্ততার কারণে আমি ওনাকে রেখেই চলে এসেছিলাম। উনি আরও বেশ কিছু প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করে মাসাধিককাল পরে চলে আসেন। এ সফরে আমি Y.M.O এর বার্ষিক সম্মেলন ও ইসলামী ফোরামের সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমার সফরে ইংরেজ জাতির যে সব বিশেষত্ব আমার নজরে পড়েছে তার কিছু বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

(১) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল(পুরান স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রবনতা-এখনও বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবনে তাদের আদিকালের বেঞ্চে বসার ব্যাবস্থা চালু আছে। কোন আধুনিক ধরনের চেয়ার নেই। পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়েরও পুরান ঐতিহ্য বহাল রাখা হয়েছে। কোন পরিবর্তন করা হয়নি। বরং পুরান সিস্টেম বহাল রাখার চেষ্ট করা হচ্ছে।

(২) শৃঙ্খলা বোধ ও অন্যের কাজ ও বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটাবার প্রবনতা-আমাদের দেশের মত তারা জোরে রেডিও বাজায় না, জোরে কথা বলে না, জোরে গান গায়না, জোরে দরজা খুলে ও বন্ধ করে না, জোরে শিড়ি বেয়ে উঠে না, এমনকি বাচ্চারাও জোরে কাঁদে না। গাড়ীর হর্ন বাজান পর্যন্ত বেআইনী।

(৩) পরিচ্ছনতা বোধ-তারা রাস্তায় ময়লা ফেলে না। থুথু ফেলে না, ময়লা ও আবর্জনা ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেয়। আমি বেশ কয়েকবার ট্রেনে সফর

www.pathagar.com

করেছি। তারা ট্রেনে চিনা বাদামের খোসা বা খাবারের পরিত্যাক্ত প্যাকেট ফেলে ট্রেনের বগিকে ময়লা করে না, ট্রেনের বাথরুম পর্যন্ত খুবই পরিচ্ছন্ন। মনে হয যেন প্রতিটি নাগরিকই সবকিছুকে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিযোগিতা করছে।

(৪) ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতাঃ ইংরেজরা জাতে খৃষ্টান হলেও খৃষ্ট ধর্ম বা কোন ধর্মের প্রতি তাদের তেমন কোন আগ্রহ নেই। তারা ধর্মনীয় জীবনের খুব কমই ধার ধারে। শুধুমাত্র রবিবারেও তারা ধর্মনীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য এখন আর গীর্জায় যায় না। ফলে বহু গীর্জার যাযক গীর্জা বিক্রি করে দিয়েছে। এই ধরনের অনেক গীর্জা মুসলমানরা খরিদ করে মসজিদ বানিয়েছে। নারী পুরুষের অবাধ মিলন, বেহায়াপনা, পাবলিক প্লেসে নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরে চুমু খাওয়া ও আলিঙ্গন করা দেখলে যে কোন প্রাচ্যের লোকের লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাবে।

(৫) অস্বাভাবিক কুকুর প্রিয়তা-ইংরেজ জাতি কুকুরের প্রতি যে কত আসক্ত তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কুকুরকে তারা সন্তানের চেয়েও অধিক ভাল বাসে। কুকুরের বেচা-কিনার জন্য আমাদের দেশের গরুর হাটের মত কুকুরের হাট আছে।

www.pathagar.com

আমার কাতার সফর

(সফরকাল ১১ই এপ্রিল হতে ১৮ই এপ্রিল-১৯৮৮)

কাতার পারস্য উপসাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি আরবদেশ। মোট আয়তন ৪,৪১৬ বর্গ মাইল (১১,৪৩৭ এগার হাজার চারশত সাইত্রিশ কিলোঃ) সর্বশেষ আদম শুমারী মোতাবেক এর লোক সংখ্যা ৩,৪২০০০ তিন লক্ষ বিয়াল্লিস হাজার। দেশটির তিন দিকই সাগর দিয়ে ঘেরা, কেবল পশ্চিম-দক্ষিণ সীমান্ত সৌদী আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে যুক্ত। অধিবাসীদের শতকরা ৯০% ভাগ শহরে বাস করে আর ১০% ভাগ মাত্র গ্রামে। অধিবাসীদের একশত ভাগই মুসলিম। ভাষা আরবী, রাজধানী দোহা। প্যাট্রোল প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এখানকার লোকেরা পশুচারন, মাছ-শিকার ও মুক্তা আহরনের মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করত। ১৯৩০ সনে প্যাট্রোল পেলেও নিয়মিত প্যাট্রোল উত্তোলনের সুচনা হয় ১৯৫০ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে। এখন এখানকার প্রধান আয়ের উৎস হল প্যাট্রোল প্যাট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য। কাতার ও বাহরাইনে রসুলের জীবদ্দশায়ই ইসলামের দাওয়াত পৌছে এবং অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে।

১৭০০ শত খৃষ্টাব্দের পূর্বে এখানে গোত্রীয় শাসন থাকলেও কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা বর্তমান ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৭০০ হতে ১৭৫০) যখন সৌদী আরবের নজদ এলাকায় মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলন প্রধান্য বিস্তার করে, তখন তার প্রভাব এ এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার প্রভাব শালী আল-তানি গোত্র সংস্কার আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কাতারীদেরকে সংগঠিত করে একটি রাষ্ট্র ব্যাবস্থার অধীনে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে ১৮০০ সন হতে ১৯১৬ পর্যন্ত এখানে তুর্কী খলিফাদের শাসন চলে। অতঃপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে কাতার বৃটিশ প্রভাবাধীনে চলে যায় এবং আমির শাসিত বৃটিশ আশ্রিত রাজ্যের রূপ ধারন করে। ১৯৭১ সনে কাতার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পরই জাতি সংঘ, ও, আই, সি, ও আরবলীগের পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ লাভ করে। সম্প্রতি সৌদী আরবের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের যে সাতটি দেশ নিয়ে উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে, কাতার তারও সদস্য। কাতারের বর্তমান আমিরের নাম হল খলিফা বিন হামদ আল তানি। কাতারে আমি বেশ কয়েকবারই সফর করেছি, আমি কাতারে শেষ সফর করি ১৯৮৮ সনে। কাতারের প্রবাসী ইসলাম প্রিয় বাংলাদেশী ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে কোরআন-হাদীসের চর্চা ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য "কোরআন-সুন্নাহ-পরিষদ" নামে একটা সংগঠন করেছেন। এই সংগঠনের আহবানেই আমি কাতার সফর করেছি। পূর্বে এই সংগঠনের সভাপতি ছিল পর্যায়ক্রমে জনাব মওলানা মোতাছেম বিল্লাহ ও জনাব ফয়েজ আহমদ। বর্তমানে রশীদ চৌধুরী হল পরিষদের সভাপতি। পরিষদ বিভিন্ন মসজিদে প্রবাসী

www.pathagar.com

বাংলাদেশীদের জন্য দরসে কোরআনের নিয়মিত ব্যবস্থা করে থাকে। আমার সফরের পূর্বেই পরিষদ আমার প্রোগ্রাম করে রেখেছিল। আমার শেষ সফরে সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম হয়েছিল কাতারের সর্বপ্রধান জামে মসজিদে। জুময়ার ফরজ নামাজের পরেই মসজিদের মাইকে আমার প্রোগ্রামের ঘোষনা দেয়া হয়। নামাজান্তে এই মসজিদেই প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে এক ঘন্টা বক্তব্য রাখি। এ প্রোগ্রামের জন্য পূর্বাহ্নেই সরকারী অনুমোদন নেয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও পরিষদের আরও কয়েকটি তাফসীর মাহফিল ও আলোচনা সভায় বিভিন্ন জায়গায় অংশ গ্রহণ করি।

পাকিস্তান ও ভারতের ইসলামী আন্দোলনের প্রবাসী ভাইয়েরাও কাতারে ইসলামের চর্চ্চার জন্য আলাদা সংগঠন করে রেখেছেন। আমি তাদের বেশ কয়েকটি প্রোগ্রামে প্রতিবারই অংশ গ্রহণ করেছি। এখানে আমাকে উর্দ্দু ভাষায় বক্তব্য রাখতে হয়েছে।

আমি যতবারই কাতার সফর করেছি, কাতার ইউনির্ভাসিটির ইসলামিয়াতের ডীন, বহু গ্রন্থ প্রনেতা, শহীদ হাছানুল বান্নার সাথী আল্লামা ইউসুফ কারদাবীর সাথে সাক্ষাত করেছি। আল্লামা কারদাবী মূলতঃ মিশরের অধিবাসী। নাসেরের স্বৈরশাসনের সময় যখন ইখওয়ানদের উপরে সরকারী নির্যাতন চলছিল, তখন তিনি হিজরত করে কাতারে আসেন। কুয়েতের আর একজন বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব হল সেখ আবদুল্লাহ মাহমুদ। ইনি খুব বড় আলেম। শাসক পরিবাবের উপরে মাহমুদের খুব প্রভাব। আমি শেখের সাথে তার বাড়ীতে সাক্ষাত করে অন্তরঙ্গ আলোচনায় মিলিত হয়েছি। এনারও বহু জটিল ইসলামী বিষয়ের উপরে মূল্যবান গ্রন্থ আছে। আল্লামা সেখ আবদুল্লাহ মাহমুদের বড় ছেলে আবদুররহমান আবদুল্লাহ্ মাহমুদ বর্তমানে ধর্ম মন্ত্রনালয়ের প্রধান সচিব। খুবই যোগ্য লোক, তার সাথেও আমি বহুবার দেখা সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা করেছি। কাতারের সেখ আবদুল্লাহ্ দাব্বাগও বেশ যোগ্য ইসলাম প্রিয় একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি।

তিনি ধর্ম মন্ত্রনালয়ের ডাইরেক্টর। দেখা-সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তার সাথে আমার বেশ হৃদতা সৃষ্টি হয়েছে। আমি যত বারই কাতার সফর করেছি, তিনি তার পক্ষ হতে কেউকে না কেউকে আমাকে রিসিভ করার জন্য গাড়ী সহ এয়ারপোর্টে পাঠিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্রাহীম আনসারীও কাতারের তার একজন খ্যাতনামা ইসলামী ব্যাক্তিত্ব। তার সাথে আমি একাধিকবার সাক্ষাত করেছি। তিনি ১৯৮৮ সনের প্রথম দিকে ইনতেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহেও ইন্নাইলাইহে রাজেউন।